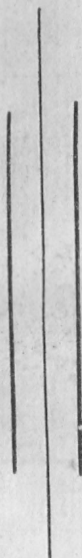


চাকমা জাতি ও চাকমা রাজবংশের ইতিহাস



প্রণেতা—

স্বর্গীয় প্রাণহরি তালুকদার



কল্পতরু বই পিডিএফ প্রকল্প

কল্পতরু মূলত একটি বৌদ্ধধর্মীয় প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান। ২০১৩ সালে “হৃদয়ের দরজা খুলে দিন” বইটি প্রকাশের মধ্য দিয়ে এর যাত্রা শুরু।

কল্পতরু ইতিমধ্যে অনেক মূল্যবান ধর্মীয় বই প্রকাশ করেছে। ভবিষ্যতেও এ ধারা অব্যাহত থাকবে। কল্পতরু প্রতিষ্ঠার বছর খানেক পর “kalpataruboi.org” নামে একটি অবাণিজ্যিক ডাউনলোডিং ওয়েবসাইট চালু করে। এতে মূল ত্রিপিটকসহ অনেক মূল্যবান বৌদ্ধধর্মীয় বই pdf আকারে দেওয়া হয়েছে। সামনের দিনগুলোতে ক্রমান্বয়ে আরো অনেক ধর্মীয় বই pdf আকারে উক্ত ওয়েবসাইটে দেওয়া হবে। যেকেউ এখান থেকে একদম বিনামূল্যে অনেক মূল্যবান ধর্মীয় বই সহজেই ডাউনলোড করতে পারেন। আমাদের একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে, বর্তমান আধুনিক প্রযুক্তির যুগে লাখো মানুষের হাতের কাছে নানা ধরনের ধর্মীয় বই পৌঁছে দেওয়া এবং ধর্মজ্ঞান অর্জনে যতটা সম্ভব সহায়তা করা। এতে যদি বইপ্রেমী মানুষের কিছুটা হলেও সহায় ও উপকার হয় তবেই আমাদের সমস্ত শ্রম ও অর্থব্যয় সার্থক হবে।

আসুন ধর্মীয় বই পড়ুন, ধর্মজ্ঞান অর্জন করুন!

জ্ঞানের আলোয় জীবনকে আলোকিত করুন!



স্বর্গীয় প্রাণহরি তালুকদার

উৎসর্গ

আমার পরম শ্রদ্ধেয় জেঠা ও জেঠীমা স্বর্গগত প্রাণেশ্বর
মোহন তালুকদার প্রকাশ প্রাণহরি তালুকদার ও রসিক পতি
তালুকদার এর পুণ্য স্মৃতি স্মরণে এই বইটি উৎসর্গ করা
হইল ।

একান্ত অমুগত ভ্রাতৃকন্যা
মিনতি শ্রদ্ধা চাকমা
ট্রাইবেল অফিসার কলোনী;
রাসামাটি ।

প্রকাশক— মিনতি প্রভা চাকমা
ট্রাইবেল অফিসারস. কলোনী.
রাজশাহী।

মুদ্রাকর — শ্রী সত্য প্রসন্ন বড়ুয়া বি, এ
অস্তিক প্রেস,
দেওয়ান বাজার, চট্টগ্রাম।

১ম সংস্করণ— ডিসেম্বর ১৯৮১ ইং।

মূল্য — ৮.০০ টাকা।

বিবেদন

এই “চাকমা জাতি ও চাকমা রাজ বংশের ইতিহাস” বইটি পার্বত্য চট্টগ্রামের লংগু খানায় অন্তর্গত ১১ নং পেন্ডান্যাম চড়া মৌজার ভূতপূৰ্ব হেডম্যান স্বর্গীয় প্রাণেন্দ্র মোহন তালুকদার প্রকাশ প্রাণহার তালুকদার কর্তৃক রচিত। তিনি বহু চেষ্টা করিয়াও বইটি ছাপাইতে পারেন নাই বলিয়া শেষে আমাকে তাঁহার বইটি ছাপাইয়া দিবার অনুরোধ করেন। আত্মীয়তার দিক দিয়া তিনি আমার জ্যেষ্ঠা সম্পর্কীয় হন। আত্মীয়তাও ঘনিষ্ঠ। তাঁহার বইটি ছাপাইবার একান্তিঃ আগ্রহ দেখিয়া আমি ইহা ছাপাইয়া দিতে রাজী হই। আনুমানিক ১৯৭৬ ইং সনের শেষ দিকে বইটির অনুলিপি হইয়া চট্টগ্রাম শহরের অস্তিত্ব প্রেসের মালিক বাবু সত্য প্রসন্ন বড়ুয়ার নিকট ছাপাইয়া দিবার জন্য জমা দিই এবং কিছু টাকা অগ্রিম প্রদান করি। তিনিও বইটির কয়েক পৃষ্ঠা ছাপাইয়া ফেলেন। ইতিমধ্যে আমি ছেলে মেয়েদের পড়ার খরচের চাপে পড়ি। অপর দিকে বাংলা দেশের টাকার মূল্যমান অত্যধিক ভাবে কমিয়া যাওয়ার ছেলে মেয়েদের পড়ার খরচ সমেত পরিবার চালানো দুঃসাধ্য হইয়া উঠে। ফলে অস্তিত্ব প্রেসের মালিককে ছাপানো খরচ দিতে না পারায় প্রায় ৩৪ বৎসর পর্য্যন্ত বইটির পাণ্ডুলিপি খানি প্রেসে পড়িয়া থাকে। ইতিমধ্যে বইটির লেখক কালগত হন। শেষে ১৯৮১ ইং সনে আমার পারিবারিক খরচের চাপ অনেকটা লাঘব

হইলে বইটি পুনঃ ছাপানোর কাজ হাতে নিই । বর্তমানে বইটি ছাপাইয়া দিতে পারিয়া স্বর্গীয় প্রাণহরি তালুকদারের ২৯বৎসরের আকাঙ্ক্ষা পূরণ করতঃ নিজ গৃহীত দায়িত্ব সম্বাপন করি । তবে তিনি বইটি ছাপানো অবস্থায় দেখিয়া যাইতে পারেন নাই । তজ্জন্য আমি মর্মান্বিত । প্রেসের মালিক বাবু সত্য প্রসন্ন বড়ুয়া বইটির প্রুফ দেখার গুরুদায়িত্ব সহ অন্যান্য যে সকল বই স্বীকার করিয়াছেন তজ্জন্য তিনি ধন্যবাদার্থ । সর্ববশেষে আমার ক মনা এই যে, এই বইটি দ্বারা যদি সমাজ এাং পাঠকবৃন্দ বিন্দু মাত্র উপকৃত হন তবে আমার ছাপাইয়া দেওয়ার খরচ ও প্রচেষ্টা সার্থক হইবে ।

ইতি —

মিনতি প্রভা চাকমা

টাইবেল অফিসার কলোনি রাজসামাটি; পার্বত্য চট্টগ্রাম ;

নিম্নবর্ণিত পুস্তকগুলি আলোচনা করিয়া “চাকমা
জাতি ও চাকমা রাজবংশ” বইটি রচিত হইয়াছে

- ১। মদীয় পূর্ব পুরুষগণের রক্ষিত পিতৃদেব হইতে প্রাপ্ত
বিজোগ।
- ২। ব্রহ্মদেশের পুরাবৃত্ত—চুইজংকাথাং।
- ৩। ব্রহ্মসম্রাট তরবুমার লিখিত বৃটিশ আমলের চট্টগ্রাম
কমিশনার অফিসে সংরক্ষিত ১৭৮৪ খৃঃ লিখিত একখানি
পত্র।
- ৪। আরকানের রাজমালা—রাজাওরাং।
- ৫। আরকানের কাহিনী—দজ্যাওয়াদি আরেদকুং।
- ৬। বৌদ্ধ মিশন গ্রন্থমালা—২৬ রেজুন শ্রী ধর্ম তিলক স্থবির
কর্তৃক অনূদিত সন্ধর্ম্ম রত্নাকর।
শ্রীযুত উমেশ চন্দ্র চৌধুরী দ্বারা সংগৃহীত বড়ুয়া জাতি
সম্বন্ধে।
- ৭। বাবু মাধব চন্দ্র চাকমা, কস্মির রাজনামার সহিত মিলাইয়া
দেখা হইয়াছে।
- ৮। বাবু সত্যীশ চন্দ্র ঘোষের চাকমা জাতির ইতিবৃত্তি হইতে
কিছু গ্রহণ করা হইয়াছে।
- ৯। শাসনদংশ মৌলিক বৌদ্ধধর্ম্মের ইতিহাস রাজগুরু পণ্ডিত
ধর্ম্মাধার মহাস্থবির ১৫ পৃঃ প্রাচীন উপাখ্যান অনুসারে
ভারত কোমুদী ১. ৪১৫ পৃঃ শ্রী ক্ষেত্র রাজ্য উপর ব্রহ্মের

ইসাবতীর টংউং এর এক ভারতীয় রাজবংশ দ্বারা এই রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়।

১০। চট্টগ্রামের ইতিহাস (পুরাণা আমল) মাহবুব উল আলম নয়া লোক প্রকাশনী আলমীন, কাজীর দেউরী সেকেন্দ্রে লেইন, চট্টগ্রাম, তাজ লাইব্রেরী, ১১ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম ২৯, ৩০, ৪০, ৪৫ পৃ:।

১৪১৮ | ১৯ খৃ: বহু মগ অমুর সহ চাকমাগণ চট্টগ্রামের শাসনকর্তা জালালুদ্দিন মহম্মদের অমুমতি লইয়া মাতামুহুরী এলাকায় ১২ খানি গ্রাম লাভ। ৬১ পৃ: জালালুদ্দিনের অযোগ্য পুত্র শামসুদ্দিন মোহাম্মদ চাকমাগণকে রামুর কিয়দংশ ছাড়িয়া দিয়া সন্ধি করিতে বাধ্য হন। ৭৬ | ৭৭ খৃ: চাকমাগণ পূর্ণ স্বাধীন ১৫১৮ খৃ: মগ সেনাপতি চেন্দুইজার সহিত রাজ্যসীমা স্থির। ২৯ ও ৩০ পৃ: চাকমা সম্প্রদায় ৪র্থ কি পঞ্চম শতাব্দী অব্দ গ্রন্থের ১৬ পৃষ্ঠার টীকাতে বাবু সতীশ ঘোষের সহিত মিল (মতৈক্য)

শ্রী প্রাণেশ্বর মোহন তালুকদার
(প্রকাশ : প্রাণেশ্বর তালুকদার)

চাক্‌মা জাতি ও চাক্‌মা রাজবংশ

প্রথম অধ্যায়

চাক্‌মা জাতির উৎপত্তি

শাক্য—শাক্য জাতির বসতি হেতু শ্রাম দেশ হইল।

চম্পক—চম্পক নগর প্রতিষ্ঠার পর চম্পক জাতি।

শ্রামা বা সামা—শ্রামদেশ হইতে ব্রহ্মদেশ কিয়দংশ দখল করিয়া

ব্রহ্মবাসীরা সামা শ্রামা বলিয়াছেন।

শ্রামা শ্রামা হইতে ছামাং, চাং স্মাং পরে চাক্‌মা শব্দের
উৎপত্তি হইয়াছে।

১ম চম্পক নগর হিমালয়ের পাদদেশে। কেহ কেহ শ্রাম
দেশকেও নির্দেশ করিয়াছেন।

২য় চম্পক নগর ব্রহ্মদেশের ঐরাবতী বা ইরাবতীর পূর্ব
তীরে বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

৩য় চম্পক নগর আসামের শ্রীহট্ট জেলায় তৎকালে চাক্‌মা
সেনাপতি কালা বাঘা আসামের কিয়দংশ জয় করিয়া তাঁহার
বিজিত অংশের নাম তাঁহার নামানুসারে কালা বাঘা রাজ্য
রাখিয়াছিলেন। তথায় তৃতীয় চম্পক নগর প্রতিষ্ঠা করিয়া
যুবরাজ বিজয়গিরী ২য় ও ৩য় চম্পক নগর হইতে আরকান

আক্রমণ করিয়া জয় করেন। চাকমা রাজগণ খেতহস্তী পৃষ্ঠে রাজ্যাভিষিক্ত হইতেন ও খেতহস্তী পৃষ্ঠে সর্বদা বিচরণ করিতেন বলিয়া আরকানী মণেরা চাং ন্যাং বলিয়াছিল। চাং অর্থ হাতী ন্যাং অর্থ রাজা (মগ ভাষা)।

ভগবান বুদ্ধের সময়ে হিমালয়ের পাদদেশে শাক্য জাতির বাস ছিল। তদকালে কোশল রাজ উন্নতির চরম সীমায় উন্নীত হইয়াছিল। তখন পার্শ্ববর্তী রাজ্যের রাজগণ কোশলের পদানত হইতে বাধা হইয়াছিল। সুতরাং শাক্য রাজাও কোশলের সামন্ত ভাবেদারে পরিণত হয়। শাক্যগণ অভিজাত বংশ জাতি বলিয়া কোশল রাজ শাক্য রাজকন্যার পানি গ্রহণ করিতে চাহিলেন। ইহাতে শাক্যেরা প্রকৃত শাক্য রমণীর গর্ভজাত রাজকন্যা না দিয়া এক দাসী কন্যার গর্ভজাত কন্যা দিয়া কোশল রাজকে প্রবঞ্চনা করিয়াছিলেন। তাঁহার গর্ভে যুবরাজ বিড়ুডক জন্মগ্রহণ করেন। তিনি যৌবনে পদার্পণ করিলে যথোপযুক্ত রাজনীতি ও যুদ্ধ বিজ্ঞার পারদর্শিতা লাভ করেন। একদা যুবরাজ বিড়ুডক মামার দেশ শাক্যদেশে পরিভ্রমণে যাইবার নিমিত্ত পিতার নিকট ইচ্ছা প্রকাশ করেন। তাঁহার পিতা ইহাতে অনুমতি প্রদান করিলে শাক্যদেশে শাক্যদিগকে এই বিষয়ে পূর্বাঙ্কে সংবাদ দিয়া অবগত করান। যুবরাজ যথাসময়ে মামার দেশে (শাক্য দেশে) পরিভ্রমণ করিতে যান। কিন্তু বিড়ুডকের এই পরিভ্রমণে তাঁহার মাতার সম্পূর্ণ অনিচ্ছা ছিল। নানা প্রকারে তিনি নিষেধও করিয়াছিলেন।

সে যাহা হউক, যুবরাজ মামার দেশে গিয়া পূজনীয় ও পূজনীয়া-দিগকে অভিবাদন করেন। কিন্তু তাঁহাকে অভিবাদন করিবার তাঁহার চেয়ে বয়ঃ কনিষ্ঠ কাহাকেও না পাইয়া বিস্মিত হইলেন।

তাঁহার যাওয়ার পূর্বে বয়ঃকনিষ্ঠদিগকে দূরদেশে তীর্থভ্রমণে পাঠান হইয়াছিল। তাহার কারণ যুবরাজ বিড়ুড়ককে কেহ যেন অভিবাদন করিতে না হয়। শাক্যেরা আভিজাত্য গর্বে অপর জাতির নিকট মাথা নত করে না। বয়ঃ কনিষ্ঠেরা তীর্থ ভ্রমণে গিয়াছে এই কথা তাঁহাকে জানাইয়া বুঝান হয়। যুবরাজ ষতদিন শাক্যদেশে অবস্থান করিয়াছিলেন আদর যত্নের কোন-ক্রটি হয় নাই। অতঃপর যুবরাজ স্বদেশে ফিরিয়া যাইবার জন্ত হস্তীপুষ্ঠে আরোহণ করিলেন। ঠিক এই সময়ই তাঁহার তরবারির কথা স্মরণ হইল। ভুলক্রমে তাঁহার তরবারিখানা তিনি সেই শয্যাপালকে শুইয়া ছিলেন সেই শয্যাপালকের পাশেই ফেলিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। ইহা তাঁহার স্মরণপথে উদিত হইলে তরবারিখানা লইয়া আনিবার জন্ত তাঁহার এক সহচর বন্ধুকে পাঠাইয়া দেন। তাঁহারা যেখানে অবস্থান করিয়াছিলেন সেই গৃহের নিকটবর্তী হইলে শুনিতে পান যে দুইজন দাসী বকাবকি করিতেছে আর তাঁহারা যে সমস্ত শয্যাপালকে শুইয়াছিলেন ও অবস্থান করিয়াছিলেন সেই শয্যা-পালকাদি গোলাপ জলে ও চন্দনের জলে ধুইয়া ফেলিতেছে। উভয়ে বলিতেছে যে, দাসীপুত্র আসিয়া কাজ বাড়াইয়া দিয়া

গেল। যুবরাজের সহচর বন্ধু দাসিগণের এসমস্ত কথা শ্রবণ করিয়া কিয়ক্ষণ ধম্কিয়া দাঁড়াইয়া তাহাদের কথাবার্তা শুনিলেন। অতঃপর তরবারিখানা লইয়া হস্তীপৃষ্ঠে গিয়া আরোহণ পূর্বক দাসীদের বিরক্তিজনক বাক্যাদি যুবরাজ বিড়ুড়কণ্ঠে আত্মোপাস্ত বর্ণনা করিয়া বলিলেন। যুবরাজ বিড়ুড়ক শাক্যদেশে গুপ্তচর দিয়া প্রকৃত বিষয় অবগত হইলেন। তিনি জানিতে পারিলেন যে সত্যই তাঁহার মাতা দাসী কন্যা। তদ্ব্যতীত তাঁহার বয়ঃ কনিষ্ঠদিগকে তীর্থ পর্যটনে পাঠানো হইয়াছে ও তিনি তাঁহাদের ঘৃণার পাত্র বলিয়া উক্ত সব খুইয়া ফেলা হইতেছিল। পিতাকেও দাসী কন্যা দিয়া শাক্যগণ প্রবঞ্চনা করিয়াছেন। এই সমস্ত বিষয় প্রমাণ পাইয়া তিনি ক্রোধে অগ্নিস্ফুল্জিবৎ হইলেন। হস্তে তরবারি দারণ পূর্বক প্রতিজ্ঞা করিলেন,—শাক্যজাতি গর্বে এতদূর গর্বিত স্মরণঃ শাক্য যন্তে শাক্যদেশ ধ্বংস করিয়া ফেলিবেন এবং তাঁহাদের আভিজাত্য পর্ব চূর্ণ করিয়া দিবেন। এমতাবস্থায় বিড়ুড়ক শাক্যদেশে পুনঃ অভিযান করেন। ভগবান বুদ্ধ ইহা দিবা জ্ঞানে জানিতে পারিয়া নিজ বংশ রক্ষার জন্ত আগুলিয়া অৰ্ধপথে গিয়া কৌশলে বিড়ুড়কের অভিযান দুইবার ফেরৎ দেন কিন্তু শাক্যদের আভিজাত্য গর্বের কথা এবং তাঁহার পূর্ব প্রতিজ্ঞার কথা বিন্মরণ হইতে পারিলেন না। ইহা তাঁহার মনে পুনঃ পুনঃ জাগ্রত হওয়ায় তিনি তৃতীয়বার অভিযান করিলেন। শাক্যদের কাল পূর্ণ হইয়াছে ইহা ভগবান জ্ঞানচক্রে জানিতে পারিয়া আর বাধা জমাইতে গেলেন না। তিনি

বিড়ুড়কের এই তৃতীয় অভিযান ফিরাইতে চেষ্টা করিলেন না। সুতরাং তৃতীয় অভিযানে শাক্যদেশ আক্রমণ পূর্বক শাক্যদের রক্তে শাক্যদেশ প্রাণিত করিলেন। কোশল যুবরাজ বিড়ুড়কের এই আক্রমণে শাক্যজাতি ছিন্নভিন্ন হইয়া নানা দেশে নানা দিকে দলে দলে স্বদেশ ত্যাগ করিতে বাধ্য হয় এবং বিভিন্ন দেশে পলাইয়া গিয়া আশ্রয়লাভ করে। একদল উত্তর পূর্ব দিকে পলায়ন করে এবং ক্রমে ক্রমে শ্রামদেশে গিয়া বসতি স্থাপন করে। বর্তমানে এই বস্তুমান চাক্‌মা জাতি সেই দলের এক অংশ বলিয়া গ্রন্থকারের পুরুষানুক্রমে রক্ষিত ব্রাহ্মী লেখার লিখিত পিতৃদেব হইতে প্রাপ্ত বিজোঁগে নির্দেশ করা ছিল। সুতরাং পিতৃদেবের বিজোঁগ অমুসাওর ইহা লিখিত হইল। পিতৃদেব ব্রাহ্মী বা বামনী লেখার বিজোঁগ খানির যৎসামান্য অংশ বঙ্গানুবাদ করিয়া স্বর্গগত হন। বিস্তৃত বিবরণ আমার নিজ বিবরণে লিখা হইয়াছে। চাক্‌মা জাতির ইতিহাস উল্লিখিত বিপ্লব হইতে আরম্ভ হইয়াছে। শাক্য বংশের আদি পুরুষ পুরুষোত্তমের পরবর্তী বংশজ রাজা অভিরথের বহু পরবর্তী মুদ্রা নামক এক রাজা ছিলেন। তদপুত্র মরুদেব, তৎপুত্র চম্পক কলি বোধ হয় উক্ত মরুদেবের সময়ে অথবা রাজা চম্পক কলির সময়ে উক্ত বিপ্লব (অভিযান) সংঘটিত হইয়াছিল। এই শাক্যেরা ক্রমে ক্রমে শ্রামদেশে গিয়া উপস্থিত হয়। এই চম্পক কলি রাজাই শ্রামদেশে গিয়া আদি চম্পক নগর প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন বলিয়া পিতৃদেবের বিজোঁগে উল্লিখিত ছিল এবং

শাক্য জাতির বসতি হইতে পরে দেশটি শ্যাম নামে পরিণত হইয়াছে বলিয়াও উল্লেখ ছিল। সে যাহা হউক, ইহা কতদূর সত্য মিথ্যা উহা প্রমাণ পাওয়া অতি দুস্কর কারণ ইহা আড়াই হাজার বৎসর পূর্বের ঘটনা। ইতিমধ্যে কত বিপ্লব, কত উত্থান-পতন হইয়া কত পরিবর্তন হইয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই। সুতরাং আমাদের চাকমা জাতির পৌরাণিক হস্তলিখিত তালপত্রে যেমন আগর তারা ছিল (বর্তমানেও কিছু আছে) তদ্রূপ পৌরাণিক কাহিনী ও চাকমা ভাষায় তৎকালের হট্টালা কাগজে চাকমা লেখায় ও বামনী লেখায় কেহ কেহ লিখিয়া রাখিয়া ছিলেন। তৎকালে এই সমস্ত কাগজাদি বাণেশ্বর চুঙার পূর্ব পুরুষেরা অতি যত্নে রাখিয়াও মধ্যে মধ্যে কীটে নষ্ট করিয়া ফেলিয়া দিয়াছিল। সেই সমস্ত কাগজাদির বিবরণ একের সহিত অন্নের সম্পূর্ণ মিল থাকা সম্ভব নহে। এতৎসঙ্গেও কিছু কিছু অমিল থাকিলেও তাহাতে ইতিহাস লেখার কোন বিঘ্ন ঘটেনা। একান্ত অনেক কিংবদন্তি, আচার-ব্যবহার, ভাষা ও লংস্কৃতির উপরও নির্ভর করিতে হয়। সে যাহা হউক বাবু মাধব চাকমা কর্মীর লিখিত রাজনামা ও বাবু সতীশ ঘোষের চাকমা জাতির ইতিবৃত্তি বাম্বার ইতিহাস (পুরাবৃত্ত) চুইজং কাখাং, আরকানের রাজমালা রাজাওয়াং, আরকান কাহিনী দেজাওয়াদি আরেদকুং গ্রন্থাদির সহিত লেখকের পিতৃদেবের পুরুষাণুক্রমে লিখিত বিজোণের সহিত মিলাইয়া বিশেষভাবে পিতৃদেবের বিজোণের উপর নির্ভর করিয়া চাকমা জাতির ইতিহাস আরম্ভ করিলাম।

চম্পক নগর প্রতিষ্ঠাতা রাজা চম্পককলীর দুই মহিষী ছিল
 *১ প্রথম মহিষীর সন্তান গুণধন অল্প বয়সে সন্ন্যাসী হইয়া
 যান। দ্বিতীয় মহিষীর গর্ভে দুই সন্তান জন্মগ্রহণ করেন।
 জ্যেষ্ঠ আনন্দ মোহন বুদ্ধ শিষ্য হইয়া যায়। কনিষ্ঠ লাজলধন
 রাজ্যভার গ্রহণ করেন। রাজা চম্পককলী প্রত্যহ সহস্র
 দানগ্রহিতা ব্রাহ্মণ প্রভৃতিকে পাঁচ সিকি করিয়া দান করিতেন
 বলিয়া প্রকাশ আছে। সে যাহা হউক গুণধন যে সন্ন্যাসী

টীকা—

*১ বাবু মাধব মাষ্টার কর্মীর রাজনামায় লিখিয়াছেন।
 (১) শাকা রাজার পুত্র সুধম্ম এবং তৎপুত্র শ্যামল। এই
 শ্যামলই হিমালয় পর্বতের কলাপ নগর হইতে সমতল ভূমিতে
 রাজধানী স্থানান্তরিত করিয়াছেন। এই রাজধানীকে শ্যামলের
 পুত্র চম্পককলী তাঁহার নামে চম্পক নগর রাখিয়াছেন। এই
 নগর হিমালয়ের পাদদেশে বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। সুধম্মের
 দুই মহিষী। প্রথম মহিষীর গর্ভে গুণধন। ইনি সন্ন্যাসী
 হইয়া যান। দ্বিতীয় রাণীর গর্ভে আনন্দ মোহন ও লাজল
 ধন। আনন্দ মোহনও বুদ্ধশিষ্য হইয়া যান এবং কনিষ্ঠ
 লাজলধন রাজ্যভার প্রাপ্ত হন। চম্পককলী যদি শ্যামলের
 পুত্র হইয়া থাকে তাঁহার নামে চম্পক নগর নাম না দিয়া
 পিতার নামে শ্যামল নগর নাম রাখিয়া দিতে পারিতেন।
 কারণ শ্যামলই রাজধানী পরিবর্তন করিয়া উহা স্থাপন করিয়া-
 ছেন। তজ্জন্ত আমি পিতার বিজ্ঞেয় অনুসরণ করিয়াছি।

হইয়া যান এবং আনন্দ মোহনও যে বুদ্ধশিষ্য হইয়া যান ইহা চম্পকনগর প্রতিষ্ঠার পূর্ব ঘটনা হইতে পাঠ্য ।

পিতৃদেবের বিজোগ অনুসারে রাজা চম্পককলীর মন্ত্রী ছিলেন চাং কুশ্য । এই মন্ত্রীর পুত্র জয়ধন রাজা লাজল ধনের সেনাপতি ছিলেন । লাজল ধনের পুত্র ক্ষুদ্রজিন (রাজনামায় ক্ষত্রজিত) ও সমুদ্রজিত । রাজা লাজল ধন পরলোক গমন করিলে তদপুত্র ক্ষুদ্রজিন রাজপাটে বসেন । রাজা ক্ষুদ্রজিনের প্রথম পুত্রটি অল্প বয়সে মৃত্যু হইলে তাঁহার মনে অত্যধিক আঘাত লাগিয়া তাঁহার বৈরাগ্যের উদয় হয় । অতঃপর তাঁহার কান্ঠ সমুদ্র-জিতকে রাজ্যভার অর্পণ করিয়া সম্যাস ধর্ম অবলম্বন পূর্বক সংসার ত্যাগ করেন । *২ রাজা সমুদ্র জিতের কোন পুত্র

*২ রাজনামায় ক্ষত্রজিতের পুত্র সমুদ্রজিত বলা হইয়াছে । পিতার বিজোগে এই সমুদ্রজিত কলাপনগর আবিষ্কার করেন । তিনি চম্পক নগর হইতে যুগধায় গিয়া এক কস্তুরী যুগের পশ্চাদ্ভাবন পূর্বক দল-বল ছিন্ন চইয়া হিমালয় পর্বতের কোন শাখা পর্বতে কলাপ নগরে গিয়া উপস্থিত হন । কলাপনগর এক ক্ষুদ্রপার্বত্য রাজ্যের রাজধানী বটে । ঠাকুরমার উপকণ্ঠায় এতদসম্বন্ধে একটি উপাখ্যান আছে তাহা পরে প্রদত্ত হইল ।

বাবু মাধব মাষ্টার কর্মি রাজনামায়, উল্লেখ করিয়াছেন যে হিমালয় পর্বতের কলাপনগর হইতে রাজা শ্যামল হিমালয়ের পাদদেশে সমতল ভূমিতে রাজধানী স্থানান্তর পূর্বক এক

সন্তান ছিল না। সুতরাং তাঁহার পরলোক গমনের পর উক্ত জয়ধন সেনাপতির পুত্র সুভল। ৩৩ সুভলের পুত্র শ্যামল রাজপাঠে অধিষ্ঠিত হন। তৎপুত্র সেক্ষ্যাসুর ও চান্দাসুখ ৩৪ নগর প্রতিষ্ঠা করেন। পরে তৎপুত্র চম্পকলী আমার নাটমই উক্ত নগরটিকে চম্পকনগর নামে নাম রাখেন। ইহা তাহার পিতৃদেবের বিজোগের সহিত মিল নাই। কোনটি সত্য বলা কঠিন :

কলাপ নগরের বিবরণ :

রাজা সমুদ্রজিত একদা দলবল লইয়া শিকারে গমন করিলে এক বনখণ্ডে বহু বস্ত্র পশুর পদচিহ্ন দেখিতে পাইয়া সেই বনভূমি চতুর্দিকে বেষ্টন করিতে আদেশ দেন। আরও আদেশ করিলেন যে কোন শিকার যেন কাহারও সম্মুখ দিয়া পলাইয়া না যায়। কিন্তু দৈব ছবিপাকে এক কস্তুরী মৃগ রাজ-সম্মুখ দিয়া পলাইয়া যায়। রাজা তাঁহার আদেশ ও অঙ্গীকার মতে মৃগের পশ্চাধাবন করেন। কস্তুরী মৃগের সূত্রাণ অনুসরণ করিতে করিতে মৃগের পশ্চাতে ধাবিত হইয়া দূর দূরান্তে বন প্রদেশের বহু শ্রোতসী ও পর্বত শ্লেলচূড়া অতিক্রম করিতে করিতে দলবল হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়েন। এইরূপে মৃগের অনুসরণ করিয়া এক শৈল শিকড়ে মৃগকে বানাচত পূর্বক বধ করিতে সমর্থ হন। তখন প্রায় সূর্য্য অস্তগমনোন্মুখ, সন্ধ্যা সমাগম হয়। এই অসময়ে গভীর বন-প্রদেশে হরিণটা পাইলে কি হইবে? তিনি তখন দলবল হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া

রাজ শ্যামলের পরলোক প্রাপ্তির পর তৎ জ্যেষ্ঠপুত্র সৈক্যান্তর রাজ সিংহাসনে বসিয়া অল্পকাল রাজত্ব করার পর কণিষ্ঠ চান্দানুথকে রাজ্যভার অর্পণ পূর্বক স্বপ্রতিষ্ঠিত বুদ্ধ মন্দিরে বুদ্ধ মূর্তির সম্মুখে সমাধি করিতে করিতে দেহত্যাগ করেন। প্রবাদ আছে যে, তিনি বুদ্ধ মূর্তিতে লয়প্রাপ্ত হইয়াছেন। তদ্বধি বুদ্ধ মূর্তিকে আর এক নামে চাকমারা সৈক্যামনি বলিয়া থাকে। বিশেষতঃ রাজুনিয়ার রাজ্য নগরের বুদ্ধ মূর্তিকে চাকমা

সানীহীন একা। তন্মধ্যে রাত্রি সমাগম হইতেছে। হরিণটা কোথায় লইয়া যাউবে? এই হিংস্র বস্ত্রভক্ত সংকুল বনপ্রদেশে কোথায় আশ্রয় নিবে? এইসব চিন্তা করিতে লাগিলেন। আশ্রয় স্থান সন্ধান করিতে করিতে এক শাখা বিশিষ্ট প্রকাণ্ড ও শুউচ্চ বৃক্ষ পাইলেন অনতিদূরে আর একটি বৃক্ষের নিম্নশাখায় হরিণের মৃতদেহটি লতার দ্বারা ভালভাবে টাঙ্গাইয়া রাখিলেন। তিনি সেই শুউচ্চ গাছটিতে আরোহণ করিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। রাত্রি গভীর হইলে হরিণের মৃতদেহ হইতে আলো বিচ্ছুরিত হইতে আরম্ভ করে। হরিণের মৃতদেহ হইতে এরূপ জ্যোতি স্ফুরণ হইতে দেখিয়া রাজা অত্যন্ত বিস্মিত হইলেন এবং জ্যোতি অবলোকণ করিয়া উক্ত বৃক্ষে বিনিজ রজনী কাটাইলেন। রাত্রি শেষে প্রভাতের আলো বিকাশ পাইতে থাকিলে এবং বস্ত্র মোরগের ডাক শুনিয়া ভোরের আভাস পাওয়াতে রাজা বৃক্ষ হইতে নামিয়া পড়েন। হরিণের মৃত দেহটির নিকট গিয়া দেখেন তখনও হরিণের কপোলদেশ

জাতির। সেক্জামুনি বলিয়া আসিতেছে। ইহা কতদূর সত্য বলা কঠিন। ৩৫ রাজা সেক্জামুরের একটি মাত্র কন্যা ছিল নাম হিরণ কুমারী। *৬ রাজ কুমারী হিরণ কুমারীর ও একটি উপাখ্যান আছে। ৩৭ সে যাহা হউক সেক্জামুরের কনিষ্ঠ

হইতে আটলা বিকিরণ হইতে ছিল। হিরণটি বৃক্ষ হইতে নামাইয়া দেখিতে পান যে হিরণটির কপোলদেশ অস্ত্র হরিণের কপোলদেশ হইতে ভিন্ন। কপোলদেশ প্রশস্ত ও কপোলদেশে একখানি উজ্জল পাথর আছে। সেই পাথর হইতে আলো বিকিরণ হইতেছিল। আরও আশ্চর্য্য হইলেন যে যুগের লেজ দুইটি থলিয়া আছে। সেই থলিয়া হইতে কল্লুরী গন্ধ বিস্তার হয়। রাজা মৃত হরিণের দেহটি লইয়া জনপদ বিহীন গহণ অরণ্যে কোথায় যাইবেন চিন্তা করিলেন। অতঃপর হরিণের কপোলদেশ হইতে উজ্জল পাথরখানি ও লেজ হইতে কল্লুরী থলিয়াগুলি কাটিয়া লইয়া পকেটে পুটিলেন এবং লোকালয় অগ্নিসন্ধানের জন্ত মধ্যো মধ্যো বৃক্ষশীর্ষে উঠিয়া চতুর্দিকে দূরদূর্য্যে অবলোকন করিতে থাকেন। একরূপ স্মৃতিস্তম্ভ দৃষ্টিতে অবলোকন করিতে করিতে উত্তর পূর্বকোণে পার্বত্য প্রদেশে অতি সুদূর ধূম্র উখিতের জায় দেখিতে পাইলেন। সুতরাং রাজা ধূম্র সন্ধ্যা করিয়া গমন করিতে করিতে পুনঃ পুনঃ বৃক্ষশীর্ষে আরোহণ পূর্বক উক্ত ধূম্র চাহিয়া দেখেন। একরূপ পর্বত শিকড় বরাবদি অতিক্রম করিতে করিতে অবশেষে প্রকৃত ধূম্র বলিয়া চিনিতে পারেন। অতঃপর ক্রমশঃ ধূম্রের নিকটবর্তী হইয়া কুকুরের

পুত্র চান্দামুখ রাজ্যভার গ্রাপ্ত হইয়া দারাজীবন দান-ধর্মে
 ও বিবিধ ধর্মশাস্ত্র আলোচনায় রত থাকেন। তাঁহার রাজদরবারে
 বহু পণ্ডিত ব্যক্তি ও ধার্মিক ব্যক্তি স্থান লাভ করিয়াছিলেন।
 কিন্তু লেখকের পিতৃদেহের বিজ্ঞোণে ছান্দা মুখের পুত্র মুখ্যসিদ্ধ
 রাজা সাধেঃ গিরী জন্মধারণ করেন বলিয়া উল্লেখ আছে রাজা
 চান্দামুখ স্বর্গগত হইলে পিতার আসনে বসিয়া রাজ্যভার গ্রহণ

ঘেউ ঘেউ চীৎকার শ্রুতি শুনিতে শুনিতে এক খনন করা খাদ
 ও গাহ পাথরের কেল্লা দেখিতে পান। সুতরাং কেল্লার
 পাশেপাশে যাইতে যাইতে কেল্লার দরজায় উপস্থিত হইলেন।
 দরজায় স্ত্রীলোক শাহী কতিপয় নিদ্রায় অভিভূত দেখিলেন।
 উহারা প্রভাত আভাস বিভোরে ঘুমাইতেছিল। সুতরাং রাজা
 সমুজ্জ্বলিত বিনা বাধায় কেল্লার ভিতর প্রবেশ করিলেন
 কিয়দূর প্রবেশ করিবার পর বহু সশস্ত্র স্ত্রীলোক আসিয়া
 রাজাকে ঘিরিয়া ফেলে এবং বন্দী করে। রাজা—আশ্চর্যকর
 কোন চেষ্টা করেন নাই। অতঃপর তাহাদের রমণী রাজ
 কল্লাবতীকে সংবাদ প্রদান করেন। রমণী রাজের আদেশে
 রাজাকে কারাগারে নিক্ষেপ করা হয়। যত রাজি হইতে
 থাকে কারাগারের রাজার দেহ হইতে আঙলা বিকীরণ হইতে
 থাকে শাহী স্ত্রীলোকগণ ইহা দেখিয়া অল্প স্ত্রীলোকদগকে
 এবং পরে রমণীরাজকে উক্ত সংবাদ জানায়। অতঃপর
 রমণীগণ সহ অল্প রমণীরাজ অন্তরাল হইতে উহা দেখিতে
 পান। বন্দীর দেহ হইতে স্নগন্ধও বিস্তার হইতেছিল।

করেন। প্রবাদ আছে তদরাণী একদা এক ব্যাধজাতীয় ব্যক্তি হইতে একটি শুকপাখী খরিদ করিয়া রাখেন। ব্যাধ লোকটি উক্ত শুক পাখীটি বাজারে বিক্রয় করিবার নিমিত্ত গিয়াছিল। রাণী পাখীটি অতি যত্নের সহিত পালন করিয়া পাখীটিকে পোষ মানান। রাণী সেই শুক পাখীর একটি ছোড়া পাইবার জন্য বহু চেষ্টা করেন। কিন্তু মিলাইতে পারিলেন না। (এই সমস্ত কাহিনী ঠাকুরমার রূপকথার ভাষ্য। ইতিহাসে এই সমস্ত আখ্যান যুক্তিস্কৃত নহে। অথচ এই সমস্ত আখ্যানের ভিতর জাতীয় ইতিহাসের কিছু তথ্য পাওয়া যায়। তদনিমিত্ত এই সমস্ত উপাখ্যানাদি প্রদত্ত হইল।)

রাণী শুকের ছোড়ার জন্য সদা সর্বদা কাতরতা প্রকাশ করিতেন। সুতরাং রাজা সাধেংগিরী রাণীর কুষ্টি বিধানের নিমিত্ত একদা ব্যাধ জাতীয় লোক সমভিব্যবহারে দলবল সহ

বন্দী করার সময়ও রমণীগণ তাহার দেহের স্পর্শে মোহিত হইয়াছিল। কারাগারে নিক্ষেপ করার তাহাদের আদৌ ইচ্ছা ছিলনা। তখনও রমণীগণ রমণীরাজকে উহা জানাইয়াছিল। রমণীরাজ এই দৃশ্যে বিস্মিত হইলেন। বন্দী দেবতা না মনুষ্য রমণীগণের দ্বারা বন্দী হইতে রমণীরাজ পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। বন্দী তাহার আত্মোপাস্ত বিবরণ বর্ণনা করিয়া চম্পক নগরের রাজা বলিয়া পরিচয় দেন। অনন্তর রাজা সমুদ্রজিতকে কারাগার হইতে স্থানান্তর করিয়া একটি সুসজ্জিত গৃহে নিয়া রাখা হইল। এই রমণীরাজ এই পার্বত্য প্রদেশের

শুকপাখী ধরিবার নিমিত্ত হিমালয় পর্বতের শাখা শৃঙ্গে অভি-
যান করেন। এই শুকপাখীর অভিযানে গিয়া হিমালয়ের
এক শাখা চূড়ায় এক ধ্যানমগ্ন ঋষীর সাক্ষাৎ পান। রাজা
এই ঋষী সাক্ষাৎ পাঠিয়া শুকপাখী ধরার কথা ভুলিয়া
ঋষী সন্নিধানে ছয়মাস কাল অতিবাহিত এবং ঋষীর নিকট
বিবিধ যোগ প্রণালী, ধর্মশাস্ত্র ও ধর্মকর্মাদি শিক্ষা প্রাপ্ত হন।
তিনি ছয়মাস পরে চম্পক নগরে ফিরিয়া আসেন। নগরে
ফিরিয়া গিয়া শিক্ষাপ্রাপ্ত ধর্ম কর্মাদি দানযজ্ঞ বিবিধ মাতুলিক
ক্রিয়াদি প্রজাদের নিকট প্রচার করেন। তদ্ব্যতীত স্বর্গগত
পূর্বপুরুষ উদ্ধারের পূজা বা যজ্ঞ, জাতীয় ভাষায় অন্নদান যজ্ঞ
বা ভাত দিয়া জীব পূজা। ইহাও বৃদ্ধ পূজা। অতঃপর
সারোংগিঠী তৎপুত্র ধর্মসুখকে রাজ্যভার অর্পণ পূর্বক বানপ্রস্থ
অনলম্বন করিয়া হিমালয়ের কোন এক শৃঙ্খ যোগ সাধনার
জন্ত গমন করেন। তিনি গমনকালে পুত্র ধর্মসুখকে ইচ্ছাও

রাজার একমাত্র কন্যা। রাজা এই একমাত্র কন্যা কল্লাবতীকে
রাখিয়া পরলোক গমন করেন। কল্লাবতীর শৈশব অবস্থায়
তাহার মাতার মৃত্যু হয়। কল্লাবতীর পিতার মৃত্যুর পর
প্রজাগণ ও অমাত্যবর্গ তাঁহাকে রাজপাটে বসাইয়া অমাত্যবর্গ
তাঁহার প্রতিনিধি হিসাবে রাজ্যশাসন করিতেছিলেন। কল্লাবতী
জুর্গের মধ্যে রমণী কর্মচারী ও রমণী সৈনিকের দ্বারা পরি-
বেষ্টিত হইয়া অবস্থান করেন। চম্পক নগরের রাজা এই
দমুজজিভের সহিত কল্লাবতীর যথাসময়ে পরিণয় উৎসব

বলিয়া যান যে ১২ বৎসর পূর্ণ হইল রাজধানীর উত্তর-পশ্চিমে হিমালয়ের শাখাশৃঙ্গে যথায় শুক পাখীর পাল দেখিতে পাঠবে তথায় শুক পাখীর অনুসরণ করিলে তাঁহার তপোবনের সন্ধান পাঠবে এবং তাঁহাকে দেখিতে পাইবে। পিতার নির্দেশ মত রাজা ধর্মসুখ বার বৎসর গতে তাঁহার পিতার সন্ধানে দলবল সহ বহির্গত হন এবং একপাল শুক পাখীর অনুসরণ করিতে করিতে ফল-পুষ্প মুকুলে শোভিত সুরমা বন প্রদেশে পিতার শয্যা ধ্বনি শুনিতে পান। অতঃপর চতুষ্কোণ বিশিষ্ট চারিটি অশ্বথ বৃক্ষ বৃক্ষের মধ্যস্থলে ভস্মস্তূপের উপর তাঁহার পিতাকে যোগাসনে দেখিতে পান। তাঁহার আরও দেখিতে পান যে চারিটি অশ্বথ বৃক্ষে পরস্পর সংলগ্ন উপরিভাগে চাঁদোয়ার ভায় একখানি মাকড়সার জাল অবস্থিত রহিয়াছে। তাহার। তাঁহাকে দেখিবা মাত্রই তাঁহার দেহ হইতে হঠাৎ ব্রহ্ম যোগানল

সম্পাদিত হয়। অতঃপর চম্পক নগরে দূত পাঠান হয় এবং কলাপত্ত চম্পকনগরের সহিত যোগ করিলেন।

ত। রাজনামায় আছে সুবল।

৪। রাজ নামায় শ্যামলের পুত্র সাধেংগিরী বলা হইয়াছে।

৫। রাজনামায় সেক্যাসুরকে চেক্যাসুর বলা হইয়াছে এবং তাঁহাটক সাধেংগিরীর পুত্রও বলা হইয়াছে। কোনটা সত্য বলা যায় না।

৬। কিন্তু রাজনামায় চৈক্যাসুরের দুইটি পুত্র উল্লেখ আছে।
যথা ধর্মসুর ও চম্পাসুর।

প্রজ্জ্বলিত হইয়া ভস্মীভূত হইয়া যান এবং পরক্ষণেই শূন্তরূপে উড্ডীয়মান হইয়া তালবাত্ত সহকারে শূন্তপথে উৰ্দ্ধাকাশে চলিয়া যাইতে দেখিতে পায়। তাহারা আরও তিনিতে পাইল যে রথে কে বা কাহাণী মন্ত্ৰপাঠ করিতেছিল। এতদ্ব্যতীত শূন্ত রথ হইতে একটু আগর তারা মাটিতে ফেলিয়া দেয়। শূন্ত রথটি হস্তাধারা ধান্য হইতেছিল। ধ্বজেতে বানর শুকপাখীর পাল উড়িয়া উড়িয়া ধ্বজস্তম্ভের মাথায় বসিতেছে—এরূপ দৃশ্য দেখিতে পাইল •

এই কাহিনী বর্তমান যুগে বিশ্বাসযোগ্য না হইলেও অত্যাধি চাক্ৰমা পমাজ উহার অনুকরণ করিয়া থাকে। মানুষ পরলোক প্রাপ্ত হইলে সাধোঁগরী রাজার শূন্তরথের অনুকরণে হস্তী, বানর, শুকপাখী ও রথ প্রস্তুত করিয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত ভস্মস্তম্ভের চারিকোণে চতুষ্কোণ অবস্থায় যে চারিটি অশ্ব বট অবস্থিত ছিল সেই চারি অশ্ব বট বৃক্ষে সংলগ্ন অবস্থায় মাকড়সার জাল তাহাদের দৃষ্টি গোচর হইয়াছিল তদনুরূপ মৃত ব্যক্তির দাহক্রিয়া করিবার সময় অত্যাধি চারিটি বাঁশ পুতিয়া পাতলা বস্ত্রদ্বারা মাকড়সার জালের অনুরূপ উক্ত চারিটি বাঁশের

৭। রাজা সেক্যাসুর বা তৈঙ্গ্যাসুর লয়প্রাপ্ত হওয়ার পর হইতে রাজকন্যা হিরণ কুমারী বৃক্ষ মূর্তিটিকে প্রত্যহ প্রাতঃ সন্ধ্যা পূজা অর্চনা করিতে আরম্ভ করেন। মন্দিরটি রাজবাড়ীর অনতিদূরে অবস্থিত ছিল।

(অসমাপ্ত)

আগায় বাঁধিয়া দেওয়া হয় এবং তালবান্ডও বাজান হয়। উক্ত তাল স্বর্গ বাঁচের তাল বলা হয়। থাকে এবং রথ হইতে ভূমি নিকিল সাধেংগিরী তারার মন্ত্রও পাঠ করা হয়। থাকে। ইহা বর্তমান কুসংস্কার বলিলেও সমাজে আজও প্রচলিত রহিয়াছে এবং সাধেংগিরী রাজার স্বর্গে গমন এই ঘোষণাও লম্বা চাকমা জগতে ঘোষিত হইতেছে। যে যাহা হউক তৎকালে ভারত সমাধি ও যোগ সাধনার একটা প্রেরণা জেগেছিল, এতে সন্দেহ নাই। সেই যুগ আধ্যাত্মিক যুগ বলিয়া বলা যায়।

দ্বিতীয় অধ্যায়

রাজা ভীমঞ্জয় ও সেনাপতি কালাবাঘা

বাবু মাধব চন্দ্র চাকমা কন্ঠ্যর রাজনামায় রাজা সাধেঃ গিরীর পুত্র চৈল্যান্তর ও তৎপুত্র ধর্ম্মাসুর ও চম্পান্তর আছে। কিন্তু আমার পিতৃদেবের বিজ্ঞানে সাধেঃগিরীর পুত্র ধর্ম্মাসুর ও তৎপুত্র দ্বিতীয় সুধম, তৎপুত্র চম্পান্তর ও তৎপুত্র (১) সুমেন্দ্র (রাজনামায় সমেন্দ্র) (২) দেবসুর, (৩) বিশ্বসুর (রাজনামায় বিশ্বসুর রাজপাটে বসেন নাই)। কিন্তু গ্রন্থকারের পিতার বিজ্ঞানে সুমেন্দ্র রাজা হন এবং তদপর বিশ্বসুর ও সিংহাসনে বসেন। কিন্তু দ্বিতীয় পুত্র দেবসুরের সিংহাসন লাভের কোন উল্লেখ নাই। রাজনামায়ও উল্লেখ নাই। রাজা বিশ্বসুরের কোন পুত্র সন্তান না থাকায় সুধমসুরের পুত্র ভীমঞ্জয় রাজসিংহাসনে আরোহণ করেন। রাজা ভীমঞ্জয়ের কালাবাঘা নামক এক সেনাপতি ছিল। তাহার পর্বত প্রমাণ কৃষ্ণ দেহ ও ভীমশক্তি ছিল বলিয়া তাহার উক্ত নাম। একটি বিশেষ বিবরণ রহিয়া গিয়াছে। তাহা হইল এই বর্ণিত দলের শাক্যেরা স্বদেশ ত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়া ক্রমে শ্রামদেশে গিয়া বসতি স্থাপন করে এবং তথায় রাজা চম্পকলী তাহার ন্যূন রাজধানী চম্পক নগর রাখেন। ইহা লেখকের পিতৃদেব

হইতে প্রাপ্ত বিজ্ঞান মতে লিখিত বাধা হইল। এই চম্পক নগর হইতে পরবর্তীকালে চম্পক জাতি বলিয়াও আর এক নামে প্রকাশ পায়। তথা হইতে এক কালে ব্রহ্মরাজ্য আক্রমণ করিয়া ব্রহ্মদেশের ঐরাবতী নদীর পূর্ব পাড় জয় করিয়া বিজয় পতাকা উত্তোলন করেন। এবং তথায় ঐরাবতীর তীরে ২য় চম্পক নগর স্থাপন করেন। তখন ব্রহ্মবাসীরা শামা ছামা বলিয়া আখ্যা দিয়াছিল। ইহার অর্থ শ্রামদেশবাসী আসিয়াছে। এই দ্বিতীয় চম্পকনগর উত্তর ব্রহ্মে বলিয়া মনে হয়। এখনও উত্তর ব্রহ্মে সান বলিয়া এক জাতি আছে। ঐ স্থানকে সান প্রদেশ বা সান জেলা বলা হইয়া থাকে। ব্রহ্ম ইতিহাস সূত্রাৎ কাথ্যঃ অগস্ত্য সাক্ষ্য দিতেছে যে তৎকালে এক সময় ব্রহ্মদেশ তিনভাগে বিভক্ত ছিল। এক অংশ আরাকান রাজ্যের অধীনে, এক অংশ চাকমা রাজ্যের অধীনে আর এক অংশ ব্রহ্ম রাজ্যের শাসনে ছিল। দ্বিতীয় আরাকান ইতিহাস দেখাওয়াযদি আরেদফুতে ভূরিভূরি প্রমাণ রহিয়াছে। রাজা ভীমশ্বর এই দ্বিতীয় চম্পক নগরে ছিলেন। তাঁহার পূর্ববর্তী পুরুষগণ যেমন সমুদ্রজিত, সেক্ষ্যাম্বর, চান্দাম্বর, সাধেংগিণী রাজগণ কোন চম্পকনগরে ছিলেন বলা যায় না। সে যাহা হউক রাজা ভীমশ্বর তাঁহার উক্ত সেনাপতি কাল। বাধাকে আসাম অভিযান করিতে আদেশ দেন। সেনাপতি কাল। বাধা আসামের কিয়দংশ জয় করেন। রাজা ভীমশ্বর এই বিজিত দেশকে উক্ত সেনাপতির নামানুসারে কাল বাধা রাজ্য বলিয়া রাখে। তথায় রাজধানী স্থাপন করিয়া ৩য়

চম্পক নগর নাম দেন। এই দুই চম্পক নগরে রাজা ভীমঞ্জয় ও তদপুত্র সাং বুদ্ধা এবং পরবর্তীগণও উভয় নগরে আসা-যাওয়া করিয়া রহিয়াছিলেন। অর্থাৎ, উভয় রাজধানীতে কিছুকাল কিছুকাল করিয়া বাস করিয়াছিলেন। রাজা ভীমঞ্জয় একদা যুগয়ায় গিয়া হিমালয়ের এক গিরি শিখরে এক মন্দির দেখিতে পান এবং মন্দিরান্ত্যস্তুর বুদ্ধমূর্তি ও বুদ্ধের অমিয় বাণী কতকগুলি মন্ত্র খোদিত দেখিতে পাইয়াছিলেন। স্মৃতরাং খোদিত মন্ত্রগুলির সারমর্ম বুঝিয়া রাজা ভীমঞ্জয়ের মনে বৈরাগ্যের উদয় হয়। এমতাবস্থায় তৎপুত্র সাংবুদ্ধাকে রাজ্যভার অর্পণ পূর্বক তিনিও বানপ্রস্থ অবলম্বন করিয়া তপস্তায় গমন করেন। তদকালে ভারতে আধ্যাত্মিক যুগ ছিল, ইহা সন্দেহ নাই। রাজা সাংবুদ্ধা অল্পদিন রাজ্য শাসন করার পর পরলোক প্রাপ্ত হইলে তৎপুত্র উদয় গিরী রাজ্যভার গ্রহণ করেন। *৮ সাংবুদ্ধার তিন পুত্র—জ্যৈষ্ঠ বিজয়গিরী, মধ্যম উদয় গিরি ও কনিষ্ঠ চমকগিরি।

৮। এখানেও বাবু মাধব চাকমার রাজনামার সহিত অমিল। পিতার বিজোকে সাংবুদ্ধার পুত্র বিজয়, উদয়গিরি—এই কথা মিল আছে কিন্তু তিনি লিখিয়াছেন, সাংবুদ্ধার পুত্র বিজয় গিরি, কনিষ্ঠ উদয় গিরি দুই ভাই। কিন্তু পিতার বিজোকে জ্যৈষ্ঠ বিজয় গিরি ও কনিষ্ঠ চমক গিরি, মধ্যম উদয় গিরি—তিন ভাই ইহা গেংখুলী গীতেও চাকমাদের মুখে মুখে রহিয়াছে। স্মৃতরাং আমি পিতার বিজোকে, গেংখুলী গীতি ও চাকমা জাতিতে মুখে মুখে বাহা রহিয়াছে—এইসব অনুসরণ করিয়া সাংবুদ্ধার পুত্র বিজয়গিরি, উদয়গিরি ও চমকগিরি বলিয়া লিখিয়াছি।

তৃতীয় অধ্যায়

যুবরাজ বিজয়গিরি

আসামের কালাবাঘা রাজ্যের শাসনকর্তা সেনাপতি কালা বাধার মৃত্যু হইলে রাজা মাংবুন্ধার পুত্র বিজয়গিরিকে কালা বাঘা রাজ্য শাসন করিবার নিমিত্ত তার অর্পণ করেন। এই সময় আরকানের মগ জাতিরা হৃদ্যন্ত হইয়া উঠে। কালা বাঘা রাজ্য ও আসামের অন্যান্য স্থানে, ত্রিপুরা রাজ্যে, বঙ্গদেশের নানাস্থানে মগদস্যুরা অতর্কিতে লুণ্ঠরাজ করিত। মগ দস্যুদের অত্যাচারে বহু জনপদ গ্রাম-নগর জনশূন্য হইয়া বিজন অরণ্যে পরিণত হইয়াছিল। তৎকালে মগদের অত্যাচারে তিত্ত হইয়া যুবরাজ বিজয়গিরি মগ দমনের নিমিত্ত সঙ্কল্পবদ্ধ হইলেন এবং পিতার অনুমতি চাহিয়া বহু সৈন্য ও অস্ত্রশস্ত্রাদিতে সজ্জিত হইতে লাগিলেন। যুবরাজ বিজয় আরকান অভিযানে প্রস্তুত হইতেছেন সংবাদ পাইয়া ত্রিপুরার মহারাজ বিজয়ের নিকট দূত পাঠাইয়া দেন। অতঃপর যুবরাজ বিজয় ও ত্রিপুরাধিপতি উভয়ে এক বৈঠকে মিলিত হন এবং উভয়ে ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব আবদ্ধ হন। সুতরাং ত্রিপুরা মহারাজও হৈ চৈ নামক একদল সৈন্য যুবরাজ বিজয়ের সৈন্যদলের সহিত যোগ করিয়া দেন। উক্ত ত্রিপুরা সৈন্য অপর সেনাপতি কুঞ্জধনের অধীনে দেওয়া হয়। অধিকন্তু বহু দেশের বহু জমিদার ও বাঙ্গালী

সৈন্ত দিয়া তাঁহাকে সাহায্য করেন। ইহাতে বিজয়ের সৈন্তদল
পূৰ্ণ হয়। কালাবাঘা রাজ্যের ৩২ আরাবান সীমান্তে অর্দ্ধপথে
ঠেঙরা নদীর পাড়ে শিবির সংস্থাপন করেন। এই শিবির
৩১০ হইতে যুবরাজ বিজয় প্রধান সেনাপতি রাধা মোহনকে
আরবান আক্রমণ করিতে আদেশ দেন। অতর্কিত আক্রমণ
মগদের গ্রামের পর গ্রাম জনপদগুলি ধ্বংস করিতে করিতে
শত উপত্যকা দিয়া চট্টগ্রামে (তৎকালে চাঁটীগাঁও) রাধা মোহন
সেনাপতি সুতন শিবির সংস্থাপন করেন। তথা হইতে ইধাং
নামক পর্বতের সন্নিকটে বর্তমান কর্ণফুলী মোহনার ধাং
পাহাড়ে ঘোরতর যুদ্ধ হয়। ক্রমে ভৌপ মুহুরী মাতা মুহুরী
উপত্যকা দখল করিয়া নিয়া ক্রমে নাগা ঠেগে গিয়া মগ সৈন্ত
ও চাকমা সৈন্তে ঘোরতর যুদ্ধ হয়। ক্রমে মংখু, ভুসিটং,
রাসিধং কলাদিনী মাইর নদীর উপত্যকা দখল করিয়া লয়।
স্বয়ং রোরাং রাজ যুদ্ধে আসিয়া সম্পূর্ণ পরাজিত হইয়া বশ্যতা
স্বীকার করিতে বাধ্য হন। ক্রমে সেনাপতি রাধা মোহন ধাং
রাজ্য এবং অম্মা রাজ্যও জয় করিয়া লন। প্রত্যাভর্জন পথে
কিরাত রাজ্য (কুকি রাহা) কালঞ্জয়ের রাজ্য জয় করিতে অগ্রসর
হন। কিরাত রাজ্য কালঞ্জয় সংবাদ পাইয়া পাখরী কিল্লা রচনা
করিয়া প্রস্তুত হইয়া থাকেন। রাধা মোহন পনের দিন পর্যন্ত

২। কালাবাঘা রাজ্য বর্তমান গ্রীহট্ট জেলা বলিয়া সকলেই
অনুমান করেন।

১০। শিবির—ঘাটি, চাকমা কথায় ঞ্জারাদ বা গারদ।

কিল্লা অবরোধ করিয়া পনের দিন পরে কালঞ্জয়কে বধ করিতে সমর্থ হন। কালঞ্জয় রাজ্যের পতন হইলে পর্বতজাত মণিমানিকা ও গজ মুক্তাদি বৃহৎ গজদন্ত, গণ্ডারের শৃঙ্গ ইত্যাদি বহু মূল্যবান ধনরত্ন লাভ করিলেন। সেনাপতি রাধা মোহন দিগ্বিজয় সমাপ্ত করিয়া চাক্ষুশ খাঁওতে শিবির সংস্থাপন করেন এবং যুবরাজ বিজয়গিরির নিকট দূত প্রেরণ করিয়া যুদ্ধ জয়ের সংবাদ প্রদান করিলেন। এদিকে অন্ততম সেনাপতি কুঞ্জধন রিয়াং দেশ মুকুং দেশ জয় করিলেন। দূত মুখে বিজয় দেশ জয়ের সংবাদ শ্রবণ করিয়া কালাবাঘা রাজ্যের দীমান্তবর্তী ঠেওয়ার নদীর তীরস্থ শিবির চাক্ষুশ খাঁওতে গিয়া সেনাপতি রাধা মোহনের সহিত মিলিত হন। ইতিমধ্যে অন্ততম সেনাপতি কুঞ্জধনও তথায় একত্রিত হন। অতঃপর রাধা মোহন স্বদেশ দ্বিতীয় চম্পক নগরে প্রত্যাবর্তন করিবার জন্ত যুবরাজ বিজয়গিরির অনুমতি প্রার্থনা করিলেন। যুবরাজ সেনাপতির প্রার্থনা মঞ্জুর করায় রাধা মোহন সেনাপতি স্বদেশাভিমুখে গমন করেন। স্বয়ং যুবরাজ ও আঠার দিন পর প্রত্যাবর্তন করিবেন বলিয়া রাধা মোহনকে বলিয়াছিলেন। ইহার পর যুবরাজ বিজিত রাজ্য সমূহের শাসন-শৃঙ্খলায় মনোযোগ দেন এবং ইহাঙ্কত যুবরাজের দীর্ঘদিন অতিবাহিত হয়। বিজিত রাজ্যে শৃঙ্খলা বিধান সমাপ্ত করিয়া এবং উপযুক্ত প্রতিনিধি নিযুক্ত করতঃ তিনিও সদলবলে দৈন্তসেনা সহ স্বদেশ অভিমুখে প্রত্যাবৃত্ত হইতেছেন এবং অর্ধপথ গিয়া শিবির সংস্থাপন

পূর্বক চম্পক নগরে তাঁহার প্রত্যাবর্তনের সংবাদ জানাইবার নিমিত্ত দূত পাঠাইয়া দেন। যথাসময়ে দূত চম্পক নগরে যুবরাজ বিজয়গিরির আগমন সংবাদ জানাইতে গিয়া দেখিলত পান যে ইতিমধ্যে বৃদ্ধ রাজা সাংবুদ্ধা পরলোকগমন করিয়াছেন। অতঃপর রাজ্য রাজাহীন হওয়াতে রাষ্ট্রবিপ্লব ও বহিঃশত্রুর আক্রমণ আশঙ্কায় অমাত্যবর্গ ও প্রজাবৃন্দ কনিষ্ঠ কুমার উদেয় গিরিকে সিংহাসনে বসান। কনিষ্ঠ যুবরাজ অনিচ্ছা সত্ত্বেও রাজ্যভার গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। যুবরাজ বিজয় দেশে ফিরিয়া আসিলে তিনি সিংহাসন ছাড়িয়া দিতে ইচ্ছুক ছিলেন। বিজয় গিরির দূতের সাথে কনিষ্ঠ উদেয় জ্যেষ্ঠকে আগু বাড়াইয়া লইবার নিমিত্ত একজন মন্ত্রীও পাঠাইয়া দিলেন। যথাসময়ে জেরিত মন্ত্রীসহ দূত যুবরাজ বিজয়গিরির নিকট প্রত্যাবর্তন করিলে দূত ও মন্ত্রী উভয়ে সমস্ত ঘটনা আত্মোপাস্ত্র যুবরাজকে শ্রবণ করাইলেন। সুতরাং যুবরাজ বিজয় সমস্ত বিষয় শ্রবণ করিয়া পিতার পরলোকগত আত্মার উদ্দেশ্যে দানক্রিয়া ও অশৌচ পালন করিয়া সপ্তদিন অতিবাহিত করেন। অতঃপর সৈন্য সেনাপতিগণের নিকট তাঁহার অভি-প্রায় ব্যক্ত করিলেন। তিনি আর স্বদেশে ফিরিয়া না যাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। বিজিত রাজ্যেই থাকিয়া যাইবেন বলিয়া মনস্থির করিয়াছেন। কারণ স্বদেশে ফিরিয়া গেলে ছোট ভাইয়ের প্রতি অত্যাচার করা হইবে। সেনাগণ যুবরাজ বিজয় গিরির প্রতি সাতিশয় অনুরক্ত ছিল। সুতরাং তাহারাও

তাহার সাথে থাকিয়া যাইবে বলিয়া সকলেই মত প্রকাশ করিল। সুতরাং তাহার সঙ্গে সবাই রহিয়া গেল। নব বিজিত রাজ্যে প্রত্যাবর্তন করিয়া ক্রমে চা-প্রোই কূলে ব্রহ্মরাজ্যে আসিয়া উপস্থিত হন। অতঃপর সকল জাতি হইতে পত্নী গ্রহণ করিবার নিমিত্ত সেনাগণকে আদেশ দিলেন এবং তিনিও স্বয়ং তদ্দেশীয় উচ্চ বংশজাত রূপলাবণ্য আর্য জাতির সুন্দরী রমণীর পাণি গ্রহণ করিলেন। যথাসময়ে ও শুভলগ্নে চারিটি হাতীকে নানা প্রকারে সজ্জিত করিয়া গজশ্রেষ্ঠ ধবলগিরি নামক হস্তীপুষ্ঠে মহাসমারোহে রাজ্যাভিষেক উৎসব সম্পন্ন করেন। ১১১ অপর তিনটি হস্তীর নাম যথাক্রমে মণিধর, সুরন্দর ও গিরীধর। শাক্য বংশীয়রা এই প্রকারে কন্যা বিবাহ করিয়া এক প্রকার জাতিভ্রষ্ট ও ধর্মভ্রষ্ট হইল। পূর্বতন শাক্যগণ বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করিলেও জাতীয় চিহ্ন স্বরূপ ক্ষত্রিয়েরা (পৈতা) ধারণ করিত। শাক্যবংশ ক্ষত্রিয়েরা পূর্বে স্বীয় জাতিকে অতি উচ্চ বংশীয় মনে করিত। আভিজাত্য গর্বে অস্ত্র জাতি হইতে বিবাহ করা এবং অস্ত্র জাতিকে কন্যা সম্প্রদান করা রীতি-বিরুদ্ধ ছিল। এইবার নানা বিজাতীয় কন্যার পাণি গ্রহণ করাতে সম্ভ্রান্ত সম্ভ্রতিপণ পিতৃকুল ও মাতৃকুল উভয় কুলের রক্ত সংমিশ্রণে চরিত্রগত দোষগুণ লাভ করিয়াছিল এবং

১১। বিজয়গিরির আরকান অভিযান বাবু সতীশ ঘোষ চতুর্থ
কি পঞ্চম শতাব্দীতে সংঘটিত হইয়াছিল বলিয়া অনুমান
করিয়াছেন।

আকৃতি-প্রকৃতি-বর্ণ বিবিধরূপ হইয়া অভিনব জাতিতে পরিণত হইল। মূল শাক্য বংশীয় ক্ষত্রিয়গণ আদিকালে বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করিলেও বৈদিক ব্রাহ্মণ্য ধর্মের ক্ষত্রিয়দের যেকোন উপবীত ছিল সেই উপবীত বর্জন করেন নাই। ইহা আদি ক্ষত্রিয়দের জাতীয় চিহ্ন বটে। এই শাক্য বংশধরগণ বিদেশে থাকিয়া বিজাতীয় সম্রাজ্যে আসিয়া ধীরে ধীরে পরবর্তীকালে উহা সম্পূর্ণ বর্জন করিয়া ফেলিয়াছে। বলা বাহুল্য আসামের অন্তর্গত কালাবাঘা রাজ্যে বর্তমানে খ্রীষ্ট জেলার ত্রিপুরা রাজ্যের ত্রিপুরাদের সহিত প্রতিবেশী হিসাবে বাস করায় তাহারা বহু পুঁদা পার্বণাদি ত্রিপুরা জাতি হইতে গ্রহণ করে। আবার রাজা বিজয় গিরি আরকান বিজয় করিয়া বহুশত বৎসর আরাকানে মগদের সহিত প্রতিবেশী হিসাবে কালযাপন করিয়াছিল। বলিতে গেলে অন্ততঃ হাজার দেড়েক বৎসর যাবত বর্তমান শাক্যজাতি মূল শাক্যবংশ হইতে দিচ্ছিন্ন হইয়া রহিয়াছে এবং বিদেশীয় জাতিদের সহিত পাশাপাশি বাস করিয়া তথানি ত্রিপুরা ও মগ ভাষা একটুও গ্রহণ করেন নাই। চাক্কাদের ভাষা অনুসন্ধান করিলে পূর্বতন ভাষা পালি সংস্কৃত শব্দ এবং শুদ্ধ বঙ্গ ভাষার শব্দ বহুল পরিমাণে পাওয়া যাইবে। অতঃ পরে মুসলমান রাজত্বের সময় সামান্য মাত্র মুসলিম আরবী-পার্সী ভাষার শব্দ চাক্কা ভাষায় প্রবেশ লাভ করিয়াছে। কিন্তু ইহা নগণ্য বলিলেই হয়। ইহা স্বাভাবিক। প্রত্যেক জাতির ভাষায় উহা ঘটিয়াছে।

ইহাতেও প্রমাণ হয় যে, অনার্য ভাষা চাক্কারা মোটেই গ্রহণ করেন নাই। ইহাদের আচার-ব্যবহার ও অনার্যদের আচার-ব্যবহারের সহিত অনেক পার্থক্য রহিয়াছে। কতক পূজা শক্তি ত্রিপুরা জাতি হইতে গ্রহণ করিয়াছে মাত্র। রাজা বিজয় যুদ্ধবিজ্ঞান পারদর্শিতার দরুণ হৃদমণীয় পরাক্রমে ও তীক্ষ্ণ বুদ্ধি বলে ব্রহ্মদেশ, আরকান ও উত্তর ব্রহ্মে বিজাতীয়গণকে বশীভূত করতঃ শাসনদণ্ড পরিচালনা করিয়াছিলেন।

রাজা বিজয় গিরির কোন পুত্র সন্তান হয় নাই। তাঁহার বিজিত রাজ্য যাহাতে অক্ষুন্ন অবস্থায় থাকে এবং পরবর্তীকালে যাহাতে পরাধীনতার কবলে পতিত হইতে না হয়। তীক্ষ্ণ বুদ্ধি সম্পন্ন মন্ত্রীশ্রবর শ্রীশ্রোম (ব্রহ্মভাষায় সিরিস্তমা) সৈন্ত বাহিনী নূতনভাবে আরও গঠন করিয়া সুশিক্ষিত করিয়া তোলেন এবং সৈন্ত বাহিনী পুষ্ট করতঃ শক্তিশালী করেন। বুদ্ধ সেনাপতি কুঞ্জধন দ্বারা সেনাবাহিনীকে সুশিক্ষা দিয়া সহকারী সেনাপতি খুজী প্রধান সেনাপতি পদ লাভ করেন। তিনি ও তাঁর সহকারী সেন্দু রণ কৌশলে ও রণ পাণ্ডিত্যে অদ্বিতীয় হন। সৈন্তবাহিনী যদিও শক্তিশালী করেন, তথাপি সাংসারিক ধর্মে যাহারা লিপ্ত ছিল প্রত্যেক পরিবারের যুবকগণকে যুদ্ধবিজ্ঞান শিক্ষা দিয়া যুব সৈন্তবাহিনী গঠন পূর্বক দেশকে সুদৃঢ় করেন। রাজা বিজয় গিরির দূরদর্শিতার তাঁহার বিজিত রাজ্য সর্বপ্রকারে সুদৃঢ় হওয়াতে বিজয় গিরি অপুত্রক অবস্থায় পরলোক গমন করিলেও আরকান রাজ ও ব্রহ্মগাত্রাট

হুতরাজ্য পুনরুদ্ধারে সাহস করেন নাই। ১২ রাজা বিজয় নিঃসন্তান অবস্থায় বর্গগত হইলে প্রজাগণ ও নেতৃবর্গদের অনুমোদনক্রমে রাজনীতিজ্ঞ ও সুতীক্ষ্ণ বুদ্ধি সম্পন্ন মন্ত্রী প্রবর শ্রীসোম রাজা বিজয় গিরির অনুকরণে মণিধর নামক দ্বিতীয় গজশ্রেষ্ঠ পৃষ্ঠে মহাপমারোহে রাজ্যাভিষিক্ত হন। তিনি রাজ্য গদীতে বসিয়া রতনপুর, কাঞ্চনপুর, আরকান চৈদং কিল্লাদি ও মৈনাং প্রভৃতি রাজ্য নিজ অধিকারে লইয়া আসেন এবং রাজা বিজয় গিরির দেহাবশেষের উপর পর্বত শৃঙ্গে একটি মন্দির নিৰ্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন। পর্বতের নাম বিজয় গিরি রাখেন। সেই বিজয়গিরি পর্বতের পাদমূলেই তিনি রাজধানী স্থাপন করেন।

১২। মাধব চন্দ্র চাকমা কন্মি তাঁহার রাজনামাতে লিখিয়াছেন যে রাজা বিজয় গিরির পরলোক গমনের সংবাদ শুনিয়া হুত রাজ্যংশ পুনরুদ্ধারের নিমিত্ত ব্রহ্ম সম্রাট সুযোগ বুঝিয়া তদুম্মন্ত্রীকে অভিযানে প্রেরণ করেন। সুতরাং বিজয় গিরি রাজ্যের প্রধানমন্ত্রী শ্রীসোম বা গিরিস্তম ব্রহ্মমন্ত্রীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া পরামর্শ করতঃ ব্রহ্মরাজকে দুইটি শ্বেতহস্তী ও নানাবিধ রত্ন উপঢৌকন প্রদান করেন। তাহাতে ব্রহ্ম সম্রাট সন্তুষ্ট হইয়া গিরিস্তমকে রাজ্যাভিষিক্ত করেন এবং পার্বত্য সঙ্কুল সমস্ত প্রদেশের শাসন কর্তৃত্ব তাঁহার উপর অর্পণ করেন। এতদ্ব্যতীত শ্রীসোম (শ্রীউত্তম লিখিয়াছেন) রাজনীতিতে সুপণ্ডিত ছিলেন এবং রাজা হইবার পর উপরোক্ত রাজ্যাদি দখল

(আরকান ইতিহাসে ছিরিস্তমা ছাক ও সিরিস্তমা) চাকমাদের নামে ত্রীস্তোম। এই ত্রীস্তোম রাজ রাজা বিজয় গিরির অনতি পরবর্তী উত্তরাধিকারী উজ্জলতম রত্ন বিশেষ। এই সময় হইতে আরকানের মগেরা চাং ম্যাং বলিয়াছিল। এই অর্থ মগ ভাষায় চাং অর্থ হাতী ম্যাং রাজা। মগদের ভাষা হইতে পরবর্তীকালে চাকমা শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে। এই ত্রীস্তোম রাজ ও রাজা বিজয়গিরির পদাক অনুসরণ করিয়া শ্বেতবর্ণ হস্তী পৃষ্ঠে অভিষিক্ত হইয়াছেন ও বিচরণ করিতেন। তাই মগেরা এই আখ্যা দিয়াছিল। এই সময় পর্যন্ত বক্ষ্যমান চাকমা জাতি চম্পক নগরে গমনাগমন করিত। ইহার পর সমস্ত কালাবাঘা রাজ্য ত্রিপুরাধিপতি অধিকার করিয়া লইলে ক্রমে গমনাগমন রহিত করিয়াছেন বলিয়াও লিখিয়াছেন। রাজা বিজয় গিরির মৃত্যুর পর মুহূর্তেই দ্বিবিজয়কারী চাকমা রাজশক্তি রাতারাতি শক্তিহীন হইয়া পড়া কখনও সম্ভব নহে। যাহাতে ব্রহ্মরাজকে খুশী করিয়া অনুগ্রহে রাজ্যাভিষিক্ত হইবেন। তাহাতে আবার লেখিয়াছেন, পার্বত্য সংকুল প্রদেশের শাসনভার দিয়াছেন। ইহাতে সম্পূর্ণ বুঝা যায় যে ত্রীস্তোম ব্রহ্মরাজের অধীনতা স্বীকার করিয়া একজন প্রদেশের শাসনকর্তা নিযুক্ত হইয়াছেন। আবার ব্রহ্মরাজ্যের অধীন হইয়া উল্লিখিত রাজ্যাদি কোন সাহসে দখল করিয়া ত্রীস্তোম রাজ নিজ দখলেও নিজ অধিকাংশ আনিতে পারেন। ইহা যদি হইতে পারে আরকান রাজ নীরব রহিলেন কেন? তিনি আরকান রাজের কোন

হয়। ক্রমে কালাবাঘা রাজ্যের চাকমারাও জাতীয় স্বাভাবিক হারাইয়া ত্রিপুরা কি আসামীদের সাথে মিশিয়া গিয়াছে

সে যাহা হউক রাজা ত্রীসোমার পুত্র শরণ নামা, তৎপুত্র উল্লুমা, তৎপুত্র জমু, তৎপুত্র কমল জমু, তৎপুত্র উচ্চগিরি বা উন্মজ গিরি, তৎপুত্র মনিজ গিরি প্রকাশ মইস্তা গিরি। ইনি রাজধানী পরিবর্তন করিয়া নিজ নামে মনিজ নগর নাম রাখেন।

উল্লেখ করেন নাট। এতদ্ব্যতীত চট্টগ্রাম কমিশনার (বৃটিশ আমলের) অফিসে রক্ষিত ১৭৮৪ খৃঃ ব্রহ্ম সম্রাট তরবুমার স্বাক্ষরিত একখানা পত্রে অনন্ত প্রমাণ দিতেছে যে রাজা ছিরিতমা শাক কিরূপ শক্তিশালী রাজা ছিলেন। তাঁহার বিবরণ সংক্ষেপে এই—ইহা চট্টগ্রামের তদানীন্তন শাসনকর্তার নিকট লিখিত পত্র। উত্তর রাজ্যের মধ্যে অবাধ বাণিজ্য চালাইবার প্রার্থনায় লিখিত হইয়াছিল। পত্রখানি সুদীর্ঘ চট্টগ্রাম মোঘল রাজ এবং অমরপুর আশ্বাং দামা কর্তৃক আবাদিত ও অধ্যুষিত হয়। এখানে তাঁহার চতুঃশতাব্দিক দুই সহস্র সাধারণ উপাসনা মন্দির ও চতুঃবিংশতি জলাশয় প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। আশ্বাং দামার সিংহাসনে আরোহণের পূর্বে এই দেশ ছত্রধারী উপাধি বিশিষ্ট নৃপতিগণের শাসনাধীন ছিল। তাঁহার অনেক উপাসনা মন্দির প্রস্তুত এবং প্রত্যেক জাতীয় লোকদিগকে ধর্ম শিক্ষা দিতে যাজক নিযুক্ত করিয়া ছিলেন। বস্তুতঃ ইহাদিগকে সময়ে রতনপুর হুর্গাদি, আরকান, হুর্গাপতি, রামপতি, চৈদক, মহাদিনী, মানাং প্রভৃতি দেশের

আরকানি ভাষার মইস্তা গিরি নাম প্রকাশ পায়। মনিজ গিরি বা মইস্তা গিরির পুত্র কমলজুগ, তৎপুত্র মদনজুগ, তৎপুত্র জীনন জুগ, তৎপুত্র রতন গিরি, তৎপুত্র ধনগিরি তৎপুত্র স্বর্ণগিরি। তিনি বিজ্ঞান অরণ্যে গুহার যোগ সাধন করিতেন। তৎপুত্র বোধ্যাংগিরি বা বুদ্ধাংগিরি। ইনি রাজকাৰ্য্য সুনির্বাহের জন্য জৈনক বাঙ্গালী মন্ত্রী নিযুক্ত করেন। এই বাঙ্গালী মন্ত্রী দ্বারা রাজ্যের সুশৃঙ্খলা আনয়ন পূর্বক শ্রীবুদ্ধি সাধন করেন। ইহাতে মগেরা ঈর্ষান্বিত হইয়া তিনি তাঁহাদের চক্ষুশূল হইয়া পড়েন। কিন্তু মগেরা তাঁহার বিক্রমে দাঁড়াইয়াও কোন অনিষ্ট সাধন করিতে পারেন নাই। বুদ্ধাং গিরীর মৃত্যু হইলে তৎপুত্র ধর্মগিরি সিংহাসন অলংকৃত করেন। ইনি কুঁকি রাজ্য শ্রাবল

অধিপতি রাজা ছিরিতমা ছাকের অধিকারের পূর্বে এদেশের শাসন ব্যবস্থা নিকৃষ্ট ছিল। তাঁহার সময়ের শ্রায়পরায়ণতা ও কাৰ্য্য দক্ষতার সহিত শাসন কাৰ্য্য নির্বাহ হইত। তাঁহার শাসনে প্রজাবর্গ সুখী ছিল। তদানীন্তন সাধুগণের বন্ধু দ্বারা তিনি অনুগৃহীত হইতেন। ইহাদের মধ্যে বুদ্ধনামা একজন আবাসাভি-মুখে গেলে তৎসমীপে প্রার্থনা করিয়াছিলেন যে, তাঁহাকে ধর্মোপদেশ প্রদানের নিমিত্ত যেন একজন পণ্ডিত নিযুক্ত করিয়া দেন। এই প্রার্থনা মতে খোয়ামার্চি নিযুক্ত হইয়া-ছিলেন। এই সময় স্বর্গ হইতে স্বর্ণ, রৌপ্য এবং বহুমূল্য প্রস্তরাদি বর্ষিত হইয়াছিল। এই সমুদয় প্রাপ্ত ধর্ম রাজকের রক্ষণাবেক্ষণে ভূ-মধ্যে প্রোথিত হইয়াছিল। দয়া, শ্রায়পরায়ণতার

দেশ জয় করেন। তৎপুত্র মনোরথ, তৎপুত্র অরিজিত, তৎপুত্র মৈয়াম্‌সা, তৎপুত্র কেবল, তৎপুত্র বৈরিন্দম, তৎপুত্র জানাহু, তৎপুত্র খেতব্রত। মগেরা তাঁহাকে চৌকুং সা রাজা বলে। এই চৌকুং সা রাজা নিঃসন্তান অবস্থায় পরলোক প্রাপ্ত হইলে অমাত্যগণ ও প্রজাগণ মিলিয়া জনৈক রাজবংশীয় ব্যক্তিকে রাজ সিংহাসনে সংস্থাপন করে। ইহার নাম শাকলীয়া রাজা। ইনি রাজা হইবার একটি কিংবদন্তী আছে। এক হস্তীকে ছাড়িয়া দেওয়া হয়। হস্তী যাহাকে অভিবাদন করে অথবা গুষ্ঠে তুলিয়া লয় তাহাকে রাজা করা হইবে। এই শাকলীয়া রাজাকে হস্তী মাথার উপর তুলিয়া লয় বলিয়া প্রবাদ আছে। ইহা কতদূর সত্য মিথ্যা বিচার করা নিম্নপ্রয়োজন। এই শাকলীয়া রাজারও এক মেয়ে সন্তান ভিন্ন কোন পুত্র সন্তান ছিল না। মেয়েটির নাম মাটন কবি। এক ব্যক্তি বজ্রদেবে গিয়া

সহিত প্রজা শাসন করতঃ আমি ছিরিতমাশাকর আইন ও চীতিনীতি যথার্থ পালন করিয়াছি। সুতরাং এই ব্রহ্ম ন্যায়টর চিঠিতে অতি পরিষ্কার প্রমাণ হয় যে, রাজা বিজয়গিরীর মন্ত্রী পরে রাজা ত্রীশ্তোম মগ ভাষায় আরকান ইতিহাস দেব্যাওরাদি আরেদ ফুংতে অপভ্রংশে ছিরিতমা শাক কোনখানে সিদ্ধিমা উল্লেখ করা হইয়াছে।) বিজয়ের পটরও চাকমা রাজশক্তি কোন প্রকারে দুর্বল হয় নাই। বতনপুর, কাকনপুর, আরকান, চৈদং কীওদি মৈনাং প্রভৃতি তিনি নিজ অধিকাটর আনিতে সমর্থ হইতেন না। বরং সবল ছিল বলিয়া ইহাতে সপ্রমাণ হয়।

যুদ্ধ কোশল শিক্ষা করিয়া প্রত্যাগত হইলে রাজা শাকলিয়া রাজা তাঁহার সহিত খীয় কড়া মাতনকবির বিবাহ দেন এবং তাঁহাকে সেনাপতি পদে বরণ করেন। এই সময় মগ-চাকমায় ধোরতর যুদ্ধ চলিতেছিল। সেনাপতি বাঙ্গালী ও চাকমা সেনা পরিচালনা করিয়া মগদের সহিত যুদ্ধ করেন এবং মগ দমন করেন। তদ্বধি তিনি বাঙ্গালী সর্দার বলিয়া খ্যাত হন। শাকলিয়া রাজার মৃত্যু হইলে দৌহিত্র সূত্রে তিনি রাজ-সিংহাসন লাভ করেন। যেই মগ রাজা চাকমাদের সহিত যুদ্ধ করিতেছিল তাঁহার পূর্বপুরুষ চাকমাদের সাহায্যে আরকানের রাজা হইয়াছেন। এই মগ রাজার নাম খ্যাসিং রাজা। তাঁহার অকৃতজ্ঞতার চাকমাও তাঁহার বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়া উঠিয়াছিল। রাজা বিজয়গিরির ২৪। ২৫ পুরুষের পর মগেরা মস্তক উত্তোলন পূর্বক চাকমাদের বিরুদ্ধে দাড়াইতে সাহস করিতেছিল। উক্ত শ্রীশ্যাম বা সিরিশ্যাম রাজা হইতে আমাদের বিভাগ অল্পসারে আরকান ইতিহাস দেখ্যাওয়াদি আরেদ ফুং এ লিখিত চাকমা রাজগণের নাম ছবছ মিল আছে। মধ্যে মধ্যে দুই একজনের নাম ব্যতিক্রম দেখিতে পাওয়া যায় মাত্র। চাকমাদের সহিত যে মগ রাজা খ্যাসিং রাজার পরবর্তী বংশজ মগরাজ যুদ্ধ করিতেছিল, রাজা বাঙ্গালী সর্দারের সহিত সন্ধি করিবার ইচ্ছায় এক বৈঠক অনুষ্ঠান করিবার নিমিত্ত বাঙ্গালী সর্দারের নিকট এক দূত পাঠায়। রাজা বাঙ্গালী সর্দার ও উহাতে সম্মতি প্রকাশ করার বখাসময়ের বখাস্বাতন উভয় রাজা

বৈঠকে মিলিত হন। মগরাজ বৈঠকে প্রস্তাব করেন যে পুনঃ পুনঃ মগ চাকমায় সংঘর্ষে উভয় পক্ষের লোক বৃথা ক্ষয় হইতেছে। সন্ধিও কোন দিন স্থায়ী হয় নাই। সুতরাং সম্বন্ধ ব্যতিরেকে স্থায়ী হইবে না। এমনতাবস্থায় মগরাজের দুইটি কন্যা আছে। যদি মনঃপূত হয় যে কোন একটি অথবা দুইটিই বাঙ্গালী সর্দারের পুত্রগণের সহিত বৈবাহিক বন্ধনে আবদ্ধ হইতে পারে। মগরাজের এই প্রস্তাবে বাঙ্গালী সর্দারও লক্ষ্যতি জ্ঞাপন করে। সুতরাং উভয় পক্ষ মিলিত হইয়া যথাসময়ে বাঙ্গালী সর্দারের দুই পুত্র জ্যেষ্ঠ মাদালীয়া ও তৎকনিষ্ঠ রাম খাচার সহিত পরিণয় কার্য সম্পাদন হইয়া যায়। মগরাজ দুই কন্যাকে বহু ধনরত্ন ও দাসদাসী উপঢৌকন দেন। তদুপরি যৌতুক স্বরূপে উভয় কন্যাকে কতক ঘর মগ প্রজা অংশ করিয়া প্রদান করেন। বর্তমান বড়ুয়া জাতি ও বড়ুয়া গোজা আরকান রাজের দুই কন্যাকে উপহার প্রদত্ত দাসদাসি ও মগ প্রজার পূর্ববর্তীগণের বংশধর বটে। তবে তাহাদের মধ্যে পরবর্তীকালে বাহিরের লোকও প্রবেশ করিয়াছে, ইহা প্রবল সত্য। বড়ুয়া জাতির মধ্যে মিম্যাগ্রীগুলি বড় রাজকন্ডার গোষ্ঠী। এইরূপ মগ চাকমায় আত্মীয় বন্ধনে আবদ্ধ হইলে পরবর্তী আরকান রাজ কুকী খাং মুকং পাখোয়া বনজুই বা বনজুগী ইত্যাদি কীরাত জাতিদিগকে দমন করিবার নিমিত্ত পরবর্তী চাকমা রাজের সহিত পরামর্শ করিয়া সিদ্ধান্ত করেন। কারণ ঐ সমস্ত কীরাতগণ আরকান চাকমা ও ত্রিপুরা

রাজ্যাদিতে সময় সময় অতিক্রান্তে গ্রাম জনপদগুলি আক্রমণ পূর্বক লুণ্ঠরাজ করিত এবং বহু লোক হত্যা করিয়া যাউত। অধিবাসীরা কীরাত দস্যুদের ভয়ে সদা-সর্বদা আতঙ্কিত থাকিত। সময় সময় কীরাতদের ভয়ে গ্রামবাসীরা রাত্রিকালে বনে জঙ্গলে অ'থ গাশন করিয়া থাকিতে বাধ্য হইত। তাই মগ-চাক্কা সম্মিলিত হইয়া কীরাত দেশাদিতে অভিযান করেন। কীরাত ভূমিতে গারদ বা শিবির স্থাপন পূর্বক কীরাত দিগের গ্রামগুলিতে আক্রমণ করে। সকাল সকাল প্রাতঃ ভোজন সমাপ্ত করিয়া প্রতিদিন নিজ নিজ অস্ত্র শস্ত্রাদিতে সজ্জিত হইয়া কীরাতদের বাসভূমি আক্রমণ করিত। তদ্পর দ্বিপ্রহরে আচার করিতে গারদে ফিরিয়া আসিত। এইরূপে কীরাতদিগকে তাড়াটেকে তাড়াটেকে ব্যবধান দূরবর্তী হটলে গারদ বা শিবির স্থানান্তরিত করিত। তৎকালে কীরাতগণ বাসগৃহ নির্মাণ করিতে জানিত না। অঘোর জঙ্গলে বৃক্ষের শাখার উপর মাচা প্রস্তুত করিয়া বাস করিত। এইরূপে কয়েকদিন যুদ্ধ করার পর একদিন দ্বিপ্রহরের আহার সমাপণ করিবার নিমিত্ত মগ-চাক্কা সৈন্য নিজ নিজ গারদে ফিরিয়া গিয়া দেখিতে পায় যে তখনও পাচকগণ রন্ধন সমাপণ করিতে পারে নাই।

সুতরাং আহাৰ্য্য প্রস্তুত হওয়ার অক্ষেপায় নিজ নিজ শেল, শূল, জাঠী, বল্লম, মুঘল, মুদগর, ঢাল, কাধ, তরবারী ইত্যাদি, স্ব স্ব অস্ত্রাদি যথাস্থানে রাখিয়া বিশ্রাম করিতেছিল।

কয়েকদিন যুদ্ধ করাতে ক্লান্ত দেহে ও ক্ষুধায় প্রায় সকলেই শরীর এলাইয়া দিয়া নিজ নিজ শয়ন স্থানে লিষ্টিতে শুইয়া ও বসিয়া রহিয়াছে। ঠিক এই সময় কীরাতেরা জঙ্গলের আড়ে আড়ে আসিয়া উঁকি মারিয়া দেখে। একে সূর্য্য সূর্য্যোগ বুঝিয়া কীরাতগণ চাক্কা ও মগ সৈন্তগণকে অতর্কিতে আক্রমণ করে এবং চাক্কা ও মগ সৈন্তগণ আত্মরক্ষায় অসমর্থ হইয়া প্রাণ রক্ষার জন্য বনে জঙ্গল পলাইয়া গিয়া আত্মগোপন করিতে বধ্য হয়। কেহ কেহ গাছের আগায় উঠিয়া অবস্থালব্ধ্য করিতেছিল। তাহাদের এই অতর্কিত আক্রমণে বহু সৈন্ত হতাহত হয়। চাক্কা পাচক শ্রেষ্ঠ তখন একটি ডেকে চাকুনি খান বাম হস্তে ধরিয়া দক্ষিণ হস্তে ডেকে কাঠি নাড়িতেছিল। কীরাতদের এই অতর্কিত আক্রমণে পাচক শ্রেষ্ঠ পলাইয়া যাইবার জ্ঞান হাইয়া ফেলে এবং দক্ষিণ হস্তে কাঠিখানা, বাম হস্তে চাকুনি ধরিয়া হতভয় হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল এবং হঠাৎ নিজ অস্ত্র তসারে তাণ্ডব আরম্ভ করিয়া দিল। উক্ত কাঠিখানা তরবারী এবং চাকুনী ঢাল মনে করিয়া উক্ত দুইটি জিনিষ ঘুরাইতে ঘুরাইতে কীরাতদের দিকে ধাবমান হইতে আরম্ভ করে। কীরাতেরা তাহার এই দুর্দমনীয় তাণ্ডব লীলার কি মনে করিয়া ভয়ে পলাইতে আরম্ভ করে। পাচক প্রধান উহাদের পশ্চাৎ ধাবন করিতে থাকে। যে সমস্ত সৈন্ত ঝোপে ঝোপে আত্মগোপন করিয়াছিল তন্মধ্যে নাহাড়া গাছের আগায় উঠিয়া লব্ধ্য করিতেছিল তাহার পাচক প্রধানের অবস্থিতি

হৃদ্বৈ তাত্বে দেখিয়া তাহাদের জাতীয় ভাষায় উজ্জাও উজ্জাও শব্দে খ্যাং শিখ ও বেং যুদ্ধের আনন্দ ও আহ্বান ধ্বনি উচ্চারণ করিয়া গাছের আগা হইতে নামিয়া পড়ে। আরও যাহারা আত্মগোপন করিয়াছিল তাহারা বাহির্গত হইয়া পূর্ণ-তেজে কীরাতদের দিকে দাবিত হয়। তাহারা কীরাতদের যুব-শিশু-বৃদ্ধ হত্যা করিতে করিতে তাহাদের ঘরব ডী ভস্মীভূত করিয়া দেয়। অতঃপর গারদে কিরিয়া মতর্কতার সহিত আগার সমাপনায়ে উত্তেজিত ভাবে কীরাতদিগের গ্রামের পর গ্রাম আগুনে পোড়াইয়া শ্মশানে পরিণত করিয়া দেয়। কীরাতেয়া যাহারা বাঁচিয়া রহিল তাহারা এক উচ্চ পর্বত হইতে অল্প উচ্চ পথে গিয়া আত্মরক্ষা করিল। তদ্বধি তাহাদের বাসভূমি সমতল ভূমিতে আর রহিলনা। উচ্চ পাগাড়ে তাহারা বাসভূমি স্থাপন করিতে থাকে। এই কীরাত যুদ্ধ শেষ হইলে চাক্কা রাজপুত্রগণ পাঁচক প্রধানকে সেনাপতি

টীকা :—আরকান কাহিনী (দেঙ্গাওয়াদ আরেকফুং) বর্ণনা মতে চাক্কা ও বাঙ্গালী সাম্রাজ্যিত মগের সঙ্গে যুদ্ধ ৪৮০ মগাব্দে খৃষ্টীয় ১১১৮/১৯ সনে সংঘটিত হয়। সুতরাং বাঙ্গালী সর্দার প্রায় ৮৪৮ কি ৮৪৯ বছর পূর্বে ছিল। এই জাতিরাজ আরকান রাজাবলী রাজা ওয়াং গ্রন্থে উল্লেখ আছে ৩৫৬ মগাব্দে ৯৯৪-৯৫ খৃষ্টাব্দে জাঠৈন ছেক ছাক বা শাক্যদিগের সাহায্যে সিংহাসন লাভ করিয়াছে। ইহা ১৭২ বৎসরের ঘটনা।

২য় কথা হইল আরকান ইতিহাস দেঙ্গাওয়াদি আরেক

পদে বরণ করেন এবং সাধারণ্যে তাহাকে “রণ পাগলা”
 আখ্যায় আখ্যায়িত করেন। আরমান রাজ যৌতুক স্বরূপ
 যে সমস্ত লোক তাঁহার কন্যাদ্বয়কে দিয়াছিলেন এই পাঁচক-
 প্রধান তাহাদেরই একজন বলিয়া প্রকাশ। এই বন পাগল
 সেনাপতির বংশধরগণ বড়ুয়া গোজার দেওয়ান গোষ্ঠি বটে
 সে যাহা হউক বাঙ্গালী সর্দার বাধকো উপনীত হইলে তাহ
 পদ হইতে অবসর গ্রহণ পূর্বক তদ্ জ্যেষ্ঠ পুত্র মাদলীয়াটক
 রাজ পাটে বসান। তিনি অল্পদিন রাজত্ব করিয়া পরলোক
 গত হইলে তদ্ কনিষ্ঠ রাজ খাচা রাজা হন। তিনিও দীর্ঘ
 কাল রাজভোগ করিতে পারেন নাই। তাঁহার মৃত্যুর পর
 তৎপুত্র কমল চেগে রাজা হন। তৎপুত্র বহন গিরি, তৎপুত্র
 কাল খাজ, তৎপুত্র চক্রধর, তৎপুত্র ফেল। ধাবেং, তৎপুত্র
 মেরমত্যা ক্রমান্বয়ে রাজসিংহাসন অলংকৃত করিয়া তৎপুত্র
 অরুণ জুগ আংকান ইতিহাসে ইয়াংজ সিংহাসনে অনিরুদ্ধ হন।

খৃঃ ২৪—২৫ পূঃ উল্লখ আছে য ৪৮০ মগাদে পোগো,
 আধুনিক পেশু দেশে আলং চিছু নামক জৈনিক রাজা ছিলেন।
 চাকমারা পশ্চিমের বাঙ্গালীদিগের সহিত মিলিত হইয়া তাঁহার
 বিরুদ্ধে যুদ্ধ আরম্ভ করেন। পোগো রাজ স্বীয় প্রধান মন্ত্রী
 কোরেজীকে সেনাপতি পদে বরণ করিয়া যুদ্ধার্থ প্রেরণ
 করেন। তিনি যুদ্ধে উপনীত হইলে সারস পক্ষীর মুখে মৃত
 প্রাণীর চর্ম দেখিতে পান। চর্ম চাকমা, সারস বাঙ্গালী
 বলিয়া রাজার নিকট ব্যাখ্যা করে। অনন্তর হঠাৎ মহামুণি

চতুর্থ অধ্যায়

অরুণ জুগ

রাজা অরুণ জুগ বহুকাল রাজত্ব করার পর আবার মগেরা চাক্‌মাদেব শত্রু হইয়া উঠে। রাজা বিজয় গিরির ৩১৩৪ পুরুষ পর্যন্ত চাক্‌মা রাজশক্তি প্রবল পরাক্রান্ত ছিল বলিয়া ব্রহ্মদেশের পুরাবস্তু চুইজং ক্যাখাং এবং আরাবাকান ইতিহাস দেজ্যাওয়াদি আরোদ ফুং জলন্ত সাক্ষ্য দিতেছে। দেখা যায় যে রাজা বিজয় গিরির পরবর্তী উজ্জল রত্ন শ্রীস্বোম বা সিরিস্তমা রাজা হইতে অরুণ জুগ পর্যন্ত রাজশক্তি প্রবল ছিল এবং কোন প্রকারে ব্রহ্মাজ ও আরাবাকান রাজ চাক্‌মা রাজশক্তি ক্ষুণ্ণ করিয় দিতে পারেন নাই। চাক্‌মা রাজ অরুণ

বুদ্ধমুষ্টি ঘামিয়া উঠে। বজ্রপাত, অকাল বৃষ্টি, বজ্রা এই অজ্ঞান দর্শনে যুদ্ধে ক্ষান্ত হন এবং পুণরাহিতের দ্বারা শাস্তি স্বস্ত্যয়ণাদি করেন। এই ঘটনার বহুকাল পরে আনাল নামক পেণ্ড রাজার সময়ে পুনরায় বাঙ্গালী চাক্‌মাগণ মিলিয়া যুদ্ধার্থ মাতিয়া উঠে। এই রাজা ৫০ হাজার সৈন্য লইয়া দাম্মাজিয়াকে সেনাপতি করিয়া পাঠান। দাম্মাজিয়া বাঙ্গা করিয়া একটি কাক ও আর একটি বহুকর ঝগড়া দেখিতে পাঠিলেন। কাকের ডানা ভাজিয়া গেল। ৫ দিন যাবত চাক্‌মা বাঙ্গালীর সহিত যুদ্ধ করিয়া অবশেষে চাক্‌মা-বাঙ্গালী পলাইয়া গেল। এই সেনাপতি দাম্মাজিয়া ও আনালুকা নামক পেণ্ড রাজার

জুগের সহিত মগরাজ মেজাদি এবং তদমন্ত্রী রাজাঙ্গা চাংগ্রাই যদি কুরুচিপূর্ণ কূট-কৌশল অবলম্বন না করিয়া সম্মুখ যুদ্ধ করিতেন বোধ হয় চাকমা রাজশক্তি অতীবদি সবল থাকিত। চাকমা রাজ অরুণ জুগ মগ ভাষায় ইয়াংজকে পরাজয় করার কাহিনী নিয়ে প্রদত্ত হইল। তাহা এই আরাকান ইতিহাস দেজ্যাওয়াদি আরেদ ফুং ২৪-২৫ পৃঃ ৬৯৫ মধ্যক ১৩৩৩-৩৪ খ্রীষ্টাব্দ আরকানাধিপতি মেজাদি উচ্চ ব্রহ্মের মইসা গিরির চাকমা রাজা ইয়াং বা অরুণ জুগের বিরুদ্ধে তদমন্ত্রী সহ ঘোর পরামর্শ দ্বারা তদমন্ত্রী রাজাঙ্গা চাংগ্রাইকে দশ সহস্র সৈন্য দিয়া পাঠাইলেন। পরে রিজার্ভ হইতে আরও বিশ সহস্র তাঁহার সাহায্যার্থে পাঠাইয়া দেন। কিন্তু রাজাঙ্গা চাংগ্রাই আরও অনেক সৈন্য সংগ্রহ পূর্বক তংখংজার শাসনকর্তা হিজুচুর অধীনে দশ হাজার এবং তঙ্গুর শাসনকর্তা বেমাচুর সংগে

নিকট কাক ও বকের অর্থ করিয়া দিয়াছিলেন। কাক বাঙ্গালী বক স্বয়ং তাহারা। অনন্তর আবার কুতুবদিয়ার উত্তরে বাঙ্গালীগণ এবং আরকানের অন্তর্গত ফ্রিন্দেল পাহাড়ের চাকমাগণ প্রবল হইয়া উঠে। তদমন্ত্রী পরামর্শ করিল বাঙ্গালী দিগকে জয় করিতে পারিলে চাকমাদিগকে সহজে বশে আনিতে পারিবে। সুতরাং চাকমা বাঙ্গালী যেন মিলিতে না পারে তজ্জন্য সাবধান থাকিতে হইবে। বেগতিক দেখিলেই বাঙ্গালীরা পালাইয়া যায়। প্রায়শঃই অশান্তি উৎপাদন করে। এই নিমিত্ত ৫০ সহস্র বালায় নৌকা পাঠান

দশ হাজার সৈন্ত দিয়া মং জুমের পথে জান্দোয়াজার শাসন কর্তা ছাদোয়াং এর সহিত দশ হাজার সৈন্ত দিয়া ছাত্রং কামার পথে, দানাটকর শাসনকর্তা ক্যচুঙের সহিত দশ হাজার দালাটকর পথে; কুজাণ্ডুরং নামক শাসনকর্তাকে দশ হাজার কুচ্চাইর পথে, মাউয়ং এর শাসনকর্তা খেচুকে দশ হাজার এবং চিৎখোংজার শাসনকর্তা লা চুটর অধীনে দশ হাজার সৈন্ত দিয়া ছালাটকার জলপথে প্রেরণ করেন। মন্ত্রী নিজে বিশ হাজার রিয়ার্ড সৈন্ত, পঞ্চাশ হাজার অপরায়ের সৈন্ত, ত্রিশ হাজার বাংগালী কুলি সমভিব্যাহারে চানির পথে যাত্রা করিলেন। একরূপে প্রত্যেকেই যথাস্থানে প্রস্তুত হইয়া রহিল। এতদন্তির বলিয়া দেওয়া হইয়াছিল তংখোংজার শাসন কর্তার নিকটেই পেণ্ডরাজ থাকিবে। পেণ্ডরাজ বাধা দিতে চাহিলে তোমরা বলিবে আমরা যুদ্ধ করিতে আসি নাই।

পূর্ণ করতঃ বাঙ্গালীদের জাহাজ ঢালাইবার পথে ডুবাইয়া রাখা হয়। মাতামুহুরী নদীর মোহনায় চান্দাজাও মুখ্যংজা নামক সেনাপতিদ্বয়ের অধীনে ১০ সহস্র সৈন্ত থাকে। অগ্নি দিকে বংশ ভেলায় বারুদ, গোলা বিশিষ্ট বহু সংখ্যক সৈনিক পুস্তলিকা স্থাপন পূর্বক ভাটার সময় ছাড়িয়া দেওয়া হয়। বাঙালীরা উহা আক্রমণ করিলে তাহাদের জাহাজ বিধ্বস্ত হইয়া যায়। এই কৌশলে বাঙ্গালীরা সহজেই পরাজিত হয়। পঞ্চাস্তরের চাকমা রাজা উপায়ান্তর না দেখিয়া বহু উপটোকন সহকারে মঘরাজার বশুতা স্বীকার করেন। মন্ত্রী মঘরাজাকে

মঘরাজ মিত্রতা স্থাপনের জন্য এক পরমা সুন্দরী রমণী উপহার লইয়া আশাদিগকে পাঠাইয়াছেন পরে তোমরা জীলোকটিকে সজ্জিত করিয়া দেখাইবে। দালার পথযাত্রী কাচুকেও এইরূপে শ্রামরাজকে বশীভূত করিবার নিমিত্ত উপদেশ দেওয়া হইল। বলা বাহুল্য তাহাদের প্রত্যেকের সংগে এক একটি সুন্দরী রমণীও দেওয়া হইয়াছিল। অনন্তর মন্ত্রীপ্রবর রাজা চাং গ্রাউ ইহা জানাইয়া দিয়াছিলেন যে তিনি স্বয়ং চাকমা রাজার রাজধানী উচ্চ অক্ষের মটুছাগিরি আক্রমণ করিবেন। সুতরাং উচ্চ নিম্ন অক্ষের সকলে সাবধান থাকিবার জন্যও বলিয়া দিয়া হইল। যখন যাত্রা ঘটে যেন অবিলম্বে তাহার কাছে সংবাদ প্রেরিত হয়। মন্ত্রী চাং গ্রাউ দাবুত্র নগরে উপনীত হইয়া চান্দাই নামক জনৈক শাসনকর্তাকে একখানি পত্রসহ চাকমা রাজ দরবারে দূতরূপে পাঠাইলেন। পত্রে উল্লিখিত হইল মগ রাজা এক পরমা সুন্দরী সুবর্তী মগ রাজের সহোদরী লইয়া তাঁহাকে প্রেরণ করিয়াছিলেন। তিনি তাহার এই ভগ্নিকে দিয়া সন্তুষ্ট করাইয়া আশীষবন্ধনে

বুঝাইয়া দিলেন যে চাকমা রাজ বাঙালীর কূটবুদ্ধিতে ভ্রমে পড়িয়াছেন। সুতরাং তাহার সহিত সখ্যতা স্থাপনে কোন আশঙ্কার কারণ নাই। এই ক্রিন্দেল পাহাড়ের চাকমা রাজ বলিয়া যে উল্লেখ করা হইয়াছে তাঁহা বোধ হয় আসল চাকমা রাজার অধস্তন কোন একজন বড় গোছের সর্দার হইবেন। আসল চাকমারাজা নহে বলিয়া ধারণা হয়।

আবদ্ধ হইতে চাহেন। চান্দাই দূতরূপে চাক্ষা রাজ দর-
বারে উপস্থিত হইয়া চাক্ষা রাজাকে নিজ মুখে যতদূর সম্ভব
এতাদৃশ বিবরণী বেশ সাজাইয়া ও গুছাইয়া বলিষ্ঠ চাক্ষা
রাজা ইহাতে বেশ পরিতুষ্ট হইয়া চান্দাইকে যথোচিত পুরস্কৃত
করিলেন এবং মগ মন্ত্রী রাজাজ্যার নিমিত্ত একটি হস্তী,
একখানি স্বর্ণহার, একখানি সুবর্ণ শাতি, দুইটি ঘোড়া; সুবর্ণ
মণ্ডিত রেকাব ও জিন এবং একটি সোনার ধোকদান পারি-
তোষিক দিয়া খ্যীয় মন্ত্রী ব্রেজমনি (মগ ভাষায় ব্রাহ্মী) কে
পাঠাইয়া দিলেন। চাক্ষা মন্ত্রী আসিতেছেন শুনিয়া মগ-
রাজার মন্ত্রী জাংগ্রাই সৈন্তবাহিনী পোচন্দাওর পাহাড়ে
লুকাইয়া রাখিলেন। নিজে মাত্র কয়েকজন লোক লইয়া
রহিলেন। ব্রাহ্মী বা ব্রেজমনি আসিয়া উপস্থিত হইলে
তাঁহাকে যতদূর সম্ভব অভ্যর্থনা ও সমাদর করিলেন এবং
যুবতী রমণীকে মগরাজের সহোদর বলা হয়। অতঃপর মগ
মন্ত্রী প্রবর চাক্ষা রাজার নিকট একখানা পত্র লেখিয়া সমস্ত
বিবরণ জানাইলেন। এইরূপে চাক্ষা মন্ত্রীর হাতে পত্র দিয়া
বিদায় করিয়া দিলেন। চাক্ষা মন্ত্রী ব্রেজমনি যথাসময়ে
চাক্ষা রাজার নিকট প্রত্যাবৃত্ত হইলে পত্রখানা প্রদান পূর্বক
সমস্ত বিষয় অবগত করাইলেন। চাক্ষা রাজ অরুণ জুগ
উক্ত রমণীকে আনাহনের নিমিত্ত অনেক লোকজনসহ পুনরায়
নিজ মন্ত্রীকে পাঠাইয়া দেন। মগমন্ত্রী রাজাজ্য একশত
হস্তীসহ চাক্ষার শাসনকর্তা রেয়ংকে দশ সহস্র সৈন্ত দিয়া

রমণীকে পাঠাইয়া দেন। রেংংকে গোপনে বলিয়া দেওয়া হইল যে—চাকমা রাজা আমোদ প্রমোদ বড়ই ভালবাসেন। সুতরাং চাকমা রাজা যখন আমোদ প্রমোদে আসক্ত হইবেন, এই সুযোগ পাইলেই আপন সুযোগ যাহাতে ত্যাগ করা না হয়। কাঁচার শাসনকর্তা ওয়ান্ট বোর সঙ্গে দশসহস্র সৈন্ত দেওয়া হইয়াছিল। পশ্চাৎ দিক হইতে আক্রমণের নিমিত্ত তাহাকে পাঠাইলেন। চাকমা রাজ ইয়াংজ বা অরুণ জুগ উক্ত রমণীকে তাঁহার পাশে বসাইয়া নৃত্যগীতাদি আমোদ প্রমোদে যখন মগ্ন হন এই সুযোগে রাত্রি মধ্যাহ্ন সময়ে মইস্তাগিরি চতুর্দিক হইতে আক্রমণ করিবার নিমিত্ত সকলকে সঙ্কেত করেন এবং তিনি স্বয়ং দশ সহস্র সৈন্ত দ্বারা আক্রমণ করিলেন। ওয়ান্ট বোও জলপথে পশ্চাচ্চাপে উপস্থিত হন। এইরূপে দলে দলে সমস্ত দলের সৈন্তরা চাকমা রাজধানী মানিগিরি বা মইস্তাগিরি অবরুদ্ধ করে। তথাপি তিন দিন তিন রাত্রি ঘোরতর যুদ্ধ হয়। সবশেষে চাকমারাজ ইয়াংজ বা অরুণযুগকে বন্দী করা হয় এই মইস্তাগিরির পবিত্রাঙ্গীর্ণ নগরের মধ্যবর্তী অ্যাসল রাজপ্রাসাদও অবরোধ করিয়া অতি সহজকৈ চাকমা রাজের মধ্যম পুত্র চৌকু বা চ্যুজিত, কনিষ্ঠ শত্রুজিং চৌকু প্রথম তিন পিতা পুত্র বন্দী করিয়া তদ্পর দ্বিতীয় প্রাসাদ হইতে জ্যেষ্ঠ রাজকুমার সূর্য্যজিত সহ তিন রানী তিন পুত্র ছুই কস্তা সহ বন্দী করিলেন। সমস্ত মইস্তাগিরি লুণ্ঠন ও অগণিত সৈন্ত ও অধিবাসী হতাহত হইয়া

মনিজগিরি বা মইস্তাগিরি হাহাকাণ্ডে পূর্ণ হইল। আরকান অধীশ্বরের মন্ত্রী রাজান্দ্ৰা চাংগ্রাই বিজিত চাকমা রাজধানী হইতে ৩৫০টি হস্তী, বহু সংখ্যক ঘোড়া এবং ৫০টি গয়াল, অপরিমিত স্বর্ণ-রৌপ্য, মণি-মুক্তা এবং দশ সহস্র চাকমা প্রজা লইয়া স্বরাজ্যে প্রত্যাবর্তন করিলেন। মনিজগিরি শাশানে পরিণত হইল। আরকানাধিপতির মন্ত্রী রাজান্দ্ৰা চাংগ্রাইকে প্রায় দুই লক্ষ সৈন্তের দ্বারা চাকমারাজ অরুণজুংগের বিরুদ্ধে অভিযান করিয়া ও কুরুচিপূর্ণ কূটকৌশল এবং অতর্কিত আক্রমণ করিতে হইয়াছিল। ইহাতে পরিষ্কার বুঝা যায় যে তৎকালে চাকমারাজ কি পরিমাণ শক্তিসম্পন্ন ছিলেন। দুঃখের বিষয় সেটী হইতে চাকমা রাজশক্তি আর মস্তক উত্তোলন করিতে পারে নাই। মুসলমান রাজত্বের সময় কিছু উত্থান হইবার স্রোত আসিয়াছিল। খুব পরিতাপের বিষয় পরক্ষণেই বৃটিশ রাজত্বের আরম্ভ হওয়ায় পুনঃ ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতা প্রাপ্ত হইতে আরম্ভ করে। দূরারোগ্য রোগ যেমন সমস্ত চিকিৎসা ব্যর্থ হয়, চাকমা রাজশক্তি ঠিক তদনুরূপ হইল। সে যাহা হউক; আরকানাধীশ্বরের মন্ত্রী রাজান্দ্ৰা চাংগ্রাই স্বরাজ্যে প্রত্যাবর্তন করিলে কূট রাজনীতির কর্ম-দক্ষতায় সাতিশর পরিভুষ্ট হইয়া আরাকানাধীশ্বর মেজাদি তাঁহাকে মহাউছাওয়ালা অর্থাৎ মহাপ্রাজ্ঞ খেতাব প্রদান করিলেন এবং একখানি স্বর্ণ মণ্ডিত পাক্সী প্রদান করেন এবং আরো অনেক উপহার প্রদান করিয়া তাহাকে পরিতুষ্ট করেন।

এতদ্ব্যতীত হস্তীতে আরোহণ করাইয়া বিচরণ করিতে অনু-
মতি প্রদান করেন এবং তাঁহার পুত্র মাঙ্জাউর সঙ্গে চাকমা
রাজার কনিষ্ঠ কন্যার বিবাহ দিলেন। জোষ্ঠা কন্যা চন্দ্রমুখী
বা চমি খাঁকে বলপূর্বক স্বয়ং তিনি বিবাহ করিলেন। অনন্তর
চাকমা রাজ অরুণ জুগকে (ইয়াংজাটক) আরাকানের অন্ত-
পাতি কামুছা নামক স্থানের কাফা জাতির আধিপত্য অর্পণ
করেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র সূর্য্যভট্টকে (চকুংকে) কিউ দোজা,
মধ্যম পুত্র চন্দ্রজিতকে (চোফুংকে) মিং দোজা মিঞ্জা এবং
কনিষ্ঠ পুত্র শঙ্করজিতকে (চৌতুকে) কাংজা নামক স্থানে, তিনটি
পুত্রকে তিনটি প্রদেশের শাসনভার অর্পণ করেন। এতদ্ব্যতীত
চন্দ্রজিতকে (চৌফুংকে) কাংজা নামক স্থানের জলকর উত্তলের
তহশীলভার অর্থাৎ বেণারীগণ হইতে কর আদায়ের কাজে
নিয়োগ করেন। চাকমা রাজপুত্র এই তিনজনকেই মগ
রাজ্যের বিশেষ তত্ত্বাবধানে রাখেন। অপর দশ সহস্র চাকমা
প্রজাকে আরাকানের অন্তর্গত এংখাং ও ইয়ংখ্যক নামক
স্থানে বাস করিবার অনুমতি দেওয়া হয়। সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের
পূর্বতন জাতির নাম পরিবর্তিত করিয়া দিয়া দৈং নাক্ আখ্যা
প্রদান করা হইল। এতাদৃশ অধীনতার জীবন যাপন করা
রাজপুত্রগণের ক্রমে অসহনীয় বোধ হইতে লাগিল। ৭৫০
মগাকে, ১০৪৩ ও ৪৪ খৃঃ দক্ষিণ আরাকানে বিদ্রোহ দেখা
দিলে আরাকান রাজ মেঙ্গাদি জিম্ভু বাত্রা করিতে বাধ্য
হন। এই সুযোগ তাহারা তিন ভ্রাতায় একত্র যোগে পোচছোও

পাহাড় পার হইয়া উচ্চ ব্রহ্মে পলাইয়া গেলেন। এই ঘটনার পূর্বে বুদ্ধ রাজা অরুণ জুগ ও দুই রাণী পরলোক প্রাপ্ত হইয়াছেন। অতঃপর জ্যেষ্ঠ রাজকুমার সূর্যজিত (চৌঃ) ভূত পূর্বাংশিষ্ট প্রজাগণকে লইয়া ৭২৪ মঘীতে মংজামত্র নামক স্থানে রাজত্ব আরম্ভ করেন। মধ্যম পুত্র চন্দ্রজিত কামিত রাজার নিকট মং রেজুনে খেতাব লইয়া প্রুম রাজ্যের আধিপত্য প্রাপ্ত হন। কনিষ্ঠ শক্রজিত (চৌঃ) চাখ্যং রাজার অধীনে থাকিয়া ক্রমে ৭২৪ মঘীতে ১৩৬২-৬৩ অব্দে তারত্না উপাধি পাইয়া আসাক্ষ দেশের শাসনভার লাভ করেন। দেজাওয়াদি আরবদ ফুং ২৬-৩০ পৃঃ এই আরকান ইতিহাসে স্পষ্টতঃ প্রমাণ দিতেছে যে উচ্চ ব্রহ্মের মইয়াগিরিতে চাকমা রাজার প্রাচীন রাজধানী ছিল। অতঃপর জ্যেষ্ঠ রাজকুমার পরলোক প্রাপ্ত হন এবং ছোট রাজকুমারও দূরদেশে দেশ ভ্রমণে গিয়াছেন। সুতরাং মং জামত্র স্থানের ভূত পূর্বাংশিষ্ট প্রজাগণের আস্থানে মধ্যম কুমার চন্দ্রজিত (চৌঃ প্রুম) মংজামত্রের শূন্য রাজপাটে গিয়া বসেন এবং রাজত্ব করিতে থাকেন। এই মধ্যম কুমার আরকানাদীশ্বরের নিকট ঘাটের আধিপত্য লাভ করিয়াছিলেন। তদ্ব্যতীত তিনি স্বজাতীয় প্রজাগণের নিকট ঘাগত্যা রাজা বলিয়া খ্যাতি লাভ করেন। আরকানাদীশ্বরের অবর্তমানে তাঁহার এক সঙ্গে তিন ভ্রাতাই তাঁহার অধীনতা বর্জন করিয়া পলাইয়া যাওয়াতে আরকানপতি মেজাদির তাহাদের প্রতি কোন মমতা ছিলনা। বরং

তাঁহাদের প্রতি আক্রোশ ভাবাপন্ন হন। কয়েক বৎসর পর আরকানপতি মেজাদিরও মৃত্যু ঘটে। সুতরাং পরবর্তী আরকান রাজ্য চাক্‌মাদের প্রতি অত্যাচার করিতে আরম্ভ করে। ষাণ্ডাত্য রাজকে মং জাম্ব্রু স্থান হইতে তাড়াইয়া কাসাদিনী কূলে চাক্‌কোই ধাঁও বা, চক্রদাহ নামক স্থানে পুনঃ বসতি স্থাপন করিতে বাধ্য করেন। তথাপি মংগের অত্যাচার হইতে রেহাই পায় না। এখানে ষাণ্ডাত্য রাজার মৃত্যু হয় এবং তদপুত্র রামথং চা রাজা হন। মংগের উপজব উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে থাকে। সুতরাং মংগের অত্যাচার হইতে রক্ষা পাইবার নিমিত্ত ও মর্যাদাহানির ভয়ে রাজা রামথং চা গৈরিক বনন ধারণ পূর্বক শ্রামণ ধর্মে দীক্ষিত হইয়া থাকেন। তাঁহার লম্বন্ধ একটি কথা রহিয়া গিয়াছে। চাক্‌মারা একটি ছড়ার মত কথা রচনা করিয়াছিল।

যথ,

চল বাপ ভেট চল যেট চম্পক নগরে

ফিরে যেট এলে মইশ্যাংগ্যা—

লালস নেই—ন এলে মইশ্যাংগ্যা কেলশ নেই।

ঘরং খেলে মংগে পাশ, ঝারং গেলে; মংগ না পেলে

বাঘে থাকে।

মইশ্যাংগ্যা :— চাক্‌মারা বৌদ্ধ শ্রমণকে মইশ্যাং বলে। অর্থাৎ প্রব্রজিত উপাস্ত্রনা হওয়ার আগে যে গৈরিক ধারণ করিয়া থাকে তাঁহাকে মইশ্যাং ধর্ম বলে। কেলশ—ক্লেশ। ঘরং খেলে—বাড়ীতে অবস্থান করিলে, ঝারং গেলে—জঙ্গলে লুকাইয়া থাকিলে।

গঞ্চম অধ্যায়

মগদের অত্যাচার চাকমার। আর তথায় টিকিয় থাকিতে পারিতেছিল না। ক্রমশঃ আরকান পরিত্যাগ পূর্বক মাতা-মুহুরী তৈনছার বাঘখালি এলাকায় স্থানান্তর হইতে থাকে। ক্রম ভাল ভাল গৃহস্থ পরিবারের সংখ্যা কমিতে থাকে। এমনতাবস্থায় নেহস্থানীও সর্দারগণ প্রমাদ গণিলেন। পরিশেষে সর্দারগণ সকলে মিলিয়া মন্ত্ৰণা করতঃ মৈসাঁং রাজকে আরকান ত্যাগ করিয়া সকলেই টেট্রামের অন্তর্গত যথায় সর্বসাধারণ চাকমার। স্থানান্তর হইতেছিল মাতামুহুরী অঞ্চলে স্থানান্তর হইবার মিমিত্ত অনুমতি প্রার্থনা করিল। কিন্তু মস্তাং রাজ মর্ষাদার অজুহাতে অপর অধিকারে বিনা সম্মতিতে হঠাৎ স্থানান্তর হওয়া সমীচিন মনে করিলেন না। সুতরাং সর্দারগণ বিরক্ত হইয়া বলিয়াছিল যে, এলে মৈসাঁং লালস নেই ন এলে মৈসাঁংগ্যা কেলস নেই ক্ষুণ্ণ মনে তাহারা ইহা প্রকাশ করিয়াছিল। অতঃপর রাজপুত্রগণ সর্দারগণের সহিত এক বৈঠকে মিলিত হন। পরামর্শ বৈঠকে সিদ্ধান্ত করিয়া একজন রাজপুত্র সঙ্গে লইয়া মন্ত্রী ধৈন সুরেশ্বরীকে ঢাকার নবাবের নিকট পাঠান হইল। এই মৈসাঁং রাজের তিনটি পুত্র। যথা—জ্যেষ্ঠ (১) ম্যারেক্যা (মাটনক্যা), পরে মাহন-কত্রী, মগের। বলেছিল মরেক্যাজ। (২) কদম বাংলা বা কামেক গিরি, মগের। বলেছিল কদম বাংলা। (৩) রদংসা।

এখানেও মামব চম্প চাকমা কাম্বির রাজনামায় এবং সতীশ ঘোষের চাকমা জাতি পুস্তকে মন্ত্রী ধৈন সুরেশ্বরীকেও মৈসং রাজার পুত্র বলিয়া বলা হইয়াছে। কিন্তু ইহা ঠিক নহে। ধৈন সুরেশ্বরী মন্ত্রী ছিলেন। পরে রাজপুত্রগণ মারা পড়িয়া রাজবংশে কেহ না থাকাতে তাঁহার কার্যকলাপের গুণে বাংলার নবাব হইতে রাজা খেতাব লাভ করিয়াছিলেন এবং সিংহাসনও লাভ করিয়াছিলেন। মৈসং রাজের এক কন্যা ছিল। তাঁহার নাম ভেলী। এক লস্করের সহিত তাঁহার বিবাহ হইয়াছিল। লস্কর অর্থ সেনাপতি। সে যাহা হউক মন্ত্রী ধৈন সুরেশ্বরী তৎকালের চট্টগ্রামের শাসনকর্তা হইতে ১২ খানি গ্রামে বসতি করিবার জন্য অনুমতি লাভ করিলেন এবং একদল সাজালী সৈন্যও লাভ করিলেন। তাঁহারা সৈন্যসহ উপস্থিত হইলে রাজ পরিবার ও অন্যান্য সর্দারগণ সপরিবারে উপস্থিত প্রজাবৃন্দ লইয় চট্টগ্রাম অভিমুখে রওনা হন। মগরাজ এই সংবাদ পাওয়া বাধা দিবার নিমিত্ত একদল সৈন্য প্রেরণ করেন। জ্যেষ্ঠ রাজকুমার মারেক্যা ও মধ্যম কুমার কদম বাংলা মগ সৈন্যদিগের সহিত যুদ্ধ করিয়া বাধা দিতে থাকে এবং ছোট কুমার রদংসা ও মন্ত্রী ধৈন সুরেশ্বরীকে কতক সৈন্য প্রহরার প্রজাগণ সহ সকলকে লইয়া অগ্রে

১১ খানি গ্রাম লাভ ১৪১৮-৯ খৃষ্টাব্দ। তৎকালে চট্টগ্রামের শাসনকর্তা ছিলেন গণেশের পুত্র ভালালুদ্দীন। মৈসং রাজকে মগেরা মং চুই বলিয়াছিলেন।

পাঠাইয়া দেওয়া হয়। জ্যেষ্ঠ ও মধ্যম কুমার মগ সৈন্তদলের সহিত ঘোরতর যুদ্ধ করিবার সময় মধ্যম কুমার বীরগতি লাভ করে। মগ সৈন্তরাও পশ্চাদপদ হইয়া আর বাধা জন্মায় নাই। অতঃপর নিরাপদে চট্টগ্রামের অন্তর্গত মাতামুহুরী অঞ্চলে উপস্থিত হইয়া বারটি স্থানে বসতি স্থাপন পূর্বক শান্তির নিঃশ্বাস ফেলে। মধ্যম কুমার কদম বাংলা মারা যাওয়াতে বুদ্ধ মৈসামরাজ শোকে মুহ্যমান হইয়া কয়েকদিন পর দেহভাগ করেন। প্রথম কদম-তলী বা আলী কদমে বসতি করিয়া পরে যুবরাজ মায়েক্যা বা মানেক্যা আর একটি সুন্দর স্থানে রাজধানী করিয়া তথায় রাজ্যাভিষিক্ত হন এবং মানেক গিরি নাম ধারণ করেন ও রাজধানীর নাম মানিকপুর রাখেন। একে ঘটনার পর আর একদল চাকমা রাজ্যের দলের স্বজাতীয়দিগকে অনুসরণ পূর্বক অগ্রসর হইতে থাকিলে দেখি ত পায় যে আ গর দল পথের চিহ্ন স্বরূপ যে সমস্ত বনজ কলাগাছ কাটিয়া গিয়াছে সেই সমস্ত কলাগাছের ভিগ আগা উঠিয়াছে বা বাহির হইয়াছে। ইহা দেখিয়া তাহারা মনে করিল যে আগের দলকে তাহারা আর সহজে পথে পাইবে না। অর্থাৎ আগের দলের সহিত পথে একত্রিত হইতে পারিবে না। এই চিন্তা করিয়া তাহারা আর অগ্রসর হইল না। তাহারা রোয়াং বা আরকান দেশে রহিয়া গেল। পরে তাহাদিগকে

রেয়ংগা চাকমা আখ্যা দেওয়া হইল। আর যাহারা চট্টগ্রাম আসিয়া বাস করিতে আরম্ভ করিল তাহাদিগকে উহার আনকা চাকমা বলিত বলবাহুল্য, চট্টগ্রামকে তখন আরকান-বাসীরা আনক বলিত। রাজা মাটিরকা বা মানেকগিরি কয়েক বৎসর মানেকপুরে রাজত্ব করার পর হুংখের বিষয় আবার আরকান দণ্ডাগণ অতর্কিতে মানেকপুর আক্রমণ করিয়া লুণ্ঠরাজ করে এবং বহুলোক হত্যা করে। এই যুদ্ধে ছোট রাজ কুমার বদংসাও প্রাণ বিসর্জন করেন। এই ঘটনার পর মানেক গিরিও অপূত্রক অবস্থায় পরলোক গমন করেন। সুতরাং মন্ত্রী পৈন সুরেশ্বরী মানিকপুর ত্যাগ পূর্বক পুনরায় আলি কনমে বা কদমতলীতে রাজধানী স্থানান্তর করেন। এবং মগ কুকি দমনের জন্য নবাব হইতে পুনরায় একদল সৈন্তের উপর সেনাপতিত্ব লাভ করিয়া মগদিগকে পরাভূত করেন। মগরাজ তাঁহার সহিত সখ্যতা স্থাপন করিলেন। সুতরাং এই যুদ্ধেও মগ-চাকমায় মিলিত হইল। এই যুদ্ধ তৈনমুড়ি গাঙের যুদ্ধ বলিয়া বিখ্যাত হয়। তিনি এখানে পাথরী কীল্লা করিয়া যুদ্ধ করিয়াছিলেন। তাঁহার একজন দুর্দ্ধৈ সেনাপতি ছিল। যণে উন্নত হইতেন বলিয়া তাঁহাকে দ্বিতীয় যণপাগলা আখ্যা দিয়াছিলেন। এই সেনাপতি ও পূর্ববর্তী যণ পাগলার বংশধর বটে। এই যুদ্ধের পর মন্ত্রী পৈন সুরেশ্বরী নবাব হইতে প্রকৃত রাজা খেতাব লাভ করেন। এই যুদ্ধে আরকান রাজের সেনাপতি ছিলেন ছেন্দইজা।

চৌন মুড়ি গাঙ একটি বড় কুম ছিল। সেই কুমের বাঁক চমার করিয়া বিয়াট চরের মধ্যে এই যুদ্ধ সংঘটিত হয়। তৎক্ষণ একটি কথা রহিয়া গিয়াছে।—“মোহরের মাথায় বের দিলাক্ মগ-চাক্‌মায় মিল হলাক্। রাজা ছৈন সুরেশ্বরী দীর্ঘকাল রাজত্ব করেন। তাঁহার নামানুসারে তৈনচুরী নাম হইয়াছে। তাঁহার রাজত্বের সময় চট্টগ্রামের আধিপত্য লইয়া ত্রিপুরা মহারাজের সহিত মোগলকের এবং আরকানাধিপতির এই ত্রিশক্তির মধ্যে শক্তির পরীক্ষা হইতেছিল। চট্টগ্রাম এই ত্রিশক্তির মধ্যে পুনঃ পুনঃ হাত বদল হইতেছিল। রাজা ছৈন সুরেশ্বরী কোন পক্ষ অবলম্বন না করিয়া নিরপেক্ষ থাকেন। রাজা তৈন বা ছৈন সুরেশ্বরী তাঁহার একমাত্র পুত্র জয় (মগেরা বলে চ-দুই) কে রাজ্যভার অর্পণ করিয়া অমর ধামে প্রস্থান করেন। এই অবধি খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দী পর্যন্ত চাকমা রাজের সহিত আরকানীদের আর কোন গোলযোগের সংবাদ নাই। ষোড়শ শতাব্দীর প্রারম্ভে চট্টগ্রামের আধিপত্য লইয়া উক্ত ত্রিশক্তির মধ্যে তুমুল বিপ্লব উপস্থিত হইয়াছিল। সে যাহা হউক, এই বিপ্লব কাহিনী পরে বর্ণিত হইবে। এখন চাকমা রাজা জয়ের সম্বন্ধে বলা যাউক। ১৪৩০ শকাব্দে (১৫১৭-১৮ খৃঃ) পর্তুগীজ ভ্রমণকারী জন, ডি, সেলবেরা আরকানাধীশ্বরের দ্বারা আহৃত হইয়া চট্টগ্রাম পরিদর্শন করেন। তৎকালে চট্টগ্রাম আরকানপতির হস্তে ছিল।

চৌন মুড়ি গাঙে পাথরী কীল্লার এখনও নাম আছে।

মগরাজ কিছুদিন বিজিত রাজ্য চট্টগ্রামে অবস্থান করিয়া (রাজমালা ১৫১৭ পৃঃ) ৮৭২ মঘীর ৫ই পৌষ (খৃষ্টাব্দ ১৫১৭) জিহিয়া জা নামধেয় হস্তীতে আরোহণ করিয়া ঢাকায় গমন করেন। অন্তরিক্তে মগ রাজপুত্র ইরে মং সন্ধীপ, জাতিয়া প্রভৃতি স্থান দখল করিয়া মৈত্র সাগস্তুর সহিত নোয়াখালীর অন্তর্গত লক্ষ্মীমপুরে চলিয়া যান। ১৫ই মাঘ, ১৫১৮ খৃষ্টাব্দে চাকমা রাজ ভু (চুই) বশ্যতা স্বীকার পূর্বক আরকান রাজ সমীপে তৎপ্রতিনিধি চট্টগ্রামের শাসনকর্তা ধাবাংগ্রীর মাংফং দুইটি শ্বেত হস্তী উপঢৌকন প্রদান করেন। এই সময় ধাবাংগ্রীর কোন কার্যে আরকানপতি ছেন্দুজাংক চট্টগ্রামে পাঠাইয়া দিলেন। ছেন্দুইজা চট্টগ্রামে উপস্থিত হইয়া দেখিতে পান যে, চাকমা রাজ প্রদত্ত শ্বেত হস্তীদ্বয় প্রকৃতপক্ষে শ্বেত হস্তী নহে। চুন মাখাইয়া শ্বেত করা হইয়াছে। চাকমা রাজার ঈদৃশ প্রতারণায় ছেন্দুইজা ক্রোধান্বিত হইয়া উপহারাদি সহ চাকমা রাজার মন্ত্রী চতুষ্টয়কে আবদ্ধ করিয়া রাখিলেন। মহারাজ এই সংবাদ শ্রবণ করিয়া উপহারাদি ও উক্ত দুইটি হস্তীসহ মন্ত্রী চতুষ্টয়কে তাঁহার নিকট লইয়া ষাইবার নিমিত্ত ছেন্দুইজাকে আদেশ পাঠাইলেন। ছেন্দুইজা ভয়ে বন্দীদিগকে মুক্তি প্রদান পূর্বক ঢাকায় রাজার নিকট উপস্থিত করাইলেন। মন্ত্রী চতুষ্টয় বুঝাইয়া বলিলেন যে, আরকানাদীশ্বর শ্বেত হস্তীতে ভিন্ন বিচরণ করেন না। সুতরাং শ্বেতহস্তীর অভাবে সম্মান হেতু এরূপ করিয়া বশ্যতা স্বীকার করা হইতেছে।

ইহা রাজ প্রতিনিধি চট্টগ্রামের শাসনকর্তাকেও বুঝান হইয়াছে। আরকান রাজ তাঁহাদের কথা শ্রবণ করিয়া সন্তুষ্ট হইলেন এবং উপহারাদি গ্রহণ করিলেন। রাজা ছেন্দুইজাকে অত্যধিক ভৎসনা করেন। সে রাজবংশ সন্তুষ্ট হইয়াও ধাবা-গ্রীর কাজে সমর্থন করেন নাই। সুতরাং সে রাজনীতিতে তখনও অনিহিত্ত রহিয়াছে বলিয়া চট্টগ্রামের মহা পঞ্জাগোর নিকট তাহাকে পাঠাইয়া দিলেন। ইহার কিছুদিন পরে আরকান অশীশ্বর স্বদেশে প্রত্যাবর্তন কালে চট্টগ্রামে উপস্থিত হইলে ৮৮১ মঙ্গাব্দের ১৩ ই মাঘ ১৫২০ খৃষ্টাব্দে চাকমা রাজ জন্নু তদীয় কন্যা সাজেশ্বরীকে (মাগেরা বটল সাজাইয়ু) আরকান রাজের সহিত বিবাহ দেন। আরকান রাজ চাকমা রাজ জন্নুকে বহু ক্ষমতা প্রদান পৃথক বহু মূল্য পাষকও (খেলাত) প্রদান করেন এবং (কোংলাপ্র) সদাশয় উপাধিত ভূষিত করেন। দেঙ্গাওয়াদি আরেদ ফং ৫৪-৫৯ পৃঃ ১৫২০ খৃষ্টাব্দে চাকমা রাজার রাজ্যসীমাও স্থির হইয়া যায়। পূর্বে ম্রাত্রে নদী বর্তমান নাক নদী, পশ্চিমে সীতাকুণ্ড পাহাড়; দক্ষিণে সমুদ্র, উত্তরে চাইচাল পর্বতশ্রেণী। চাকমা রাজ জন্নুর দুইটি কন্যা সম্ভান ভিন্ন পুত্র সম্ভান ছিল না। জ্যেষ্ঠ কন্যা রাজেশ্বরীর সহিত দ্বিতীয় রণপাগলার পুত্র বুড়া বড়ুয়ার বিবাহ হয়। তাঁহার অপর নাম ভুবুয়া। জামাতা ও সেনাপতি বুড়া বড়ুয়ার সহায়তায় ও আরকান রাজের অনুগ্রহ লাভ করিয়া রাজা জন্নু সান্তিশয় প্রতাপা-ধিত হইয়া উঠেন। রাজা জন্নুর পরলোক প্রাপ্তি ঘটিলে

দৌহিত্র স্ত্রে জামাতা বড়। বড়ুয়া রাজ্যভার গ্রহণ করেন। বড়। বড়ুয়া সিংহাসনারূঢ় হইয়া অল্পকাল রাজত্ব করার পর ইহলোক ত্যাগ করিলে তৎপুত্র শাস্তুয়া বড়ুয়া রাজগণী লাভ করেন। এই বড়ুয়া বংশ সম্বন্ধে পূর্বেই বলা হইয়াছে। পূর্ববর্তী আরকান রাজ চাকমা রাজা বাঙ্গালী সর্দার ৪৮০

বৌদ্ধ মিশন গ্রন্থমালা ২৬ রেঙ্গুনে বৌদ্ধ মিশন প্রেসে মুদ্রিত সন্ধর্ম রত্নাকর ২৪৮০ বুদ্ধাব্দ ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দ গ্রন্থের পরিশিষ্টে বড়ুয়া জাতি সম্বন্ধে ত্রীমুখ উমেশ চন্দ্র যৎসুন্দীর দ্বারা সংগৃহীত বড়ুয়া জাতি সম্বন্ধে যাহা বর্ণনা দিয়াছেন তাহা সংক্ষেপে এই :—

বুদ্ধ ধর্ম ভারতে পতনের যুগে একদল বুজি বা বজ্জি বংশ সম্ভূত লোক মগধ বিহার হইতে পলাইয়া আসাম হইয়া চট্টগ্রাম ও পরে আরকানে উপস্থিত হয়। পরে তাহারা আরকানি মগধের সহিত সংস্পর্শাতি করিয়া প্রায় মিশিয়া গিয়াছিল। বড়ুয়াদের পূর্বে মগ ভাষাও ছিল। যেমন বংশের নাম ও নাম মগের নাম হইয়াছিল। সেই বুজি বজ্জি জাতির সম্ভূত বলিয়া বড়ুয়া নাম হইয়া গিয়াছে বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। চাকমা জাতিতে যে বড়ুয়া গোত্র আছে তাহা বড়ুয়া জাতির এক অংশ। বড়ুয়ারা বলিয়া থাকে তাহারা রাজবংশি। বড়ুয়া গোত্রেরা বলিয়া থাকে তাহারা রাজ পাড়ালিয়া। কথাটা একই। তিনি আর একটি লিখিয়াছেন—

মগকে ছিলেন। তাঁহার দুই পুত্রের জন্য আরকান রাজের যে দুইটি কন্যা দিয়া সম্বন্ধ করিয়াছিলেন এবং দুই কন্যাকে আরকান রাজ কতেক খানসামা ও প্রজা যৌতুক দিয়ছিলেন সেই বংশজ প্রথম রণ-পাগলা এবং বুড়া বড়ুয়ার পিতা দ্বিতীয় রণ-পাগলা প্রথম রণ-পাগলার বংশধর বটে।

মগধ বিহার হইতে তাঁহারা আসিয়াছেন বলিয়া মগেরা তাহাদিগকে বড় আখ্যা দেওয়াতে বড় হইতে বড়ুয়া শব্দের ব্যুৎপত্তি হইয়াছে।

কিন্তু ইহা ঠিক বলিয়া মনে হয় না। কারণ আসামেও হিন্দু বড়ুয়া আছে। সেখানত মগ নাই। বুজি বা বর্জি হইতে বড়ুয়া শব্দের ব্যুৎপত্তি হইয়াছে—ইহাই ঠিক মনে হয়। বড়ুয়ার মধ্য মিমাগ্রী গোষ্ঠি— বড় কন্যার গোষ্ঠি।

ষষ্ঠ অধ্যায়

রাজা সান্তুয়া

সান্তুয়া বড়ুয়াকে পাগলা রাজা বলিয়া বলা হইয়া থাকে। কেহ কেহ সান্তুয়া বড়ুয়ার পুত্র পাগলা রাজাও বলিয়া থাকে। রাজা যদি সান্তুয়া বড়ুয়ার পুত্র হইয়া থাকে তাহার অবশ্য স্বতন্ত্র নাম থাকিবার কথা। কিন্তু ঐরূপ তাহার স্বতন্ত্র নাম পাওয়া যায় নাই বাবু সতীশ ঘোষের চাকমা জাতির ঐতিবৃত্তে ও মাধব চন্দ্র চাকমা কর্মির রাজনামায়ও সান্তুয়া বড়ুয়াইক পাগলা রাজা বলিয়াছেন। সুতরাং তাঁহাদের অনুসরণ করিয়া সান্তুয়া বড়ুয়াকে পাগলা রাজা বলিতে বাধ্য হইলাম ইনি বিদ্বান ও বুদ্ধিমান এবং প্রবল পরাক্রমশালী নরপতি ছিলেন। তাঁহার প্রবল প্রতাপে মগেরা দমিত ছিল। এতদ্ব্যতীত তিনি একবার চট্টগ্রাম সহরও লুণ্ঠন করিয়াছিলেন। এই নরপতি কোন এক সাধক ঋষি সম্পন্ন গুরু হইতে জ্ঞান লাভ করিয়া সমাধি করিতেন। চাকমা জাতির মুখে মুখে গেংখুলিগানে কিংবদন্তি আছে যে উক্ত রাজা প্রায় মধ্যে মধ্যে বস্ত্র অন্তরালে (গোপন ভাবে) লোক চক্ষুর অন্তরালে থাকিয়া নীচের নিশ্চল ভাবে অবস্থান করিতেন। ইহাতে রাণীর

বিদ্রোহ উৎপাদন হইলে রানী একদিন হঠাৎ পদা উঠাইয়া দেখেন রানী দেখিতে পান যে রাজা কলিজা বাহির করিয়া ধোত করিতেছেন। ঠোঁট দেখিয়া রানী চীৎকার করিয়া উঠেন। মৃতবাং ইণ্ডিতে রাজার উৎকট যোগতঙ্গ হইয়া কলিজা যথাস্থানে সন্নিবিশিত করিতে সক্ষম হইলেন না। তাহার কলে তাঁহার মস্তিষ্ক নিকৃতি ঘটে। মৃতবাং এমতাবস্থায় নানাশ্রকার ছলনা উদ্ভূত হইতে বিনা দোষে লোকজন হত্যা করিতে আরম্ভ করেন। এভাবে বহু লোক হত্যা করিলেন। দশবিজ্ঞাধাৎবে নামক এক অমাত্য তাহার নহটি ছোট কাটিয়া ফেলিলেন এবং উক্ত দশবিজ্ঞার ঢুলুনীতে শায়িত একটি মাত্র দুগ্ধপায়ী শিশু রহিল এবং একটি মেয়ে সন্তান বাঁচিয়া থাকে। এই অমাত্য বৃং গোজার ও রাণ্ডী গোজার আদি পুরুষ বহুট। বাহুল্য ভায়ে উচার বর্ণনা দেওয়া হইল না। রাজার ঐদশ মস্তিষ্ক বিকৃতিতে রানীর মনেও ভয় জন্মিল। এমতাবস্থায় রানী অপরাপর সর্দারগণের লভিত পরামর্শ করিয়া রাজাকে কাটিয়া ফেলিয়া পুতিয়া ফেলা হয়।

অতঃপর সাক্ষুয়া বড়ুয়া বা পাগলা রাজার রানী সিংহাসনে আরোহণ করতঃ রাজ্য শাসন করিতে থাকেন। তিনি কাটুয়া রানী নামে খ্যাত হন। কয়েক বৎসর রাজত্ব করার পর বার্কক্যাবস্থায় উপনীত হইলে অচল অবস্থায় রাজ্য

প্রবাদ আছে মুণি ঋষি ধান গরে পাগলা রাজা চিং কল্‌জা খুয়েই নাই সিংহান গরে।

শাসনের ক্ষমতা হ্রাস পায়। ইহাতে আর একজন রাজগদীতে আবশ্যক হইয়া পড়ে। এমতাবস্থায় একটি প্রভা সম্মিলনী হইল। এই সম্মিলনীতে চারি অমাত্য হইতে একজনকে রাজ্যাসনে বসাইতে প্রস্তাব স্থির হয়। কিন্তু চারি অমাত্যের মধ্যে কাহাকে ত্যাগ করিয়া কাহাকে রাজ্যাসনে বসানো যাউতে পারে ইহা এক সমস্যা হইয়া দাঁড়াইল। কারণ সবাইত সমান। আলে চনায় সর্ব সম্মতিক্রমে একটা সিদ্ধান্ত উপনীত হইল। সাব্যস্ত হইল, একটি ধর্ম অভিষেক দরবার বসান হইবে। চারি অমাত্য যথা—পুখা, কুখা, ধামানা ও পীড়া ভাঙ্গা। এতদ্ব্যতীত নেন্দাবকেও লওয়া হইল। কারণ, একজন রাজগদীতে বাসলে যেন চারি অমাত্য ঠিক থাকে। এই পাঁচজনকে নির্বাচন করিয়া তাহাদিগকে জানাইয়া দেওয়া হইল যে দরবার সারা রাত্রি বসিবে। প্রজাগণ জাগ্রত থাকিয়া সারারাত্রি দরবার রাখিবে। রাত্রি শেষে প্রভাত হইতে হইতে যে অগ্রে আসিয়া সিংহাসনে বসিবেত সমর্থ হইবে তাহাকে রাজ্য করা হইবে। এই পাঁচজনকে জানাইয়া দিল এবং ঘোষণা করা হইল। সুতরাং দরবার একখানা সিংহাসন বসাইয়া অপরদের জন্য চারিখানা পিঁড়ী রাখিয়া দেওয়া হইল। সুতরাং প্রস্তাব অনুযায়ী উক্তরূপ ধর্ম অভিষেক দরবার তাহার আগল নাম আর একটি ছিল। পীড়া ভাঙ্গা নামটি পরে হইয়াছে। আগল নাম জানা না থাকায় উক্ত নামটি ব্যবহার করা গেল।

বসান হইল। সর্ব্বাঙ্গে ধূর্য্য রাত্রিশেষে মাথার পাগড়ী বাঁধিয়া দরবারে ভবনে উপস্থিত হইয়া দেখেন যে সিংহাসন খালি—সমস্ত আসনই খালি আছে। তাহার অঙ্গে কেহই উপস্থিত হন নাই। সুতরাং তিনি রাজ্যাসনে বাসিয়া পড়েন। তাহার পর রাত্রিশেষে ভোরের আভাষ পাইয়া পিঁড়াভাগাও দরবারে আসিয়া উপস্থিত হন। তিনি তাহার অঙ্গে কে আসিয়া সিংহাসনে বাসিয়া পড়িয়াছেন চিনিতে পারিতছিলেন না। সুতরাং ধূর্য্য মন্ত্রীকে তাকাইয়া পিঁড়িতে বাঁধবার সময় পিঁড়ির ঠিক স্থানে না বাসিয়া পিঁড়ির কাঁচাতে বসার দরুণ চিং হইয়া পড়িয়া যান। তাহার প্রকাণ্ড শরীর ছিল। এই সব প্রকার লক্ষ্য করিতেছিল। তাহার পরে ধামানা গিয়া উপস্থিত হন। এইরূপে পরপর করিয়া সবাই দরবারে উপস্থিত হয়। এবং রাত্রিও প্রভাত হয়। ধূর্য্যর মাথার পাগড়ীখানা চিত্রিত অবস্থায় দেখা যাইতেছিল। পরিষ্কার প্রভাত হইলে সকলকে দেখিল, ধূর্য্যর মাথার পাগড়ীখানা জ্বীলোকর বুক বাধনী কাপড় খাদ কাপড়। বলা বাহুল্য তদকালে দেয়াললাই ও কেরোচিন তৈল আবিষ্কার হয় নাই। পরিভ্রমের বিষয়, ধূর্য্য নিদ্রা হইতে চেতন প্রাপ্ত হইলে উদ্ভিগ্ন ও ব্যস্ত সমস্ততার দরুণ অন্ধকারে হাতড়াইয়া তাহার জ্বর বুক বাধনী কাপড়খানা তাড়াতাড়ি ভাঙব মাথার বান্ধিয়া গিয়াছিল। সুতরাং দরবারে সমালোচনা হয় যে ধূর্য্যর যাত্রা খারাপ হইয়াছে। ধূর্য্য সর্ব্বাঙ্গে উপস্থিত হইয়া

রাজ্যাসনে বসিতে সক্ষম হইলেও সে স্ত্রীলোকের কাপড় মাথায়
 তোলাতে দোষবশী হইয়াছে। আর পিড়া ভাজারও যাত্রা ভাল
 হয় নাই। সে পিঁড়ীতে বসিবামাত্র চিং হইয়া পড়িয়া গিয়াছে।
 সুতরাং উভয়কেই রাজ্য করা যায় না। তাহাদের দুইজনের মধ্যে
 যে কেহকে রাজ্য করিলে দেশের মঙ্গল হইবে না। পিড়াভাজার
 আসল নাম অম্ভাত। সুতরাং সর্বসম্মতিক্রমে ধামানাকই
 রাজ্য মনোনীত করা হইল। ধূর্য্যাকে প্রধান মন্ত্রীর আসন
 দেওয়া হয়। এবং অপর তিন জনকেও পাত্রে আসনে
 রাখা হইল। পাগলা রাজার ঔরষে কাটুয়া বানীর গর্ভে
 একটি মেয়ে সন্তান ভিন্ন দ্বিতীয় সন্তান ছিল না। এই
 রাজকন্যার নাম অম্ভলী। এই রাজকন্যার সহিত অপর
 অমাত্য মুলীমা খেজার বিবাহ হয়। এই মুলীমা খেজার
 ঔরষে রাজকন্যার গর্ভে ধামান ও পিঁড়াভাজা। এই মুলীমা
 খেজা হইতে মুলীমা খেজার উৎপত্তি হয়। মতান্তরে
 রাজকন্যা অম্ভলীর দুই স্বামী হয়। প্রথম স্বামীর ঔরষে
 ধূর্য্য ও কুর্য়্যার জন্ম হইয়াছিল। তাহার এই প্রথম স্বামী
 কোন এক যুদ্ধে মারা যায়। পুত্রম স্বামীর মৃত্যু হইলে তদ্পর
 মুলীমা খেজাকে দ্বিতীয় স্বামী বরণ করে। মতান্তরে ধূর্য্য
 ও কুর্য়্য মন্ত্রী ছিলেন কেহ কেহ আবার বলিয়া থাকেন
 চারিজনই রাজার মন্ত্রী ছিলেন। কোনটা সত্য বলা কঠিন।
 পুত্রমটাই সত্য বলিয়া মনে হয়। সে যাহা হউক এই
 চারিজন হইতে চারি পুত্রান গোষ্ঠীর উদ্ভব হইয়াছে।

এই ঘটনা হইতে তাহার পিঁড়া ভাজা নাম হয়।

যথা :—

তৈন সুরেশ্বরী হইতে তৈন ছুরী— তন্ন্য গোজা। এই
বংশে কুর্খার জন্ম। সূতরাং তাহার বংশ— কুর্খা গোষ্ঠী।
ধূর্য। বাক্খালিতে ছিলেন বলিয়া— বগা গোজা।
মুছরী নদীর তীরে মুলীমা খাজা— মুলীমা গোজা।

উক্ত গোজার ধামানা হইতে— ধামানা গোষ্ঠী।

লান্মা স্থানে পিড়া ভাঙ্গা ছিলেন বলিয়া— লান্মা গোজা।
এতদ্ব্যতীত পিড়া ভাঙ্গার পুত্র গুজা ধাবেং ও লান্মা ধাবেং
গুজা ধাবেঙের কন্যা নুতন পদি। এই গুজা ধাবেঙের বংশ
ও বেজা ধাবেং বংশ ধাবেঙ্গ গোজা। কুড়া খাঙুট্টা ছড়ায়
মেন্দাব ছিলেন বলিয়া তাঁহার অধঃস্থ লোকদিগকে—কুড়াখুট্টা
বল। ফাস্তাখালীতে সর্দার ফাক্সা ছিলেন বলিয়া—
ফাক্সা গোজা। পাগলা বড়ুয়া বা রণপাগলা সেনাপতি ও
বুড়া বড়ুয়া পরে রাজা সান্তুয়া বড়ুয়া, পাগলা রাজা হইতে
বড়ুয়া গোজার উৎপত্তি হয়।

তৈন সুরেশ্বরী হইতে তৈন ডুবী তন্থা গোজার উৎপত্তি

অতঃপর ধামানা রাজা হইয়া ধূর্য্য প্রধান মন্ত্রী পিড়া
ভাঙ্গা কুর্খা অপার সকলকে যথোপযুক্ত পদবী দিয়া সম্মানিত

চন্দন খাঁ ও বতন খাঁকে পাগলা রাজার পুত্র, কাটুয়া রানীরও
পুত্র বলিয়া রাজানমায়ও অস্ত্র দেহিতে পাই। ইহা ভুল।
তাঁহার রণু খাঁর পুত্র। কোথায় রণু খাঁ আর কোথায় পাগলা
রাজা রণু খাঁ রাজা ভূনের প্রপিতামহের পিতা ও তৎ পিতা

করিয়াছিলেন, রাজা ধামানা খ্যাতি সম্পন্ন রাজা ছিলেন।
 সর্ব জাতি ধমান চাক চাহিয়া সমভাবে প্রজাপালন করিয়া
 তিনি খ্যাত হইয়াছিলেন। রাজা ধামানার পুত্র ধরম্য
 ধমানার পর রাজপাটে বসেন। প্রবাদ আছে রাজা ধামানার
 পরলোক প্রাপ্তির পূর্বে কোন এক বাদশাহ্ পুত্র তাঁহার
 কনিষ্ঠ সহোদরের সাথে যুদ্ধে পরাজিত হইয় কনিষ্ঠ সহোদর
 তাঁহার পশ্চাদ্ধাবন করিতে জ্যেষ্ঠ ভাই অত্মরক্ষার জন্য সদল
 বলে পলাইয়া আরাকানের দিকে আসিয়া রাজা ধামানার
 আশ্রয়ে আশ্রয়গোপন করিয়া অবস্থান করিতে থাকে। তিনি
 এই চাকমা রাজা ধামানার লিখিত সখাতা স্থাপন পূর্বক
 অনন্তর তদীয় কন্যা তাঁহার পুত্র ধরম্যার লিখিত বিবাহ দেন।
 ধরম্যার ঔরসে সুজাউদ্দৌল্লাহ কন্যার গর্ভে মংগল্যা জন্ম-
 গ্রহণ করেন। যোগলার কন্যার গর্ভে জন্ম হইয়াছিল বলিয়া
 স্বামী-স্ত্রীর উভয়ের সম্মতিক্রমে মংগল্যা নাম রাখা হইয়াছিল।
 মতান্তরে এই বৈবাহিক সম্বন্ধের পরে চাকমা রাজা ধামানা
 ও তদপুত্র কুমার ধরম্যার অজ্ঞাতভাবে চাকমা সর্দারগণ
 গভীর রাত্রিতে বাদশাহ্ পুত্র সুজাউদ্দৌল্লাহ শিবিরাদি অত-
 তিতে আক্রমণ পূর্বক পুরুষগণকে হত্যা করে এবং তাঁহার
 সাজপাঙ্গদের স্ত্রীলোকদিগকে যথাযোগ্যানুসারে বিবাহ করে।
 ইহা চাকমাদের মুখে মুখে ছিল। বর্তমানে পূর্ব কথাগুলি
 বিস্মরণ হইতেছে। তাই উক্ত ঘটনা কতদূর সত্য মিথ্যা
 বলা যায় না। তবে চাকমা জাতিগত কথা রহিয়া গিয়াছে যে,

চাকমা রমণীরা মুসলমান মেয়ের বংশধর উক্ত ষাদশাহ্ পুত্রের কন্যার বিবাহকালীন সময়ে চাকমা রাজ ও রাজপুত্র অঙ্গী-কাগাবদ্ধ ছিলেন যে, তাঁহাদের ধর্মামুসারে মোগল মেয়রগণের ধর্ম রক্ষা করিয়া দিবেন। তদ্বধি চাকমা জীলোক পরলোক গমন করিলে পূর্ব দাফক্রিয়া করিত না। কবর দেওয়া হইত। কবর জীলোকদিগকে পশ্চিম দিকক মাথা, পূর্বদিক পা রাখিয়া কবর দেওয়া হইত। পরবর্তীকালে জীলোকদিগকেও দাহ করা আরম্ভ হইয়াছে। ওপাশি দাহ করিয়া শ্মশান চাকমারা যে চিগান টেঙেরা বলিয়া যুত ব্যক্তির একরকম ঘর প্রস্তুত করিয়া থাকে উহার দরজা মেয়েদের পশ্চিম দ্বারী করিয়া দেওয়া হয় অর্থাৎ মক্কা মদিনা যাহাও পিছন দিক্ না হইয়া সম্মুখ দিকক হয় যেন নামাজের অনুকরণে করিয়া দেওয়া হয়। পুরুষ ব্যক্তি পরলোক গমন করিলে পূর্বদিকে সম্মুখ করিয়া দেওয়া হয়। তাহার কারণ চাকমা জাতি পূর্বকালে লুপ্ত বংশী বলিয়া সূর্য্যোদয়কালে যাহাও লুপ্ত্যক আরাধনা করিতে পাঠ্য তাহাই করা হয়। এখনও উক্ত নিয়ম প্রচলিত আছে। তবে বর্তমানে কিছুটা পরিবর্তন হইয়া গিয়াছে। এতদ্ব্যতীত মেয়রদের নাম বি যেমন ঘাঙাবি, কলাবি, পধ্যা বি, মাচ্ছা বি. ধলা বি ইত্যাদি সেই হইতে বিবি নাম হইতে বি হইয়াছে। মুসলমান মেয়রদের অলংকার ও সেই হইতে গ্রহণ করা হইয়াছে। ইহার পর হইতে নামের পরে ষাঁ রাখা হইয়াছে। রাজা ধরম্যার পর তৎপুত্র মংগল্য রাজসিংহাসন

অলংকৃত করেন। রাজা মংগল্যার দুইটি পুত্র যথা জুবল খাঁ ও জল্লাল খাঁ। • মংগল্যার পর তৎপুত্র জ্যেষ্ঠ পুত্র জুবল খাঁ রাজ্যভার গ্রহণ করেন। তিনি কঠোরক বংশের রাজশাসন করিয়া পরজালাক গত হইলে তদ্ কনিষ্ঠ সন্তানদর জল্লাল খাঁ রাজসিংহাসনে বসেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র ফতে খাঁ পিতাকে রাজকাষ্য অর্থাধিক সহায়তা করেন বলিতে গেল তিনিই স্বর্বিষয়ে রাজকাষ্য পরিচালনা করিয়াছেন। তাঁহার পিতা বাদ্যকো উপনীত হওয়াতে ফতে খাঁর উপরই রাজকাষ্য নির্ভর করিত। উপযাপরি ঘন সন্নিবিষ্ট হওয়াতে বেধ হয়

বাবু মাধব চাকমা কস্মির রাজনামার জল্লাল খাঁকে অন্য নামে কতে খাঁ এবং বোধ হয় খাঁ দিগত অনিচ্ছার তাহাদের নামে চাঁদ দিতেও চাহিয়াছেন। এবং বাবু সতীশ ঘোষও জল্লাল খাঁ ও ফতে খাঁ ঘন সন্নিবিষ্ট বিধার দুই ব্যক্তি বলিয়া সাহস করিতে পারেন নাই। কারণ রাজবাড়ার এক মুদ্রায় ফতে খাঁর নাম এবং জল্লাল খাঁর মোহরও পাইয়াছিলেন। ইহাতে দ্বিধার মধ্যে পড়িয়া গিয়াছেন। আমার পিতার বিয়োগে জল্লাল খাঁর পুত্র ফতে খাঁ পাইরাছি। তিনি পিতার প্রতিনিধি হিসাবে স্বাবের নিকট ও নবাবের নিযুক্ত কর্মচারী শাসনকর্তাদের সহিত ঘনিষ্ঠতা স্থাপন করিয়াছেন। তদ্ পিতা জল্লাল খাঁ অল্পদিন রাজত্ব করার পর তৎপুত্র ফতে খাঁ রাজ্যভার গ্রহণ করেন। পিতা পুত্রে ঘন সন্নিবিষ্ট হওয়াতে জটিলতা ও ধাঁধায় পড়িয়া গিয়াছেন।

বাবু সতীশ চন্দ্র ঘোষ ও বাবু মাধব চাকমা কন্মি জটিল ও ধাঁধায় পড়িয়াছেন। রাজবাড়ীর এক মুদ্রায় ১৭১৪—১৭১৫ সনে (১১৩৩ হিজরী) ফতে খাঁ নামক জৈনক চাকমা রাজার শাসন বাধ্য হইয়া স্বীকার করিতে হইতেছে। আবার পক্ষান্তরে প্রাগুক্ত রেভেনিউ বোর্ডের পত্রে একাংশ ১০৭৭ মঘী ১৭১৫ খৃষ্টাব্দে রাজা আবুল খাঁ অর্থাৎ জালাল খাঁ, আবার কাষ্টপুন লুইন লিখিয়াছেন (জামোল খাঁ) কিছু কার্পাস কর দিবার বন্দোবস্ত ফরকসহ (ফরকসিয়ার) এবং মহম্মদ শাহ হইতে জুমিয়া দিগের লহিত নিম্ন প্রদেশের বাণিজ্য চালাইবার অনুমতি লাভ করিয়াছিলেন। কাষ্টপুন লুইন লিখিয়াছেন—জামোল খাঁ প্রায় ১৭১৫ খৃষ্টাব্দে মোগল উজির হুমক শাহকে প্রথম কার্পাস কর দেন। সুতরাং একই সনে বা এক বৎসর পূর্বে দুইজনকেই নাম উল্লেখ থাকার জটিল ও ধাঁধায় পড়িবার কারণ হইয়াছে। রাজা জালাল খাঁ ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দে উহা সম্পাদন করিয়া সেই সনেই পরলোক গমন করিতে পারেন এবং একই সনে ফতে খাঁ রাজগদীতে বসিতে পারেন। সে যাহা হউক রাজা ফতে খাঁ যুবরাজ থাকার সময় হইতে স্বজাতীয়গণকে যুদ্ধ বিদ্যা শিক্ষা দিয়া শিক্ষিত করিচ্চা তুলেন এমনতাবস্থায় তিনি পিতার মৃত্যুর পর রাজগদীতে বসিয়া প্রতাপান্বিত হইয়া উঠেন। চাকমা রাজার এতাদৃশ প্রতাপ অবগত করিয়া মুসলমান নবাব জৈনক সেনাপতিকে বিস্তর সৈন্য ও কামান বন্দুকসহ অগ্রশস্ত্র দিয়া রাজা ফতে

খাঁর বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন। রাজা ফতে খাঁ বনপথে অতর্কিতে আক্রমণ করিয়া ঘোরতর যুদ্ধে মোগল সৈন্যদ্বিগকে পরাজিত করেন। এই যুদ্ধে মোগল সৈন্য বহু অস্ত্রশস্ত্র কামান বন্দুক ফেলিয়া পলায়ন করিতে বাধ্য হয়। তাঁহার একটি জিত কামানের নাম রাজা ফতে খাঁর নামানুসারে নাম রাখা হয়। অপরটির নাম কালু খাঁ সেনাপতির নামে দেওয়া হয়। উহা কর্ণফুলী জলে কোন কারণে পতিত হইয়া ডুবিয়া গিয়াছে বলিয়া প্রবাদ আছে। রাজা ফতে খাঁর যুদ্ধের অলঙ্কার প্রমাণ আছে। এক মুদ্রায় অঙ্কিত হইয়াছে, ১৭১৪—১৫ সনে (১১৫৩-হি) ফতে খাঁ নামক অনৈক চাকমা রাজার শাসন বাধা হইয়া স্বীকার করিতে হইতেছে। হোয়াংগাং কিয়দূর উপরে কর্ণফুলীর তীর ভূমিতে একটি জায়গা অদ্যাপি ফতে খাঁর চর নামে প্রসিদ্ধ। সম্ভবতঃ এক সময়ে এই চরে চাকমা মোগলে সংঘর্ষ হইয়াছিল। সুতরাং ফতে খাঁর এই যুদ্ধ ১৭১৪ খৃষ্টাব্দে সংঘটিত হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়। রাজা ফতে খাঁর প্রকৃত শ সন ১৯১৪ | ১৫ সন হইতে আরম্ভ হইয়াছে বলিয়া ধরা যাইতে পারে। রাজা ফতে খাঁর তপুত্র (১) সেজ্জ'ন খাঁ, (২) সে মুস্ত খাঁ, (৩) ওর মুস্ত খাঁ। • রাজা ফতে খাঁর পরলোক গমনের পর জ্যেষ্ঠপুত্র সেজ্জ'ন খাঁ রাজত্ব ভার গ্রহণ করিয়া কয়েক বৎসর রাজত্ব করার পর অল্পকাল মধ্যে পরলোক প্রাপ্ত হন। অতঃপর তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা সের মুস্ত খাঁ • রাজগদীতে আরোহণ করেন।

তিনি পিতৃকৃত বন্দোবস্ত নূতন করিয়া চাইলেন। ১০৭৭ মঘী ১৭১৫ খৃঃ জলাল খাঁ ফরোগ সিয়ারে উত্তর ছমক সাহের নিকট প্রথম কার্পাস কর দেন। অতঃপর সের মুস্ত খাঁ ১৭৩৭ খৃষ্টাব্দে পুনরায় জুম জঙ্গর বন্দোবস্ত নূতন করিয়া লইয়াছিলেন। তিনি সমস্ত পার্বত্য চট্টগ্রাম শাপনের ক্ষমতা লাভ করেন। রাজা সের মুস্ত খাঁর পুত্র সম্ভান না থাকাতে তদীয় ভ্রাতা ওর মুস্ত খাঁর পুত্র শুকদেবকে গোষা শুকদেব পুত্ররূপে গ্রহণ করেন। তাহার নৃত্য হইলে সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি বাদশাহ হইতে ঘাটের ও কার্পাসের নূতন ভাবে বন্দোবস্ত করিয়া লন শুকদেবের পিতা ওর মুস্ত খাঁ ও শুকদেবের পুত্র সেরদৌলত খাঁ উক্ত কার্যে সাগায়া দিয়াছিলেন। এই বুদ্ধিমান নরপতিকে 'রাও' উপাধিতে ভূষিত করা চাইরাছিল। তিনি শুকদেব তরপ নামে শিলক উপরদায় উপত্যকার একটি তরপ বন্দোবস্ত দ্বারা প্রাপ্ত হন। তিনি পূর্ব রাজধানী পরিত্যাগ করিয়া শিলক

* মাধব চন্দ্র চাকমা কন্মির রাজনামায় সের্জন খাঁর নাম নাই। আর একজন খের মুস্ত খাঁ লিখিয়াছেন। বোধ হয় এই সের্জন খাঁওক খের মুস্ত খাঁ লিখিত পাবেন। আবার বাবু সতীশ চন্দ্র ঘোষ ও মাধব চন্দ্র চাকমা তাহাদিগকে জালাল খাঁর পুত্র বলিয়া লিখিয়াছেন। তাহার কারণ রাজা জলাল খাঁ ও ফকত খাঁ উভয়কে একব্যক্তি ধরিয়া একরূপ লিখিয়াছেন। আমি পিতার বিভাগ মতে লিখিলাম। পিতার বিভাগে খের মুস্ত খাঁ নাই।

উপনদীর তীরে একটি মনোরম প্রাসাদ নির্মাণ পূর্বক শুক-বিলাস নাম দিয়া নূতন রাজধানী স্থাপন করেন। শুক-বিলাসের অদ্যপি তথাবশিষ্ট অট্টালিকা দীর্ঘি পরিখা বর্তমান। তিনি হিন্দুধর্মের পক্ষপাতি ছিলেন। ত্রিপুরা মহারাজের নিকট ব্রাহ্মণ দূত পাঠাইয়া কালী পূজার ব্যবস্থা আনয়ন করিয়াছিলেন এবং কর্ণফুলী নদীর অপর পাড়ে ত্রিপুরা সুন্দরী নামে একটি কালী মূর্তি প্রতিষ্ঠা করতঃ তাঁহার পূজার বন্দেবেস্ত করেন। ত্রিপুরা মহারাজ পরস্পর বন্ধুত্বের নিদর্শন স্বরূপ কয়েক ঘর ত্রিপুরা প্রজা উপহার প্রদান করেন। আর গোমতী নদীর অঞ্চলস্থ গাধাগাধি মইনে পাড়াড়ের পাষণ গাড়ে উভয় রাজার প্রতিমূর্তি অঙ্কিত হইয়াছে বলিয়া জনগণে একাংশ আছে। রাজা শুকদেব ১১১০ মঘীতে ১৭৬২ কি ৬২ খৃষ্টাব্দে পূর্ব রাজধানী মাতামুহনী ত্যাগ করিয়া শিলকে রাজধানী পরিবর্তন করিয়াছেন বলিয়া অনুমান করা হয়। তিনি ১৭ বৎসর কাল রাজত্ব করিয়া ১৭৭৬ খঃ অব্দে পরলোক গমন করিয়া থাকিবেন। তাঁহার জীবদ্দশায় মোগলর দহিত সন্ধি অমুল্যারে চট্টগ্রাম ১৭৬০ সালে ইংরেজদের দখলে যায়। ১৭৬৬ সালে পার্শ্বত্যা চট্টগ্রামেও ইংরেজ হস্তক্ষেপ করেন। রাজা শুকদেবের মৃত্যু হইলে তদীয় পুত্র

* এই রাজা সের মুস্ত খাঁর সম্বন্ধে এইরূপ প্রবাদ বাক্য প্রচলিত আছে। আদি রাজা সের মুস্ত খাঁ রোয়াং ছিল বাড়ী, তার পুত্র শুকদেব বাঁধে জমিদারী।

সের দৌলত খাঁ রাজাভার প্রাপ্ত হন। রাজা সের দৌলত খাঁর ৩৭ খাঁ নামক এক বিচক্ষণ মন্ত্রী ও সেনাপতি ছিলেন। তাঁর পরামর্শে তিনি ইংরেজের বশতা স্বীকার না করিয়া যুদ্ধ করার জন্ত স্থির করেন। তাঁহার বিরুদ্ধে ইংরেজগণ দুইবার অভিযান প্রেরণ করেন। কিন্তু তিনি দুইবারই ইংরেজ সৈন্যদিগকে পরাজিত করেন। ১৭৭৬ খৃষ্টাব্দেই রাজা সের দৌলত সিংহাসনে আরোহণ করেন। ১৭৭৭ খৃষ্টাব্দে মিঃ লেনের নেতৃত্বে প্রথম আক্রমণ ও ১৭৮০ খৃষ্টাব্দে ১১৪২ মদী টরমারের নেতৃত্বে দ্বিতীয় আক্রমণ সংঘটিত হয়। শিলকের নিকটে কীল্লামুড়া বলিয়া এখনও নাম আছে। কাপ্তেন লুইনও এই বিজ্রোহ স্বীকার করিয়াছেন। অসং বোর্ডও ইহা রেকর্ড করিয়াছেন বলিয়া লুইন স্বীকার করিয়াছেন।

সপ্তম অধ্যায়

সেনাপতি রণু খাঁ রাজা ভুবনের অপিতামহ বটে। নজরটীলার রণু খাঁর খেদার ভগ্নাবশেষ এখনও আছে বলিয়া বলা হইয়া থাকে। সেনাপতি রণু খাঁ ব্যবহৃত রেশমী কাপড়ের একটি জীর্ণ পটুলন ৪ ফুট ২৩ ইঞ্চি উচ্চ এবং বেঠেনী ৫ ফুট ৫ ইঞ্চি পাওয়া গিয়াছিল। রাজা সের দৌলত খাঁ এক প্রকার স্বাধীন ভাবে রাজত্ব করার পর ১৭৮২ খৃষ্টাব্দে স্বর্গলাভ করেন। তৎপুত্র জানবক্স খাঁ ১৭৮২ খৃষ্টাব্দে রাজগদী লাভ করেন। তাঁহার সময়ে ইংরেজেরা পুনরায় স্থলপথে অভিযান না করিয়া রামমণি দোভাষী নামক রিয়াং সর্দারকে অর্থে বশীভূত করিয়া স্থলপথে অভিযান করেন। রাজা জানবক্স খাঁ উপায়ান্তর না দেখিয়া ১৭৮৫ খৃষ্টাব্দে ইংরেজের বশ্যতা স্বীকার করিতে বাধ্য হন। উক্ত রিয়াং সর্দারের পুত্র জয়মণি দোভাষী। ১৭৭২ খৃষ্টাব্দ হইতে কার্পাস মহাল খাজানার দফা বিশেষ ছিল। রণু খাঁর সহিত বার্ষিক ৫০১/ মণ কার্পাসের চুক্তি ছিল। সেই সময়ে চট্টগ্রামের শাসনকর্তা (১৭৭৯ খৃষ্টাব্দের ১০ই এপ্রিল) গভর্নর জেনারেল লর্ড ওয়ারেন হেষ্টিংস্ এর নিকট লিখেন — রণু খাঁ নামধের জনৈক পর্বতবাসী কোম্পানীকে কার্পাসের

নিমিত্ত সামান্য কর দিয়া থাকেন। আমি এখানে আসিগাছি যাবত
কর দাতাদিগের মন্দ ব্যবহারে বা বিদ্রোহ মানসে কয়েক মাস
পূর্বে কোম্পানীর ভূম্যধিকারীদের উপর অকারণ রাজকীয়
দাবীর বহিভূত নানাবিধ শুকভার চাপাইয়া অতিশয় অত্যাচার
করিয়াছেন। রণু খাঁকে ধরিতে পারা যায় নাই। কেননা
সে পলাইয়া গিয়াছেন। দ্বিতীয় পত্রে জানাইয়াছেন যে
বর্তমানে সে অধিক সংখ্যক সৈন্য সংগ্রহ করিয়াছেন এবং
অন্তঃস্থলবাসী আগ্রিয়াগ্রে অনভিজ্ঞ উলঙ্গ কুকিগণকে অধিক
সংখ্যক হিসাবে সাহায্যার্থে আহ্বান করিয়াছেন। ইহার
পর রণু খাঁর অগাধাতায় যাবতীয় আমদানী বন্ধ করিয়া
দেওয়া হয় এবং পাহাড়ীদেরকে ইংরাজ অধিকৃত চট্টগ্রামের
হাটবাজারে আসা বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়। যবন্ততঃ রণু খাঁ
রাজা জান বক্স খাঁর প্রধান দেওয়ান ও মেনাপতি ছিলেন।
শাস্তি বক্ষার জন্ত বৃটিশ গভর্ণমেন্ট একদল সৈন্য প্রেরণ করেন।
রাজা জান বক্স খাঁ মহাপ্রসন্ন হুগে পলায়ন করেন। তাঁহাকে
বন্দী করিতে পারা যায় নাই। ১৭৮৫ খৃষ্টাব্দে ইহা ঘটে।
১৭৮৭ খৃষ্টাব্দে রাজা জানবক্স খাঁ প্রেসিডেন্সীতে গিয়া
গভর্ণর জেনারেলের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করেন। তিনি
পার্বত্য প্রদেশের শাস্তিবক্ষা করিবেন বলিয়া স্বীকারোক্তি
দিয়া রাজ্যে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইলেন। কিন্তু তখনও কোন
বন্দোবস্ত স্থিরীকৃত হয় নাই। চট্টগ্রামের তদানীন্তন শাসন-
কর্তা মিঃ ইরুইন। যাঁহার প্রতারণা কোন কর আদায়

করিতে সক্ষম হন নাই, তিনি এবার ইংরেজ গভর্নমেন্টের নিকট বশুতা স্বীকার করিতে বাধ্য হইলেন। ১৭৯০ খ্রীষ্টাব্দের ৩রা নভেম্বর কালেক্টর রাজা জান বক্স খাঁর অধিকারভুক্ত পার্বত্য প্রজাগণ হইতে কার্পাস করের পরিবর্তে তদ্ব্যূহ্য নিধরণ ক্রমে তদ্ব্যয় পরিবর্তন করিতে রিপোর্ট মূলে অনুরোধ করেন। ১৭৯১ ইং ফেব্রুয়ারী অনুমতি দেন যে সর্দারগণ কার্পাসের বিনিময়ে তৎপরিমিত তদ্ব্যয় খাজানা দিতে স্বীকার না হওয়া পর্যন্ত কার্পাস গৃহীত হইবে। পরে ১৮১৫ টাকা কর নিধারিত হয়। অনুমান ১৭৯৭—৯৮ সনে রাজা জান বক্স খাঁ শিলক রাজধানী পরিত্যাগ পূর্বক রাজনীয়ায় বা রাউজায় রাজধানী পরিবর্তন করেন। তাঁহার শাসন ১৭৯৯ খ্রীষ্টাব্দে পর্যন্ত চলিয়াছিল। এই বৎসরই তাঁহার পরলোক প্রাপ্তি ঘটে। রাজা সের মুস্তাফা অনুমান ২২ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন। রাজা জান বক্স খাঁর তিন পুত্র ছিল। অশ্রু মতে, চারি পুত্র যথাক্রমে (১) টক্বর খাঁ, (২) জক্বর খাঁ; (৩) ডোল পেটা, (৪) ছালা জক্বর খাঁ। তদকালে চাকমারা কর্ণফুলীর পূর্ব পাড় ত্যাগ করিয়া অধিকাংশ কাউখালী, গুজরা, মরিয়ম নগর, সৈদবাড়ী, ঘাটচেক, নব্বটীলা, মঙলখীল, খামাইরখীল, সোনাউছুরী, রাউজান ইত্যাদি স্থান ও সম্পূর্ণ ইছামতী অঞ্চলে মগ-চাকমাগণ বসতি স্থাপন করিয়াছিল। কর্ণফুলীর পূর্ব পাড়ে লোকসংখ্যা কমিয়া যায়।

রাউজান অর্থ—উজান রাজা।

রাজা জ্ঞান বজ্র খাঁর মৃত্যুর পর যুবরাজ টক্কর খাঁ সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি অধিক কাল রাজত্ব করিতে পারেন নাই। খুব বিশ্বাস তিনি ২। ৩ বৎসর রাজত্ব করিয়া ছিলেন। রাজা নগরের সম্মুখীন দ্বিতী তঁহারই খোদিত। তিনি নিঃসন্তান ছিলেন। তঁহার পরলোকের পর তদকনিষ্ঠ দ্বিতীয় রাজপুত্র জক্কর খাঁর হস্তে রাজ্যভার অর্পিত হয়। ১১৬৩ মগাব্দ অর্থাৎ ১৮০১২ খৃষ্টাব্দে তিনি সিংহাসন লাভ করেন। রাজা জববর খাঁ দশ বৎসর রাজত্ব করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। স্মৃতিগণের ষড়যন্ত্রে অল্পকাল মধ্যে তঁহার পরলোক প্রাপ্তি ঘটে। তঁহার অকাল মৃত্যুতে রাজা মধ্য সর্বত্র বিশৃঙ্খলা প্রকাশ পাইয়াছিল। পূর্ব পুরুষগণের নবাব প্রদত্ত সনদ তাম্রলিপি রাজকীয় প্রয়োজনীয় কাগজপত্র আত্মীয়েরা গোপন করিয়া ফেলে। ইহাতে রাজা জববর খাঁর অল্প বয়স্ক নাবালক পুত্র ও তদীয় জননী বড়ই নিরাশ্রয় অবস্থায় পতিত হন। বালক পুত্র ধরম বজ্র খাঁ বহু বাধাবিপন্ন অতিক্রম করিয়া নাবালকত্ব প্রাপ্ত হইলে কতিপয় বিশ্বস্ত সর্দারগণের সহায়তায় ১৮১২ ইং সিংহাসন লাভে করেন। রাজা ধরম বজ্র খাঁ পিতৃবিরোগের পর জন্মিয়াছিলেন। তাহাকে সকলেই আঠার মাস্তা বলিয়া থাকে। তঁহার খুল্লতাত ডাল পেটার একটা ছুঁনাম আছে। তঁহার স্বার্থ সিদ্ধির মানসে ষড়যন্ত্রক্রমে তন্মাতা গোছার অগ্রতম নেতা ধরম বজ্র খাঁকে বলি দিবার নিমিত্ত কোশলে গভীর বনে লইয়া

যায়। রাজপক্ষীয় লোকেরা সন্ধান পাইয়া গভর্ণমেন্টের বর-
কন্দাজ সৈন্তের সহায়তায় তাঁহাকে উদ্ধার করিয়া আনেন
ইহা কতদূর সত্য বলা যায় না। তাঁহার সম্বন্ধে চাকমা সমাজে
অনেক কথা প্রকাশ আছে। তাঁহার শিশু অবস্থার তাঁহার
জননী হুঃখে পতিত হইয়াছিলেন। একদা খোলা মাঠে এক
বজ্রধ্বনি বিছাইয়া তাঁহাকে তথায় শোয়াইয়া রাখি। তদীয়
জননী কোন এক কাজে ব্যস্ত ছিলেন। শিশু রাজপুত্রের
মুখে সূর্য্যের কিরণ পতিত হইলে এক কাল জর্প ফণা বিস্তার
করিয়া ছায়া দিয়া রাখিয়াছিল। ইহা খেজু রোয়াজা নামক
অথবা তদ্পিতা বা স্রু রোয়াজা নামক এক মগ সর্দার দেখিতে
পান। মগ সর্দার তথায় উপস্থিত হইলে কাল সর্পটি চলিয়া
যায়। মগ সর্দার যখন এই দৃশ্য দেখেন তখন তিনি বুঝিতে
পারেন যে, এই শিশু কালক্রমে সিংহাসন লাভ করিবেন,
এবং পরাক্রমশালী রাজা হইবেন। সুতরাং উক্ত মগ সর্দার
শিশুটিকে বুকে জড়াইয়া শিশুর জননী রানী মাতার নিকট
লইয়া যান এবং তাঁহার ক্রোড়ে সমর্পণ করেন। এইজন্য এই
মগ সর্দারের পরবর্তী বংশধরেরা চাকমা রাজবাড়ীতে সম্মানিত
ও সমাদর লাভ করিয়া আসিতেছেন এবং বনিষ্ঠ ও আত্মীয়তা
সূত্রে আবদ্ধ হইয়াছেন। উক্ত মগ সর্দারের পরবর্তী বংশধর
সরদ রোয়াজা, তদ্পুত্র নিজাম ঞ্চ রোয়াজা বর্তমান ইছামতী
কচুখালী বোজার হেড,ম্যানের পিতা বলিয়া মনে হয়। নিজাম
ঞ রোয়াজা এখনও জীবিত আছেন।

রাজা ধরম বজ্র খাঁ সকলের নিকট মহারাজ বলিঙ্গা পরি-
চিত ছিলেন। তিনি সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইয়া ১৮১৪ খৃষ্টাব্দে
২৭০৫ টাকা জমাব দশ বৎসরের জন্য বৎসাবস্তি স্থাপিত হয়।
আবার ১৮২১ খৃষ্টাব্দে অতিরিক্ত ৭০০ টাকা দ্রাস হইয়া পুনরায়
২০০৫ টাকা জমা স্থিরীকৃত হইয়াছিল। রাজা নগরেই
তাহার আসল রাজধানী বা বাসস্থান ছিল। তিনি রাজ্যমাটির
নিকটবর্তী ধর্মখোল নামে বিস্তীর্ণ সমভূমি আবাদ করিয়াছিলেন।
আবাদের সঙ্গে সঙ্গে রাজনুয়া হইতে ১২ ঘর মুসলমান
আশাইয়া বসবাস করাষ্টয়াছিলেন। কাপ্তেন লুইনের কথায়—
ধরম বজ্র খাঁর সময়ে চারি হাজার টংচল্যা আরকান ও টেকনাক
হাজর, বাঘখালী, তোনছুরী মাতামুছুরী প্রভৃতি স্থান হইতে
এদেশে আসিয়াছিল। তাহারা তাহাদের মধ্য হইতে এক-
জনকে লর্দার মনোনীত করিতে প্রার্থনা করে। তাহার নাম
ফাপ্রু। কিন্তু রাজা উহাতে অসম্মতি প্রকাশ করায় অধিকাংশ
পুনরায় আরকানে প্রত্যাভর্তন করে। চট্টগ্রামের রাজকুঠি বা
লালকুঠি তাহাদের দেওয়া চাঁদার টাকায় প্রস্তুত হয়। লাল
কুঠির ভাড়া বৃটিশ আমলে ১৫০ টাকা। মহারাজ ধরম বজ্র খাঁ
একদা জমিদারী পরিভ্রমণ করিতে করিতে একদা রাস্তায়
ধাকিতে বৃষ্টি শুরু হয়। ইহাতে তিনি দৌড়াদৌড়ি করিতে-
ছিলেন। ইহা দেখিতে পাইয়া রত্নেশ্বর ভট্টাচার্য্য তাহার পর্ণ
ছত্র ধরিয়া দেন। ইহা হইতে সন্তুষ্ট হইয়া নিকটবর্তী উচ্চ
স্থানে উঠিয়া চতুর্দিকস্থ সমুদয় ভূমি তাহাকে দান করেন।

তদ্বধি রাজদরবারেও তাহার প্রতিপত্তি হইয়াছিল। উক্ত ব্রাহ্মণকে মহারাজ ভট্টাচার্য্য উপাধিতে ভূষিত করেন। তদ্বধি তাঁহার বংশধরেরা মহারাজ ভট্টাচার্য্য বংশগত হইয়াছে। তদীয় বংশধরেরা অত্য়পি সেই ব্রাহ্মণের ভূমি ভোগ করিতেছেন।

রাজা ধরম বক্স খাঁ সিংহাসনে আরোহণের কিছুকাল পরে একদা সৈন্ত লামস্তাদি সমভিব্যাহারে যুগয়ায় বহির্গত হন। বহুদূর বন ও শিলাময় পথ পরিভ্রমণ করতঃ রাজা লাতিশয় পিপাসায় কাতর হইলে গুজাং চাকমার বাড়ীতে যান। গুজাং চাকমা স্বস্ত্রীক বীজ বপন করিতেছিলেন। তাঁহার কণ্ঠা কালাবী যুগ্ময় বারিপূর্ণ শীতল জল পান করিতে দেন। এই কালাবীর প্রতি তিনি আকৃষ্ট হন এবং গুজাং চাকমাকে সপরিবারে রাজবাড়ীতে লইয়া গিয়া অনন্তর মহাসমারোহে সহকারে উক্ত কালাবীর পানি গ্রহণ করেন। তদ্বধি— কালাবী কালিন্দী নাম ধারণ করিয়াছিলেন। তাঁহার কোন পুত্র সন্তান না দেখিয়া তিনি নিজেই তদীয় জ্ঞাতিভগ্নী আটক বিকে রাজার সহিত দ্বিতীয় বিবাহ করাইয়া দেন। গুজাং চাকমাধক তদ্বধি দেওয়ান উপাধিতে ভূষিত করেন। তাঁহার বাড়ী তদকালে কাঁটাছুরি সাবিনে ছিল বলিয়া বলা হয়। রাণী কালিন্দীর এক পুত্রসন্তান হইয়া সেই সন্তান মারা যায়। পরে কালিন্দী রাণীর জ্ঞাতি অপর সদার দৌলত খাঁর কন্যা হারি বিকে ধরম বক্স তৃতীয় রাণী হিসাবে গ্রহণ করেন।

এই তিনটি রাণীকে রাজা ধর্ম বক্স খাঁ বিবাহ করায় কুরা খুটো গোজার প্রতি সাতিশয় অনুগ্রহ প্রদর্শন করেন। এই হারিবির গর্ভে একটি মাত্র কন্যা সন্তান জন্ম গ্রহণ করিয়াছিল। তাহার নাম মেনকা ওরফে চিকনবি। অনন্তর তিনি প্রায় সারেউনিশ কি কিছু কম বিশ বৎসর রাজত্ব করিয়া ১৮৩২ খৃষ্টাব্দের বাঙ্গালা ১২৩৯ সালের আষাঢ় মাসে রাজানগর রাজ প্রসাদে স্বর্গধামে চলিয়া যান। তাঁহার পরলোকের পর ইংরেজ গভর্নমেন্ট প্রথমে কন্যাকে রাজ্যের উত্তরাধিকারিনী স্বাভাস্ত করিয়া কন্যার অভিভাবক রূপে ৩য় রাণী হারিবিকে প্রথম রাজ্যভার দেন। ইহাতে প্রথমা মহিষী কালিন্দী রাণী আপত্তি উত্থাপন করেন। তাঁহার আপত্তিতে উহার সম্যক মীমাংসা না হওয়া পর্য্যন্ত রাজা বক্স খাঁর স্বগোষ্ঠীজ রাজ চন্দ্র দেওয়ানের জ্যেষ্ঠতাত সুখলাল খাঁ দেওয়ানকে রাজকন্যা চিকন বির অবিবাহিত অবস্থায় সরবরাহ কারত্ব প্রদান করেন এবং কোর্ট অব ওয়ার্ডসে রাজ্য শাসন করা হয়। মহিষী কালিন্দীকে অবজ্ঞা এবং তাঁহার মত গ্রহণ না করিয়া কাণ্ডাই হইতে গোপীনাথ দেওয়ানকে আনাইয়া রাজ কন্যা চিকনবির সহিত তৃতীয় রাণী হারিবি বিবাহ করাইয়া দেন এবং ৩য় রাণী হারিবি জামাই গোপীনাথ দেওয়ানকে লইয়া সোনাই ছরীতে বসত বাটী করিয়া পৃথক ভাবে বসবাস করিতে থাকেন। প্রথমা মহিষী কালিন্দী মৃত স্বামীর ষাবতীয় সম্পত্তি ও রাজ্যভার প্রাপ্তির জন্ত গভর্নমেন্টের নিকট আপত্তি উত্থাপন করায়

উহা সাব্যস্ত না হওয়া পর্যন্ত যে দুই বৎসর কোট অব্ ওয়ার্ডসে ছিল এই দুই বৎসর পরে ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে কালিন্দী রাণী বার্ষিক ২৫৮৩১/২ পাই জমায় ইজারা গ্রহণ করেন। ১৮৩৯ খৃষ্টাব্দে তিনি আবার ইজারা পরিত্যাগ করেন। পরিশেষে ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দে কালিন্দী রাণী মৃত স্বামীর যাবতীয় সম্পত্তির ও রাজ্যের উত্তরাধিকারিনী বলিয়া সাব্যস্ত হন। এবং আটকবি, হারিবি, চিকনবি প্রভৃতি সকলকেই ভরণ পোষণ নির্বাহের জগা তাঁহার উপর ভার পড়ে। অতঃপর হারিবি উণায়াস্তর না দেখিয়া সোনাই ছুরীর বাসগৃহ পরিত্যাগ পূর্বক জামাতা গোপিনাথ দেওয়ান সহ রাজধানগর রাজবাড়ীতে ফিরিয়া আসেন এবং কালিন্দী রাণীর নিকট ক্ষমা চাহেন। কালিন্দী রাণী দুই বাছ বেষ্টন করিয়া হারিবিকে সকল অপরাধ মার্জ্জন পূর্বক সম্মেহে গ্রহণ করিলেন। ১৮৬০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত পার্বত্য প্রদেশের আভ্যন্তরীণ শাসনে মুখ্যভাবে বৃটিশ গভর্ণমেন্ট প্রকৃত পক্ষে হস্তক্ষেপ করেন নাই। কাণ্ডেন লুইন ইহা লিখিয়াছেন। রাণী হারিবির কন্যা চিকনবির গর্ভে গোপীনাথ দেওয়ানের ঔরসে হরিশ্চন্দ্র শরচ্চন্দ্র ও চন্দ্রকলা জন্ম গ্রহণ করেন। কিন্তু শরচ্চন্দ্র ও চন্দ্র কলা মৃত্যু মুখে পতিত হন একমাত্র হরিশ্চন্দ্রই বাঁচিয়া রহিলেন। কাল ক্রমে হারিবি ও তদুৎকথা চিকনবি পরলোক গমন করেন। রাণী কালিন্দী জামাতা গোপী নাথ দেওয়ানকে আরও দুইটি বিবাহ দেন। তন্মধ্যে স্বীয় ভ্রাতা জয়মনি দেওয়ানের কন্যা কান্দরী অন্যতম।

তাহার গভে উন্মিলা জন্ম গ্রহণ করেন। কান্দরীর মৃত্যু হইলে পুনরায় আত্ম গোত্রা চিকন খা তালুকদারের কন্যা হীরলাল তালুকদারের ৬ গ্লি জ্ঞানকীর সহিত বিবাহ দেন। তাহার গভে হরচন্দ্র নবচন্দ্র, ভগীরথ চন্দ্র, ভগবান চন্দ্র, ও মেয়ে চন্দ্রবলী জন্ম গ্রহণ করেন।

জনরবে অদাবধি শুনা আছে কাপ্টেন লুইন একদিন চাকমা রাজ বাড়ীতে গিয়া কালিন্দী রাণীর সহিত দেখা করিতে চাহিয়াছিলেন। তেজস্বিনী রাণী কাপ্টেন লুইনের সঙ্গে দেখা করেন নাই। তখন ও রাণী কালিন্দীর স্বাধীনতার তেজ ও গৌরব নিপ্রভ হয় নাট বলিয়া লুইনের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন। দুঃখের দিগয় রাণী এহেন মহাশক্তি বলিয়া বৃষ্টিতে সমর্থ না হওয়াতে অগ্নায় করিয়াছেন বলিয়া ধরা যেতে পারে। পরিতাপের বিষয়, ইহাতে রাণীর উপর কাপ্টেন লুইন মনে অত্যধিক আঘাত পাইয়াছিলেন। তদবধি রাণীর উপর ক্রোধ পরবশ হইয়া চাকমা রাজশক্তি খর্ব করিতে লুইন রাণীর বিরুদ্ধে লাগিয়া রহিলেন। কাপ্টেন লুইন বোমাং এর প্রথম রাজ্য মংফ্রুকে নূতন রাজপদ দিয়া স্বতন্ত্র বোমাং রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিলেন খৃষ্টীয় উনবিংশ শতাব্দীর পরে মগ সর্দার ক্যাজ টাই নামক এক মং চৌধুরীর ব্যবহারে লুইন সন্তুষ্ট হইয়া চাকমা রাণীকে মাটি পোড়া খাজানা না দিবার পরামর্শ দেন। এই মগ সর্দারের পিতা কুজ ধামাই ৭।৮ শত পরিবার প্রজা লইয়া প্রথম সীতাকুণ্ড পাহাড়ে আসিয়া বস্তু করেন। তিনি

পরে ক্রমশঃ পূর্বাভিমুখে সরিয়া আসেন। চাক্কা রাজ্যকে বার্ষিক ৫০ টাকা মাটি পোড়া খাজানা দিবার স্বীকারে উক্ত স্থানে উপনিবেশ স্থাপন করেন। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগেও কুঞ্জ ধামাই এর পুত্র এই কাজ টাই লুইনের শাসন কালের প্রথম ভাগে কালিন্দী রাণীকে মাটি পোড়া খাজানা দিয়াছিলেন। তদানীন্তন নায়েব ফটিকছড়ি থানার অন্তর্গত ধুরুং গ্রামের সু প্রসিদ্ধ স্বর্গগত হরগোবিন্দ রাজা মহোদয় ও স্বর্গীয় গিরীশ চন্দ্র দেওয়ান উক্ত মগ সর্দার হইতে মাটি পোড়া খাজানা উত্তল করিয়াছিলেন। অতঃপর লুইন কালিন্দী রাণীর রাজ্য খণ্ডিত করিয়া ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে মগ রাজ্য সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র করিয়া দেন। এমন কি রাজগদী হইতে পর্যন্ত অংশ রিত করিতে চাহিয়াছিলেন। কাচলং ও কর্ণফুলীর অঞ্চল বাবু ঈশান চন্দ্র দেওয়ানকে এবং চেন্দী ভেলীর পূর্বব তীর বাবু নীল চন্দ্র দেওয়ানকে দিতে চাহিয়াছিলেন তাহারা রাজ্য ত্যক্ত ছিলেন বলিয়া ক্যাপ্টেন লুইনের প্রস্তাব প্রত্যাখান করিয়াছিলেন। ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দের ২১ শে আগষ্ট বঙ্গীয় গভর্ণ-মেন্টের এক রিজলিউসনে লুইনের আগমনের সঙ্গে সঙ্গে প্রতি পরিবারে ৪টাকা জুমিয়া কর নির্দ্ধারিত হয়। ১৮৬৬-৬৭ খৃষ্টাব্দে লুইন আগমন করিয়াছিলেন। ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে মগ রাজ্য সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র করাতে কালিন্দী রাণী আপীল করেন। কিন্তু কোন ফল হয় নাই। ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দ হইতে জুম রাজ্যের ভিত্তি হয়।

পার্বত্য চট্টগ্রাম স্বতন্ত্র জেলায় পরিণত হওয়ার পূর্বে কর্ণফুলি নদীর শুষ্ক কাছাকাছেও দিতে হইত না। ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে সুইন উক্ত জল করের হিসাব চাহেন। বলা বাহুল্য উক্ত কর্ণফুলির শুষ্ক সুইনকে কম করিয়া দেখান হইয়াছিল। মাত্র বার্ষিক ২২৮৬ টাকা দেখান হয়। সুতরাং তাহার অর্ধেক ১১৪৩ টাকা মাত্র কালিন্দী রাণীকে দিয়া কর্ণফুলির বাণিজ্য কর ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট এর হাতে লইয়া যান। ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে ত্রিপুরা জেলার নিকট বর্তী কুমীগণ খণ্ডে ব্রিটিশ শাসনাধীন প্রজাদিগের উপর কয়েক বার হত্যাপূর্ণ অত্যাচার করিয়াছিল। এই বিপ্লব সমূহ একরূপ ভীষণভাবে প্রকাশ পাইয়াছিল যে গভর্নমেন্টও ভয় পাইয়া ছিলেন। কালিন্দী রাণীর অধিকৃত কয়েক খানা গ্রামও পুড়িয়া দেয়। কালিন্দী রাণীর প্রার্থনায় কুকিদিগকে দমন করিতে ইংরেজ সৈন্য বরকল হইয়া ১৮ মাইল দূর স্থিত বিদ্রোহী কুকিরাজ রতন পুঁয়ার অধিকারস্থ কুকিদের ঘর বাড়ী জ্বলাইয়া দিলে কুকিরা পলাইয়া যায়। রতন পুঁইয়া আত্ম সমর্পণ করিতে বাধ্য হয়। ১৮৯২ খৃষ্টাব্দে লুসাই ইংরেজের অধিকৃত হয়। ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে লুসাই অভিযানে রাণীর আদেশ ক্রমে রাজা হরিশ্চন্দ্র ইংরাজকে যুদ্ধ সাহায্য করেন। তাহাতে তিনি রায় বাহাদুর উপাধি এবং ১৫০০ দেড় হাজার টাকা মূল্যের সোনার ঘড়ি ও চেন উপহার প্রাপ্ত হন। উক্ত কুকি বিদ্রোহে ১৬০জন হত্যা করিয়া শতাধিক লোক ধরিয়া লইয়া যায়। ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে ১লা আগষ্ট ২২, আইনানুসারে

সুপারিনটেন্ডেন্ট শাসনাধীনে পার্বত্যচট্টগ্রাম চট্টগ্রাম হইতে পৃথক করা হয়। ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে ১লা জানুয়ারী চন্দ্রঘোনা হইতে সমুদয় অফিস রাজ্যমাটিতে স্থানান্তরিত করা হয়। ১৮৩৭ খৃষ্টাব্দ হইতে বিচারালয়ে পারসি স্থলে ইংরাজী চলিতে আরম্ভ করে। রাজা জববর খা রাজ্যমাটিতে নূতন রাজধানী করেন। ১৮৬৯ ইং সনে যখন চন্দ্রঘোনা হইতে রাজ্যমাটিতে অফিস স্থানান্তর করিয়া লুইস খামায় বাড়ী করেন। চাকমা রাণী রাজ্যমাটির বাংলা শৈল চুড়াগুলি ছাড়িয়া দিয়া বংসুর পূর্ব-পাড়ে রাজনগর লইয়া যান। ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে ১২৩৮ মঘী ঝটীকা বংসর রাজা ধরম বক্স খার দ্বিতীয় রাণী আটকবি স্বর্গগত হন। হরিশ্চন্দ্র বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে লক্ষ্মী গোজার পীড়াভাঙ্গা গোষ্ঠিভরত্ব খারম বা রতন খা ওরফে চুচ্যাং দেওয়ানের কন্যা সৌরি-ন্দ্রীর সহিত বিবাহ দেন এবং তদ কনিষ্ঠা ভগ্নি মন মোহিনীকে ও দ্বিতীয় বিবাহ দিয়াছিলেন। অতঃপর রাণী কালিন্দী বাংলা ১২৩১ সনের ৮ ই চৈত্র আককানের অনুকরণে রাজা নগরে মহা মুনি বুদ্ধ মন্দির স্থাপন করেন। ১৮৫৭ইং সনে হাবং এর মহাস্থবির সারমেধ বা সংঘরাজকে উপাধি প্রদান এবং ১৮৬৯ইং ১২৩২ মঘীতে রাজা নগরের সীমা স্থাপন করেন ও ১২৭৩ বাংলা সনে ৮ ই চৈত্র মহাদান এবং বৌদ্ধ রঞ্জিকা প্রচার করিয়াছিলেন। এই রূপে তিনি চাকমা জাতির ধর্ম সংস্কার করেন। তদবধি চাকমাগণের মহাযান হইতে হীনযানের সূত্রপাত হয়। গোকুল চন্দ্র ভট্টাচার্য্য সহ ৭।৮ জন ব্রাহ্মণ এবং বহু বৌদ্ধ ভিক্ষু

সহিত অগ্রে রানী গোলবদনী হস্তী সহ ১৮টি হস্তী লইয়া যাহ
 ওয়াং বুক রঞ্জিকা প্রচারের টহল দেন। আরকান হইতে
 সংঘরাজ ও গুণামেজু এবং লংকা হইতে বহু ভিক্ষু আনিয়া
 ছিলেন। সিংহলে অধিত বিদ্যা চট্টগ্রামবাসী হরিঠাকুর নামক
 জনৈক ভিক্ষুর দাবীও অগ্রগণ্য বলিয়া থাকে। রানী কালিন্দী
 ভগবান বুদ্ধের প্রতিমূর্তির সম্মুখে বিবিধ পূজা অর্ঘ্য দিয়া
 উপাসনা করিতে করিতে ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে ১২৮৩ বাংলা সনের
 এই আশ্বিন স্বর্গারোহণ করেন। তাঁহার গোলবদনী হস্তীও
 গড়াইতে গড়াইতে পঞ্চদশ প্রাপ্ত হয়। কেহ কেহ ১৮৮৩ ইং
 সনেই রানী কালিন্দীর স্বর্গারোহণ লিখিয়াছেন। ইহা বুঝা
 কঠিন। রাজা হরিশ্চন্দ্রের রাজ্যাভিষেকও কেহ কেহ ১৮৮৩
 খৃষ্টাব্দে আবার কাহারও মতে ১৮৭৩ ইং সনেই নির্দেশ করি-
 য়াছেন। একটি স্থানে দেখা যায় ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে ওরা তদা-
 নীন্তন ডেপুটি কমিশনার এলকর বসের সহিত রাজা হরিশ্চন্দ্রের
 মনোমালিন্য হওয়ায় তাঁহার বিরুদ্ধে লেঃ গভর্নরের নিকট
 রিপোর্ট দেন এং ২২২৪ || ৪ পাই জমা স্থলে ৪৫৫৩ টাকা
 জমায় নিদ্ধারিত হয়। সুতরাং ইহাতে বুঝা যায় ১৮৭৩ ইং
 সনেই রানী কালিন্দী স্বর্গারোহণ ও রাজা হরিশ্চন্দ্রের রাজ্যা-
 ভিষেক সম্পাদন হইয়াছে ইহা সত্য হইতে পারে। গভর্ন-
 মেন্টের আদেশ ক্রমে রাজা নগর পরিত্যাগ করিয়া রাজ্য
 মাটিতে ব পরিবর্তন করেন। রাজা হরিশ্চন্দ্র অশুস্থ
 হইয়া পড়িলে রাজ্য কার্য নির্বাহের নিমিত্ত রাজা হরিশ্চন্দ্রের

সাহায্যার্থে এক কাউন্সিল গঠন করা হয়। কাউন্সিলের সভ্য যথা—চেঙ্গী ভেলীর নীলচন্দ্র দেওয়ান বড়াদম চেঙ্গী, ঈশ্বর চন্দ্র বিশ্বাস, ধলঘাট চট্টগ্রাম, ত্রিলোচন দেওয়ান, কর্ণফুলী বড়াদম ও চেঙ্গী ভেলীর রাজচন্দ্র দেওয়ান কাউন্সিলের সভ্য নিযুক্ত হন। তাঁহাদের মাসিক বেতন ৫০ টাকা হিসেবে রাজ সরকার হইতে প্রদত্ত হইত। এটি ব্যবস্থা ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দের ২৩ শে নভেম্বর হইতে ১৮৮৫ ইং সনের ২২ শে জানুয়ারী পর্য্যন্ত স্থায়ী ছিল। উক্ত সনের ২৩শে জানুয়ারী মোতাবেক ১২৯১ বাংলার ১১ই মাঘ শুক্রবার প্রাতে ৮ ঘটিকার সময় শুক্ল পক্ষের সপ্তমী তিথিতে রাজ্যমাটি রাজ্য খাসাদে ইহলোক ত্যাগ করিয়া অমর ধামে প্রস্থান করেন।

তৎপুত্র ভুবন মোহন ও রমনী মোহন রাজা হরিশচন্দ্রের মৃত্যুর পর ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দের মে মাস পর্য্যন্ত নাবালকের পক্ষে উক্ত কাউন্সিল শাসন কার্য্য নির্বাহ করেন। নীল চন্দ্র দেওয়ান সভাপতি কৃষ্ণ চন্দ্র দেওয়ান ও রাজ চন্দ্র দেওয়ান সভ্য ছিলেন। চট্টগ্রামের জমিদারির ভার বাবু ত্রিলোচন দেওয়ান ও ঈশ্বরচন্দ্র বিশ্বাসের হাতে ছিল। অনন্তর উক্ত ১৮৮৬ ইং জুন মাস হইতে চাকমা রাজ্যের শাসন ভার বাবু কৃষ্ণ চন্দ্র দেওয়ানকে সরবরাহকারিত্ব দেওয়া হয় এবং চট্টগ্রামের জমিদারীর ভার বাবু ত্রিলোচন দেওয়ানের উপর অর্পণ করিয়া অপর সকলকে বিদায় দেওয়া হয়। কয়েক বৎসর পরে ত্রিলোচন দেওয়ানের হাত হইতে চট্টগ্রাম কোর্ট অব ওয়ার্ডসের তত্ত্বাবধানে

দেওয়া হয়। যুবরাজ ভুবন মোহনের রাজ্যাভিষেক কাল পর্যন্ত বাবু কৃষ্ণচন্দ্র দেওয়ানকে চাকমা রাজ্যের সরনর হকারী রাখা হয়। তাঁহাকে রাজ সরকার হইতে মাসিক ১০০ টাকা বেতন নিদিষ্ট করিয়া দেওয়া হয়। ১৯০০ খৃষ্টাব্দের ১ লা হইতে পার্বত্য প্রদেশ পুনরায় স্বতন্ত্র জেলারূপে পয়গণিত হয়। গভর্ণমেন্টের আদেশে ১৮৯৭ ইং ৭ই মে মোতাবেক ১৩০৮ বংলা ১২৫৯ মঘীর ২৫ শে বৈশাখ স্থানীয় এঃ সিঃ কমিশনার মিঃ ডাবালউ ডেলিভার সি এস রাজ্যমাটি যুবরাজ ভুবন মোহনকে রাজপদে অভিষিক্ত করেন এবং লেঃ এফ গভর্ণর সার্জন উডবরণ বেলভেদিয়া প্রসাদে ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে ১৬ ডিসেম্বর খেলাং প্রদান করেন।

১৮৯১ ইং ১৬ই নভেম্বর হইতে এদেশের শাসন কর্তার পদবী এঃ সিঃ কমিশনার ছিল। ১৯০০ ইং ২রা মে হইতে তদ পদবী সুপারিনটেনডেন্ট হয়। রাজা ভুবন ১৮৭৬ ইং ৬ই মে মোতাবেক ১২৮২ বাংলা ১২৩৭ মঘীর বৈশাখ মাসে রাজ্যমাটিতে জন্ম গ্রহণ করেন। ১৮৮৬ ইং সনে প্রথম বিভাগে উচ্চ প্রাথমিক পরীক্ষায় পাশ করেন। দুই বৎসর স্থায়ী বৃত্তিলাভ করেন। চতুর্দশ বৎসরে ১ম বিভাগে মধ্য ইংরেজী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তাহাতে মাসিক ৮ টাকায় তিন বৎসর স্থায়ী বৃত্তি পান। তাঁহার পাঠ সৌকার্য্যার্থে গভর্ণমেন্ট রাজ্যমাটি মধ্য ইংরাজী স্কুলকে উচ্চ ইংরাজী শ্রেণীতে উন্নীত করেন। এই সময় রাজ সরকার হইতে ২০ টাকা মাসিক খায়া হয়। মধ্য ইংরেজী পাশের পর

চারি বৎসরেই প্রবেশিকার কৃতিত্ব লাভ করেন। ইহার পর প্রেসিডেন্সী কলেজে অধ্যয়ন কালে শারীরিক অসুস্থতা নিবন্ধন ফাষ্ট আর্ট পাশ করা ঘটয়া উঠে নাই।

১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে ১লা মার্চ মোতাবেক ১৩০১ সনের ১৮ই ফাল্গুন রাজা নগর রাজ প্রাসাদে অত্রত্য কাটা ছুরী নিবাসী কুরাখুট্যা গোত্রের নেন্দাব গোষ্ঠীক জয়মনি দেওয়ানের দ্বিতীয় পুত্র চন্দ্র কান্ত দেওয়ানের দ্বিতীয় কন্যা দয়াময়ীর সহিত ভ্রাতৃমোহনের শুভ-পরিণয় কার্য্য মহাসমারোহে সম্পন্ন হইয়াছিল। এই শুভ পরিণয়ের ফলে একটি কন্যা দুইটি পুত্র জন্মগ্রহণ করে। কন্যা বিজয় বালা প্রথম সন্তান। জ্যেষ্ঠপুত্র কুমার নলিনাক্ষ রায় ও কনিষ্ঠ কুমার বিরূপাক্ষ রায়।

রাণী দয়াময়ীর ত্রয়োদশ বর্ষ বয়ঃক্রম কালে তাঁহার বিবাহ হইয়াছিল। বড়ই পরিতাপের বিষয় ১৩১২ বাংলা ৭ই বৈশাখ ১৯০৫ ইং ২০শে এপ্রিল ১০ বৎসর ভোগ করিয়া চিরদিনের জন্য নির্বাপিত হন। ১৩১১ সনের বোম্বাই প্রদর্শনীতে দুই খানা স্বহস্ত নির্মিত তলরের কাপড় পাঠাইয়া তিনি ফাষ্ট হন। তাঁহার পরলোকের পর ১৩১২ বাংলা ৮ই অগ্রহায়ণ পরলোক গত প্রথম রানীর জ্ঞাতি ভগ্নি গঙ্গা মানিক দেওয়ানের প্রথম কন্যা রমাময়ীকে দ্বিতীয় বিবাহ করেন। এই দ্বিতীয় রাণীর গর্ভে দুই কন্যা ও পাঁচটি পুত্র জন্ম গ্রহণ করে। প্রথম কন্যা সুসমা বালা ও ২য় কন্যা নীহার বালা এবং প্রথম কুমার উৎপলাক্ষ রায় কোর্ট অব ওয়ার্ডসে এসিষ্ট্যান্ট ম্যানেজারের

চাকুরী করেন, ২য় কোকনাদাক্ রায় এম এ. ৩য় কুবলায়ক্ রায় ৪র্থ মঞ্জুলাক্ রায় ও ৫ম দিব্যাক্ রায়। রাজা ভূবন মোহন রায় বাহাদুরের রাজত্ব কালে রাজ্যে নানাদিকে উন্নতি সাধিত হইয়াছিল। ১২৬৭ মসীতে মাইয়নী রিজার্ভ খোলা হইলে উহা রাজার রাজ্যে ভুক্ত হয়। ১৮৮১ ইং ৪ঠা এপ্রিল কুমার রমণী মোহনের জন্ম। তিনি রাজ্যমাটি স্কুল হইতে এন্ট্রান্স পাশ করেন এবং স্ব গোষ্ঠীজ প্রসিদ্ধ বহু খার প্র-ণৌত্রের পুত্র ইন্দ্রজয় দেওয়ানের কন্যা সরসী বালার সহিত বিবাহ হয়।

১৮৮০ খৃষ্টাব্দে চাকমা সার্কেল ৯ (নয় খণ্ডে (ব্লক) বিভক্ত করা হয় অর্থাৎ ৯টি তালুক সৃষ্টি করা হয়।

যথা :— ১নং তালুক— কাচলং ইন্দ্রজয় দেওয়ান।

২নং	,,	চেসী নীলচন্দ্র দেওয়ান।
৩নং	,,	মহা প্রম রাজ চন্দ্র দেওয়ান
৪নং	,,	সত্বা কমলাক্যা চৌধুরী।
৫নং	,,	ইছামতী শরশচন্দ্র রোয়ামা।
৬নং	,,	রাজ্যমাটি কৃষ্ণ চন্দ্র দেওয়ান।
৭নং	,,	রাজা ভূবন রাজার খসা।
৮নং	,,	শুভলং ত্রিলোচন দেওয়ান।
৯নং	,,	বড়কল কুমার রমণী মোহন রায়

রাজা ভূবন মোহন রায় বাহাদুর নানা প্রকার অশুবিধা দখাইয়া উক্ত ব্যবস্থা রহিত করতঃ ১২৪টি মৌজায় বিভক্ত

হয়। প্রতি মৌজার পরিমাণ ১৬ বর্গ মাইল হইতে ২০ বর্গ মাইল নির্দিষ্ট হয়। রাজা ভুবনের রাজ্য শাসন পট্তা বাতীত আর একটি বিষয়ে তাঁহার সংকল্পের পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁহার জীবদ্দশায় পিতলের থকাও বুদ্ধ যুক্তি স্থাপন করিয়া একটি মন্দির নির্মাণ করেন। উহাতে কাঠিক পূর্ণিমায়ে গৌতম মুনির মেলা বসিত। কুমারগণকে বিদ্যাশিক্ষা দিয়া যথোপযুক্ত করিয়াছেন এবং অগাধ দেশীয় রাজস্ববৃন্দের সহিত বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপন করেন। তাঁহার প্রথম কন্যা বিজ্ঞান বালারায়ের সহিত পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রথম প্রাজুয়েট খাবানা রাজ বংশোদ্ভব চল্লমণি দেওয়ানের পুত্র যামিনী কুমার দেওয়ান বি. এ এর সহিত বিবাহ দেন। প্রথম রাজ কুমার যুবরাজ নলীনাথ রায়ের সহিত প্রসিদ্ধ ব্রাহ্ম ধর্ম প্রচারক আদ্বিতীয় বক্তা ব্রহ্মানন্দ কেশব চল্ল সেনের পুত্র ব্যারিষ্টার সরল চল্ল সেনের কন্যা, ব্যারিষ্টার পি. সি. সেনের কন্যা নির্মলা সেনের গর্ভজাত বিনীতা দেবীর সহিত শুভ বিবাহ সম্পন্ন হয়। কুমার বিরূপাথ রায়ের সহিত চল্ল বংশজাত ত্রিপুরা মহারাজ কুমার নবদ্বীপ চল্ল দেবরায় বাহাদুরের দৌহত্রী নবদ্বীপ বাহাদুরের প্রথম কন্যা ম। লনীর গর্ভজাত স্বর্গীয় কোচবিহারের মহারাজ নৃপেন্দ্র নারায়ণ ভূঞা বাহাদুরের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ডাক্তার কুমার ভবেন্দ্র নারায়ণ বাহাদুর এম. ডি, সিভিল সার্জন মহোদয়ের কন্যা সুধীরা দেবীর সহিত শুভ বিবাহ সম্পন্ন হয়। এই দুই রাজ কুমারের শুভ বিবাহোৎসব যেরূপ ধুমধামে ও মহাসমারোহে

সম্পন্ন হইয়াছিল পার্বত্য চট্টগ্রামে তদ্রূপ আর কখনও হয় নাই !

এতদ্ব্যতীত ১৯১৯ ইংরেজী ১৮ই অক্টোবর চাকমা রাজ বংশের ইতিহাস নামে একটি পুস্তক প্রকাশ করেন ।

১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে পর্য্যন্ত চাষ সংক্রান্ত কর মোটেই ছিল না । ১৯০৩ - ০৪ খৃষ্টাব্দ ২১,০১৩ টাকা হইয়াছে । তাঁহার সময়ে এ দেশে চাষ শ্রমীদের যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছে ।

তদানিন্তন চট্টগ্রাম কাউন্সিলের প্রধান কর্তা মিঃ হারিশে বিলিষ্ট ১৭৬৩ খৃষ্টাব্দে চাকমাধিপতির বিশাল রাজ্যাবীমা স্বীকার করিয়াছিলেন সমগ্র পার্বত্য প্রদেশ যথা —

পূঃ দঃ বাঘখালী „ পঃ দঃ — সীতাকুণ্ড পাহাড় ইহার পরে কক্সবন্দী এবং নিঝামপুর রাজ্য পঃ — ফেনী নদী „ উঃ কুচি রাজ্য চাইতাল পর্বতগুপ্তী এবং হিপুয়া রাজ্য । পরে আরও কমিয়া গিয়াছে অনন্তর তিনি ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দ ১৭ই সেপ্টেম্বর রাজ্যমাটি রাজ প্রাসাদে অমরধামে প্রস্থান করেন । রাজা ভূবন মোহন প্রায় ৩৭ বৎসর রাজত্ব করার পর তৎপুত্র সুবরাজ নলিনাক্ষ রায় রাজ্যভার লাভ করেন । বগত ১৯৩৫ ইং ৭ই মার্চ বিভাগীয় কমিশনার টুইনাম সাহেব তরবারী উপঢৌকন দিয়া রাজ্যদীতে অভিষিক্ত করেন । তিনি ৬ই জুন ১৯০২ ইংরাজীতে রাজ্যমাটি রাজ প্রাসাদে শুভকণ্ঠে জন্মগ্রহণ করেন । তিনি সসম্মানে বি এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ইংরাজী সাহিত্যে

এম. এ. পর্য্যন্ত পড়িয়াছিলেন। ১৯১৬ ইং ১০ ই ফেব্রুয়ারী ২৭ শে মাঘ তাঁহার বিবাহ হয়। তিনি ১৬ বৎসর রাজত্ব করিয়া পরে ১৯৫১ ইং ৭ই অক্টোবর পরলোক গমন করেন। তাঁহার পর তৎপুত্র ত্রিদিব রায় ১৯৫৩ ইং ২রা মার্চ রাজ্যাভিষিক্ত হন। তাহার জন্ম হয় ১৯৩৩ ইং ১৪ ই মে রাজ্যমাটি রাজ প্রাসাদে। তদ জ্যেষ্ঠ ভগ্নি অমিতা মায়ঃ, সমিতঃ, মৈত্রিঃ, রাজশ্রীঃ, নন্দিতা। ত্রিদিব রায়ের পুত্রমা, রাণী আরতি, ২য় রাণী প্রকাশ নাম কালা সোনা।

১। ধূম্রা বাশখালীতে ছিলেন তাঁহার অধঃস্থ লোক বগা গোজা।

২। মূছরী নদীতে মূলিমা খংজার অধঃস্থ — মূলিমা গোজা।

৩। লামা স্থানে স্থানে পীড়াভাগ্য তাঁহার অধঃস্থ লাম্মাগোজা।

৪। এতদ্ব্যতীত পীড়াভাগ্যর পুত্র গুজাধাবেঃ

ও মেজা ধাবেঃ — — — — ধাবান্ন গোজা।

৫। কুড়া মাওট্যা ছড়ায় নেন্দাব ছিলেন বলিয়া তাঁহার

অধঃস্থ লোক দিগকে — কুড়া খুট্যা গোজা

ইহা নোয়া দাগিতে ও পুরাণ দাগিতে বিভক্ত।

৬। ফাস্যা খালীতে সর্দার ফাকছা ছিলেন বলিয়া—

ফাকছা গোজা ইহারা বড় ফাকছা ও গুরা

ফাকছাতে বিভক্ত

৭। ১মরণ পাগলা ও ২য় রণ পাগলা বা পাগলা বড়ুয়া

বুড়া বড়ুয়া ও সাতুয়া বড়ুয়া পরে পাগলা রাজার বংশধর

বড়ুয়া গোজা।

৮। তৈন সুরেশ্বরী হইতে তৈনছুরী ঠনি প্রথম মন্ত্রী ছিলেন
পরে রাজা হন

তৈন্যা গোজার উদ্ভব ইহারা বড় তৈন্যা

ফেহংছা তৈন্যা ও পেজ যশী তৈন্যাতে বভক্ত ।

৯। কেহু কেহ বলিয়া থাকেন রজা রাম থংছা বা মৈস্যাং
রাজের ১১ টি ছেলে ছিল । সেই রাজপুত্র গণের দুই পুত্র
রাঙা কোঙর ও কালা কোঙর বা রাজ কুমার হইতে

বুড়া ওয়াংসা ও গাবুর ওয়াংসা হইতে —

ওয়াংসা গোজার উদ্ভব এবং কোঙর হইতে

কাঙারা গোষ্ঠী

১০। আর তৈন চেক এ রণচেক । কাহারও কাহারও
মতে ইহারা তৈন সুরেশ্বরীর পুত্র ছিলেন সঠিক জানা নাই

এই দুই রাজ পুত্র হইতে চেক গোজা

১১। বুং ধাবেং হইতে — — — — বুং গোজার উৎপত্তি

১২। বুং নামাছা হতে গুড়া বুং গোজা বা গীগুলিবড় বুং গোজা
এই বুং গোজার ও রাঙী গোস্বর, আদি পুরুষ বুং চেগে তৎপুত্র
বুং থংচা তৎপুত্র বুং ধারেং । তৎপুত্র বুং নামাছা । উক্ত
বুং থংচার দুই পুত্র বুং ধাবেং ও, দশভিঙ্গা ধাবেং হইতে তিন
পুরুষ গতে ৪র্থ পুরুষ য়াঁখী ফানেশ্বর হইতে

১৩। রাঙী গোজার উৎপত্তি ।

১৪। শর্দার বার আঙু হইতে এক শাখা আঙু গোজা

১৫। বড়ুয়া গেজা হইতে একব্যক্তি গ্রামণ্য ধর্মে দীক্ষিত

হটলে তাহাকে লক্ষ্মী গোজায় কাং প্রস্তুত করিয়া দিয়া রাখে।

এই মহিস্যাং এর নাম লুয়া। কারণ সে কাং ধর্ম্য প্রবক্তা
তাগ করিলে লক্ষ্মী গোজার নীড়া ভাঙ্গা গোষ্ঠির এক সর্দার
তাহার মেয়েকে বিবাহ দেয়। তাহাকে লক্ষ্মী তালুকের এক
অংশ প্রদান করে। তাহার পুত্র গণকে বাপ বড়ুয়া বলিয়া
ঠাট্টা করিত। বাপ বড়ুয়া হইতে বাপুয়া।

১৬। পরে বাবুরো গোজা হইয়াছে।

১৭। কাংবুয়া গোজা কেহ কেহ বলিয়া থাকেন রাজার পাত্রী
বহনকারী। কামা দামানা হটতে ইহার মূলিকা গোজার
এক অংশ বলিয়া প্রাচীন লোকদের নিকট শ্রুত আছে ইহা
সত্য মিথ্যা জানা নাট। কাংবুয়া হইতে কাম্বেই গেছে।

১৮। তন্যা হটতে তালুকের এক অংশ তেইয়াগোজা হইত।

হুইভাগে বিভক্ত যথা — পুরান তেইয়া ও নুয়া তেইয়া।

১৯। লক্ষ্মী — মুসলিম রাজত্বের সময় সেনাপতিতে লক্ষ্মী বলা
হইত। স্তব্বাং ধুী লক্ষ্মী হইতে লক্ষ্মী গোজা।

২০। জেই এক প্রকার ধনু। উচ্ছী শ্রেষ্ঠ ধনু দ্বারা বড় বড়
শিকার মারিতে সমর্থ হইত। সে বড় শিকারী ছিল।

অবুরের কাজ করে বলিয়া আশুরী হটতে উচ্ছী। সে রক্তম
বক্ষ খার সময় বড় বড় শিকার ভেট দিয়া খীসা পদবী পায়।
পরে তালুক গঠন করে তাহার অধঃস্থ প্রজাতিগকে উচ্ছুরী
গোজা করে।

২১। পচ্ছু পোমা হইতে ফচ্ছু খীনার বংশধর। তাহার

অদ্যন্ত প্রজাদিগকে পুষা গোছাকহে । বৌ অর্থে ধমু বৌ
হঠতে বৌ মাং অস্ত্রধারী — সেনাপতি বৌমাং শব্দ হইতে
শোমাং পরে অপভ্রংশে পে মা হইয়াছে । স্মাং অর্থে রাজা — এই
শব্দ হঠতে বোমাং রাজা ।

২১ । কুহুং প্লেসু এক শক্তিশালী ব্যক্তি হইতে — কুহুগো
সেজ্জা । তাহার সম্বন্ধে প্রবন্ধ আছে, মাল্য মূহুরী অঞ্চলে
অবস্থান করার সময় এই শক্তিশালী ব্যক্তি রাজা সেজ্জনি
খার নিকট তালুক প্রার্থনা করিতে গিয়া রাজা সেজ্জনি খার
এই ব্যক্তিকে দেখিয়া বিস্ময় উৎপাদন হয় এবং তাহার সহিত
রহস্য করিবর ইচ্ছা জাগে । লোকটির দেহের লোমগুলি
এবং গোঁপ দাঁড়ি সর্ব সাধারণ লোকের দেহের লোম ও গোঁপ
দাঁড়ি অপেক্ষা মোটা এবং গাড়া; শিরাতুলিও অতি মোটা
এবং মোটা শিরা বহুল । লোকটি তখনও অবিবাহিত যুবক ।
এই পুরুষকে রাজা সেজ্জনি খা বলিলেন যে রাজ্য বাড়ির রাজ
ঘাট হইতে উভয় তীর সংলগ্ন এক পাষণ গাত্র প্রপাতেব আয়
বিদ্যমান । উহা এক বাঁক পর্যন্ত এই পাষণ গাত্রটি পাষণের
গাত্র বাহিয়া পাতলা ভাবে জল গড়াইয়া যাইতেছে । উক্ত
পাষণ গাত্রের উপর দিয়া নদীর একুল ওকুল যদি বিরামহীন
ভাবে ১০ বার দৌড়িতে সক্ষম হয় তালুকের পরিবর্তে তাহার
যুবতী রাজকন্যা তাহাকে সমর্পণ করা হইবে । সুতরাং
তাহাকে রাজ্য জাগতা করা যাইবে । রাজার এই প্রস্তাবে
প্লেসু মনের উল্লাসে উক্ত পাষণ গাত্র দৌড়িতে আরম্ভ করেন ।
বিরাম হীনভাবে এগার বার দৌড়িয়া বার বারে রাজার সম্মুখে
আসিয়া পিছলাইয়া পড়িয়া যায় । ইহাতে রাজা হাঁসিয়া

প্রেমকে বলিয়াছিলেন - তোমার শিক্ষা পূর্ণতা লাভ হয় নাই
মৃত্যুৎকরণে তোমার রাজ্য কন্যা লাভের যোগ্যতা অর্জন
হয় নাই। এই বলিয়া তাহাকে একটি তালু বান্ধিয়া দেন।

এই কুহুগ প্রেমের অংশ লাক দগকে কুহুগ গোজা বলে

২৩। হেটয় গোজা তনা গোজা হইতে বাহির হইয়াছে।

২৪। চেকব গোজা বগা গোজা হইতে বাহির হইয়াছে।

২৫। দাখ্যা গোজা—উহ ও নগা গোজা হইতে বাহির হইয়াছে বলে

২৬। চাদঙ গোজা - জানা নাই।

২৭। চম্বা গোজা - অজ্ঞাত

২৮। কাস্তে—ইহারা বড় পা স্ত ওড়া কাস্তে এই দুই ভাগে
বিভক্ত।

২৯। ফাকছা গোজা—ইহারা বড় ফাকছা ও গুরা ফাকছা
এক দুই ভাগে বিভক্ত।

৩০। ফেমাগোজা ষষ্ঠমান ওয়াংজা গোজায় প্রবেশ করিয়াছে।

৩১। খ্যাংজে গোজা—সেই সেই যদিয়া থাকেন কেন এক
খ্যাংজাতি চেগে গোজায় আশ্রয় লইয়া পরে চেগে গোজা হইতে
তালুগর অংশ পাইয়া খ্যাং চেগে গোজা নাম হইয়াছে বলিয়া
থাকে। আবার কেহ কহ বলায়া থাকেন পুরাকালে চট্টদীর
পুত্র পর চইয়া নামক এক জ্ঞানবান লোক ছিল। সে অন্যতম
এক খ্যাং বহুপক্ষে মস্ত স্ত ল দু বিদ্যার পর স্ত করিয়া খ্যাংজয়
হইতে খ্যাংজে হইয়াছে।

৩২। মুন্দিমা চেগে—মুন্দিমা ও চেগে গোজার দুই তালু

৩৩। লেখা গোজা — জানা নাই।

৩৪। বড় চেগে গোজা — চেগে গোজার এক অংশ।

৩৫। বংচা গোজা — ওয়াংলা গোজার এক অংশ।

৩৬। পুয়া গোজা — সর্দিারটি ছোট হেলের ন্যায় দেহের গঠন ছিল বলিয়া পুয়া গোজা।

চাক্ষুৰ্মা জাতির পুণ্যবিক ধর্ম্মশাস্ত্র

আগর তারা — আগের অর্থ অক্ষর ও পদ সমষ্টি।

(১) অরিন্মা তাবা ইহা সর্ববাপেক্ষা বৃহৎ। (২) সিপল মঙল তারা — ২৬ল অর্থ মঙ্গল। (৩) মালেম তারা। (৪) অন্নিচ্চ তারা। (৫) সাহস ফুলু তারা (৬) সাধেঃ গিরি তারা—পূর্ব ভাগ ও (৭) সাধেঃ গিরি তারা উত্ত ভাগ।

৮। ঐপুত্তা তারা — ত্রিকুডড স্তম্ভঃ (৯) সুবাদিসা তারা বা জিয়ন ধরণ তারা। (১১) রাখেম ফুলু তারা দশ ধর্ম্ম স্তম্ভঃ

(১২) পুতুম ফুলু তারা (১৩) দ্বা পারামি তারা অর্থাৎ দশ পারমিতা স্তম্ভঃ। (১৪) চেরাগ ফুলু তারা। (১৫) সামি ফুলু তারা (১৬) বুদ্ধ ফুলু তারা। (১৭) বড় কুরুক (১৮) ছোট কুরুক

১৭ ও ১৮ এই দু'টি শাস্ত্রি মন্ত্ৰ, অপদেবতা ও ব্যাভ্রের উপদ্রবে পঠিত হয়। (১৯) শাক স্তম্ভঃ। (২০) রাজা হোড়া—অধুনা প্রায় লুপ্ত হইরাছে। (২১) শাক বংশ—অধুনা পাওয়া যায় না (২২) তাল্লিক — চিহ্নিৎস শাস্ত্র

এই সমস্ত আগর তারা পালি ভাষায় রচিত। অনেক স্থলে পাঠ ভ্রমিত ও বিকৃত হওয়ায় অর্থ ভ্রবোধ্য হইয়া পড়িয়াছে। ইহাতে স্থল বিশেষে গড়ে পড়ে, গাথা, অনুগাথা বা দেড় গাথা ও ডবল গাথায় রচিত হইয়াছে।

কোন কোন কার্যে আগর তারাগুলি ব্যবহৃত হয়। যথা -

১। সিংল মঙ্গল তারা ও অরিন্য়ামা তারা প্রাচীন কালে রাজ্য কিংবা দেওয়ান ও তালুকদার প্রভৃতি চাকমা সমাজের সস্ত্রাস্ত্র লোকের বিবাহে পাঠ করা হইত। রাজ্য সমাজের নেতা; তিনি বৌদ্ধ মতেই বিবাহ করিতেন।

২॥ শব দাহে সাহস ফুলু তারা মালেশ তারা ও মনেচা তারা গৃহে পঠিত হয়। চিতার সাধে গিরি তারা পঠিত হয়।

৩। সিদ্ধি পূজা বা শিব পূজায় বা ভগবান বুদ্ধ পূজা (ধর্ম নামে) সাহস ফুলু তারা মালেশ তারা দ্বাপারানী অর্থাৎ দশ পারমিতা তারা পঠিত হয়।

৪। পিণ্ডদান বা জ্ঞাতি ভোজন অথ নামে ভাণ্ডা ব্যাপার - এই সুবহুং পুণ্য ধর্ম দ্বারা চাকমা জাতির ধর্ম বিশ্বাস কিরূপ তাহা সাবিশেষে পরিষ্কৃত। ইহা রাজসূয় যজ্ঞ বললেও অতুক্তি হয় না। বৌদ্ধশাস্ত্র আগোচনা করিলে দর্শিতে পাওয়া যায় যে যে মগন সস্ত্রাট বিশ্বাসার ভগবান বুদ্ধের উপদেশে জ্ঞাতি গণকে প্রেত হইতে মুক্ত করিবার জ্ঞাতি পিণ্ডদান দিয়াছিলেন; সেই সময়ে ভগবান তির কুডভম্বুত দেশনা করেন। ইহা যে বৌদ্ধ ধর্মের আদি প্রথা। ইহা চাকমা সমাজের মধ্যে বংশ পরম্পরা সঞ্জীবিত রহিয়াছে তাহাতে আর অনুশ্রুতি সন্দেহ নাই। এই ব্যাপারে সমস্ত গোষ্ঠী ও গোষ্ঠীর স্ত্রী জাতি যথায় যথায় বৌ দেওয়া হউক না কেন সবাই একত্রিত হইয়া সম্পাদন করিতে হয়।

ইহাতে সাহস ফুলু তারা মালেশ তারা পুতুম ফুলু তারা সামি ফুলু তারা, পুতুম ফুলু তারা, রাখিম ফুলু তারা, চেরাগ

ফুলু তারা, বুদ্ধ ফুলু তারা, দশ পারমিতা তারা পঠিত হয়। জাতি পিণ্ড দানে, অশমুভূতে প্রেতাশ্মার উদ্ধারের জন্য ত্রিপুত্তা বা তিরো কুড় স্তুতি পাঠ করা হয়। পিণ্ড দানের সময় কেহ যদি পূর্ব জন্মের দৈহিক স্মৃতি উদিত হইয়া বর্তমান জন্ম বা পিণ্ডদানের বিলম্ব ঘটে তাহা হইলে সেই ব্যক্তি মুচ্ছিত হইয়া পড়ে। পিণ্ডদান দিয়াও যদি চেতনা না হয় তাহা হইলে সুবা দিসা তারা বা জিয়ন ধরণ তারা পঠিত হয়।

৫। শাস্তির জন্য বড় কুরুক ও ছোট কুরুক তারা পঠিত হয়। চাক্‌মা জাতি বিদেশে নানা অবস্থার বিপর্যয়ে ও আন্তর্জাতিক বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া অধিকাংশ মাতৃকুলের ধর্ম গ্রহণ করিয়াছে। এবং কালের পারবর্তনে আধুনিক নব নব পরিবেশে পিতৃকুলের ধর্ম বোধ ধর্ম ক্রমে ক্রমে বিস্মৃত হইয়া যাইতেছে। এই সকল ধর্ম শাস্ত্র ও উপরোক্ত প্রধান প্রধান ধর্ম কর্মাদি কুসংস্কার বালয়া গণ্য হইয়া অতল জলাধিগর্ভে মগ্ন হইয়া যাইতেছে। প্রাচীন যুগের বহু বৌদ্ধ গ্রন্থ বিলুপ্ত হইলেও বর্তমানে যে সকল ধর্ম শাস্ত্র আছে ওদ্বারা পূর্বের রাউলী সম্প্রদায় অনুল্ল সম্পন্ন শ্রামণের দ্বারা এই সকল ধর্ম কর্মাদি পৌরহিত্য কার্য সম্পন্ন হইয়া থাকিত। পূর্বে রাউলী সম্প্রদায় গ্রামের বহির্ভাগে দূরবর্তী অরণ্যানীতে বিহার নির্মাণ করিয়া বাস করিত।

পরিশিষ্ট- (নিজের কথা)

মাতা মুহী নদীর অশ্বলে একদা চাকমা জাতিরা যে বাস করিয়াছিল তাহার প্রমাণ জুমিয়া পাড়ার ১৭ মাইল উত্তরে ধামাই পাড়া। ইহার কিঞ্চিৎ উত্তরেই ধুম্বা নীঘি; উক্ত পাড়ার ও দীঘির মধ্যভাগে দুইটি পাগলা বিল। বাক্খাসী নদীর দক্ষিণে সমুদ্র প্রান্তে পাগলা মুড়া এবং গাভুর মুড়ির নিম্নে তৃতী আর একটি পাগলা বিল; পাগলা রাজ্যের স্মৃতি বহন করিতেছে। আলী কদমের নিকটবর্তী নদী এর গাভুর মুড়ি বুড়ামুড়ি মাতামুড়ি; এই মাতামুড়ি আলী কদমের একটু উত্তরে তৈনছুরী আলী কদমের পাশ্চাত্য বাক্খাসী উত্তর পাড়ে চাকমাফুল, দক্ষিণ পাড়ে রাজাকুল এখনও প্রসিদ্ধ গ্রাম আছে। মণ সেনাপতি ছেন্দুইজার সহিত তৈনছুরী উপনদীর তীর ভূমিতে যুদ্ধ হইয়া মিল মিশ হইয়া রাজ্য সীমা এই বাক্খাসী উত্তর রাজ্যের রাজ্য সীমা স্থির হইয়াছিল। বাক্খাসীর উত্তর তীরে ওয়াংকা মুড়া গাভুর মুড়ি দিয়া ক্রমশঃ উত্তরাভিমুখে অগ্রসর হইলে নদী তীর অনতিদূরে রামা বিল; প্রকাণ্ড মাঠ; তাহার প্রায় ১৫ মাইল ব্যবধানে রাজ বাড়ী নামধের গ্রাম এবং উপনদীর রাজঘাটা এখনও নাম আছে। শিলক তীরে শুষ্ক বিলাস। এতদ্ব্যতীত-৫০-৬০ বৎসর পূর্বে ঠাকুর দিদিরা ও সম্ভান জননীরা শিশুদিগকে কোলে বসে ন'চাইরার সময় বলিয়া থাকিত-কুন্তুন এসাহ, এসাহ হাজর কুলন্তুন; হাজল খাল, উত্তর হাজর ও দক্ষিণ হাজল বোমাং

সার্কোলে ।

ইং—১৯৬৬ ইং

বাংলা - ১৩৭৩

শকাব্দ—১৮৮৮

জন্ম ১৮১০ শকাব্দ ২রা বৈশাখ রবিবার ।

তাং ১৫ই আশ্বিন ২রা অক্টোবর ইতিহাস গ্রন্থ
লিখিত হয় ।

চাকমা জাতির ইতিহাস লেখকের অভিমত — কাহারও
কাহারও মতে চাকমা জাতি ত্রিপুরা জাতির এক অংশ । কারণ
ত্রিপুরার ইতিহাস রাজা মালার বিজয় মানিক্যকে চাক্‌মা রাজ
বিজয় গিরি বলিয়া অনুমান করেন; কিন্তু ত্রিপুরা রাজ বিজয়
মানিক্যের বিবরণীর সহিত বিজয়গিরির কার্যকলাপের কোন প্রকাশ
মিল নাই । তদুপরি বংশের নামের সহিতও মিল নাই ।
ত্রিপুরা জাতির স্ত্রীলোকের পরিধেয় পিণ্ডন ও বক্ষ বন্ধনী
খাদী কাপড়ের সহিত মিল দেখিতে পান । বলা বাহুল্য চাক্‌মা
রমণীদের পিণ্ডন ও খাদী কাপড়ের সহিত মিলমিশ মাত্র ত্রিপুরা
জাতির কয়েক দফা স্ত্রীলোকদিগের পরিধেয় বস্ত্রের সহিত
আংশিক মিল আছে; কিন্তু চাক্‌মা রমণীদের পিণ্ডনের চাবুকী
ফুল ও খাদী কাপড়ের ফুল উক্ত ত্রিপুরা রমণীদের ফুলের চেয়ে
উন্নত ধরণের । কতক অংশ মিল হবার কারণ তৎকালে
চাক্‌মারা কালাবাঘা বা শ্রীহট্ট জেলায় অবস্থান করেছিল । ত্রিপুরা
রাজ্যের ত্রিপুরা জাতির সহিত পাশাপাশি প্রতিবেশী হিসাবে

বাস করিয়া ছিল এবং মিলমিশ করিয়া বসবাস করিয়াছিল।
 এতদ্ব্যতীত ত্রিহট্ট জেলা বা কাল বাঘা প্রদেশের
 এক অংশ পরবর্তী কালে ত্রিপুরা রাজ্যের অধিকারভুক্ত হয় এবং
 এক অংশ আসামের অন্তর্ভুক্ত হইয়া যায় হাজার দেড় হাজার
 বৎসর সুদীর্ঘ কাল অতিবাহিত হওয়াতে পরবর্তী কালে ভিন্ন
 গিচ্ছিন্ন হওয়ায় এক অংশ আসামী ও এক অংশ ত্রিপুরা
 জাতির সহিত মিশিয়া গিয়াছে। এতদ্ব্যতীত ত্রিপুরা ও মগ-
 জাতির সহিত পাশাপাশি ভাবে বাস করায় ত্রিপুরা জাতি
 চাকমাদের মধ্যে এবং চাকমা জাতি ত্রিপুরা জাতিতে, একরূপ পরবর্তী-
 কালে চাকমাজাতি মগের মধ্যে মগজাতি চাকমার মধ্যে সামান্য
 পরিবার বাস করিতে করিতে পরস্পর জাতিতে মিশিয়া গিয়াছে মধ্যে
 মধ্যে বৈবাহিক সম্বন্ধ করিয়া ও পরস্পর মিশিয়া গিয়াছে। ইহার ভূরি
 ভূরি প্রমাণ রহিয়াছে। যেমন রাজীগোজা জুড়ান চাকমা মগরমণী
 বিবাহ করায় তাহার বংশধররা মগ জাতিতে মিশিয়া গিয়াছে।
 এখনও তাহার পুত্র পৌত্র দেশী চিনালা ও মহালছুগীর পশ্চিম
 পাশে থলী পাড়ায় মগজাতির সহিত মিশিয়া অবস্থান
 করিতেছে। চাকমা জাতির মধ্যে মগজাতি মিশিয়া মগ
 গোষ্ঠী ধানেশ গোজায় ও আঙু গোজায় আছে একরূপ চাকমা
 জাতিতে যেমন পীড়াভাজা ও খুখা গোষ্ঠী আছে ত্রিপুরা জাতিতেও
 এই বংশ আছে। বড়ুয়া জাতিতে চাকমা শিলক বাঙাল হালি-
 য়াতে রহিয়াছে; তেমন বড়ুয়া জাতিও বড়ুয়া গোজাতে
 মিশ্রিত হইয়া গিয়াছে। এই রূপে পাশাপাশি অবস্থায় বাস

করিলে এক জাতি অন্য জাতির পোষাক পরিচ্ছদ, আচার ব্যবহার পরস্পর মিশিয়া যায় ইহা স্বাভাবিক। ভাষাও তদ্রূপ যেমন চট্টগ্রাম জেলার বাঙ্গালীদের মধ্যে হার্বাং, মহিখালী রামু, চাউংগ্যা বাংগাদীদের পোষাক পরিচ্ছদ, আচার ব্যবহার এমনকি ভাষাও চট্টগ্রাম জেলার অন্য অংশের বাঙ্গালীদের সহিত পার্থক্য আছে। উক্ত অংশের লোকেরা মগ ভাষাগত হইয়াছে সন্দেহ নাই।

এতদ্ সত্ত্বেও ত্রিপুরা ও মগ জাতিদের সহিত প্রতিবেশী হিসাবে সুদীর্ঘকাল বসবাস করিয়াও কস্মিন কালে চাকমারা তাহাদের ভাষা একটুকুও গ্রহণ করে নাই। চাকমাদের প্রাচীন ভাষাতে পাণি, সংস্কৃত ও শুদ্ধ বঙ্গভাষা ছিল। পরবর্তীতে মুসলমান রাজত্বের সময় আরবী, পাণি ভাষার শব্দ বহু গ্রহণ করিয়াছে এবং মুসলমানের নামও অনুগ্রহণ করিয়াছে।